ইন্টারনেটে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ

একটি তুলনামূলক ফিকহী পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন

ONLINE MARRIAGE AND DIVORCE : A COMPARATIVE FIQHI STUDY

গ্রন্থকার পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (আযহারী) ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার দক্ষিণ জলদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মনির আহমদ সওদাগর। তিনি ছাত্র জীবনের শুরু থেকে প্রতিটি স্তরই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে 'দাখিল' ও 'আলিম' পাশ করে স্কলারশিপ নিয়ে মিসরস্থ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য গমন করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'য়াহ ও আইন অনুষদ থেকে উচ্চতর গ্রেডসহ প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর মিসর সরকারের 'মিসর-বাংলাদেশ কালচারাল এক্সেইঞ্জ স্কলারশিপ' অর্জন করে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী আইনে প্রথম শ্রেণিতে মাস্টার্স ও এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এম.ফিল. অভিসন্দর্ভে গবেষণার বিষয় ছিল 'Mohammad Anwar Shah Al-Kashmiry (1292-1352 H.) and His Efforts in Hanafi School' উক্ত থিসিসে তিনি সর্বোচ্চ রেজাল্ট (Excellent) অর্জন করেন। অতঃপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে 'Rules of Shariah Regarding Online Contract: A Comparative Fiqh Study' শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. নাছির আযহারী ২০১২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর আইন অনুষদভুক্ত আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। একই বিভাগে ২০১৫ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২০১৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

অপর ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য

ইন্টারনেটে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ

একটি তুলনামূলক ফিকহী পর্যালোচনা

Onlinge Marriage and Divorce

A Comparative Fiqh Study

ইন্টারনেটে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ

একটি তুলনামূলক ফিকহী পর্যালোচনা
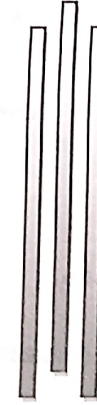
ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (আযহারী)

সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি

আল-ফিক্হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

আইন অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

স্বরবর্ণ প্রকাশন

الزواج والطلاق بالإنترنت : دراسة فقهية مقارنة

(باللغة البنغالية)

إعداد

الدكتور محمد ناصر الدين (الأزهري)
الأستاذ المشارك ورئيس
قسم الفقه والدراسات القانونية، كلية القانون،
الجامعة الإسلامية (الحكومية)كوشتيا، بنغلاديش.

ইন্টারনেটে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ
একটি তুলনামূলক ফিকহী পর্যালোচনা

প্রথম প্রকাশ : সফর-১৪৪৫/সেপ্টেম্বর-২০২৩
প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ প্রকাশন
দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
E-mail : info.shoroborno@gmail.com || **Fb:** fb.com/shorobornopub
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com – ILHAM
নিউ লেখা প্রকাশনী (৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট, কোলকাতা)
মুদ্রণ : স্বরবর্ণ প্রকাশন
বানান সমন্বয় : মাসউদ আহমাদ
প্রচ্ছদ : মো. আখতারুজ্জামান
পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০/-
US $: 6

Internete Bibaho o Bicched : Ekti Tolanamulok Fiqhi Porjalocona
[Online Marriage and Divorce : A Comparative Fiqh Study]
By Dr. Mohammed Nasir Uddin
Published by : Shoroborno Prokashon
ISBN : 978-984-97319-4-8

অর্পণ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতাপিতাকে
'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা'

সূচি

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইন্টারনেটে বিবাহ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

তৃতীয় অধ্যায়
ইন্টারনেটে বিবাহবিচ্ছেদ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

চতুর্থ অধ্যায়
ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা

ভূমিকা

- বিষয়টির গুরুত্ব
- উদ্দেশ্যাবলি
- অনুসৃত পদ্ধতি

ভূমিকা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম ও পরিপূর্ণ শরী'য়ত। এটি বিশ্বজনীন আসমানী বিধান। সকল স্থান কাল ও মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার বিধান এই শরী'আতে নেই। এটি মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উদ্দেশ্য সাধনের সকল দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর আজকের বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। জীবনের সকল অঙ্গনে এ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে। মানুষ ক্রমশ প্রযুক্তির সাথে শৃঙ্খলিত হচ্ছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে সমগ্র বিশ্বের দূরত্ব এমনভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছে যে, এটিকে এখন বিশ্বগ্রাম বা 'Global Village' আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিশ্বের একপ্রান্তে থাকা মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সাথে ন্যূনতম সময় ও খরচে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে। এতে করে তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সম্পর্কে বহু বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা এসেছে। মানুষ তার নিত্যদিনের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিমিষে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এক স্থানের মানুষ অন্যস্থানের মানুষের সাথে বহু ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলছে। বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পাদন করছে। এসব ক্ষেত্রে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ আদান-প্রদান বা চুক্তিরত উভয় পক্ষের স্থানগত ঐক্য না হলেও তারা পরস্পরকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে।

এই চুক্তিসমূহের বৈধতা আর এ সম্পর্কে ইসলামী শরী'য়াহর বক্তব্য নিয়ে অনেকের কাছে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এসব চুক্তির ধরন, বৈচিত্র্য ও ব্যাপক বিস্তার বিষয়টিকে যেমন জটিল করেছে, তেমনিভাবে এ ব্যাপারে ইসলামী শরী'য়াহর দৃষ্টিভঙ্গি দ্ব্যর্থহীন ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই এ গবেষণাকর্মটিতে মানুষ বিবাহ, তালাক, খোলা ও লি'য়ান ইত্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদনের

সঠিক ইসলামী সমাধান পাবে ইন শা আল্লাহ। তাছাড়া তথ্য-প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এ বিষয়ক ঝুঁকি, সাইবার ক্রাইম ও সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সহায়তা পাবে।

বিষয়টির গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

১. বিষয়টি আধুনিক এবং বর্তমান সময়ের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. বিষয়টি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

৩. বিষয়টি ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিবাহ, তালাকের মতো স্পর্শকাতর প্রসঙ্গে হওয়ায় মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের সঠিক নীতিমালা স্পষ্ট করবে।

৪. বিষয়টি বর্তমান সময়ের একটি ধারণাগত শূন্যতা পূরণ করবে।

৫. বিষয়টি সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ গবেষণার অপ্রতুলতা।

গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলি

ক) ইন্টারনেটের ব্যবহার ও এর মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহ ও বিচ্ছেদের চুক্তি প্রচুর পরিমাণে হওয়ার কারণে, বিশেষ করে বার্তা, ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে বিবাহ ও বিচ্ছেদের মত অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে শরী'য়াহর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান সম্পর্কে উত্থাপিত মানুষের বহু প্রশ্নের সমাধান জানা।

খ) ইন্টারনেটের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার ও এর মাধ্যমে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার শরী'য়াহসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।

গ) বিশ্বায়নের এই যুগে ইন্টারনেট তথা ভার্চুয়ালি সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক চুক্তির শর্তাবলি ও বিধান জানার মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি 'সাইবার নিরাপত্তা' কর্মসূচির

সহযোগিতাপূর্বক নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা।

ঘ) যারা মনে করেন প্রযুক্তিনির্ভর আজকের বিশ্বব্যবস্থার সাথে ইসলামী শরী'য়াহর বিধিবিধান সমানভাবে যায় না, তাদের সংশয় অপনোদন করে ইসলামের মহানুভবতা ও বিশ্বজনীনতা সমুন্নত করা।

ঙ) ইসলামী শরী'য়াহর সৌন্দর্য উন্মুক্ত হওয়ার ফলে শরী'য়াহ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূরীভূত করা।

চ) ইন্টারনেট সংক্রান্ত বিধিবিধানকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণের পথ সুগম করা।

ছ) গবেষণাটির মাধ্যমে ফিকহশাস্ত্রের বিশ্বজনীনতা, উর্বরতা ও সময়োচিত প্রমাণ করা।

অনুসৃত পদ্ধতি

যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখিত পদ্ধতি সমূহের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ভালোভাবে স্বীকৃত গবেষণা রীতিনীতির আলোকে মূলনীতি ও দলীলগুলোর ভিত্তিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য এ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ব্যবহারের 'একাডেমিক গবেষণারীতি' অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আল-কুরআন, বিভিন্ন তাফসীর ও হাদিসগ্রন্থ, হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ইসলামী ফিকহশাস্ত্রের মৌলিক ও আধুনিক গ্রন্থাবলি, বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত গবেষণা প্রবন্ধ, আধুনিক বিশ্বকোষ, বিভিন্ন জার্নাল, দৈনিক পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটির প্রথম অধ্যায়ে ইন্টারনেটের স্বরুপ, প্রকৃতি, পরিচিতি ও সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান এসেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্টারনেটে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রকার ও

ধরন এবং এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা, ই-স্বাক্ষর ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ও প্রামাণিকতা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল ও সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে 'ইসলামী ফাউন্ডেশন' প্রণীত প্রতিবর্ণায়নের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। বলা বাহুল্য, যেকোনো লৌকিক কাজে ভুল হওয়া/থাকা স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের কাছে আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করব, এ গ্রন্থের কোথাও কোনো ধরনের ভুলত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। আমি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে আগ্রহী।

আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য উম্মতের কাছে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বানুভূতি থেকে উপস্থাপন হিসেবে কবুল করেন এবং ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আমীন!

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (আল-আযহারী)
সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি
আল-ফিক্হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
nasircairo@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

ইন্টারনেটের প্রকৃতি ও পরিচিতি

- ইন্টারনেটের পরিচয়
- ইন্টারনেটের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- ইন্টারনেটের উপাদানসমূহ
- ইন্টারনেটের সেবাসমূহ
- ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা
- চুক্তি সম্পাদনে ইন্টারনেটের ভূমিকা
- ইন্টারনেটে চুক্তির সমালোচনা

প্রথম অধ্যায়
ইন্টারনেটের প্রকৃতি ও পরিচিতি

ইন্টারনেটের পরিচয়

ইন্টারনেট (Internet) মূলত ইংরেজি শব্দ। শব্দটি দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম অংশ Inter যা International শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ আন্তর্জাতিক। দ্বিতীয় অংশ net যা Network-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ অনেকেই জাল বলে মনে করে থাকেন। যা হোক শব্দানুবাদ করলে ইন্টারনেটের অর্থ দাঁড়ায় অন্তর্জাল। কিংবা গ্লোবাল নেটওয়ার্কও বলা যায়। বলা যায়, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্পিউটারে সংরক্ষিত এমন বিশ্বকোষ যা তরঙ্গের সাহায্যে তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে।[১]

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, ইন্টারনেট শব্দটির প্রথম অংশ Interconnection-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ আন্তঃসংযুক্ত, পরস্পরজড়িত, পরস্পরসংযুক্ত। দ্বিতীয় অংশ পূর্বোক্ত মতের অনুরূপ। এ ব্যাখ্যার আলোকে ইন্টারনেটের অর্থ দাঁড়ায় আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক বা পরস্পর সংযুক্ত জাল।[২]

সুতরাং ইন্টারনেট প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নেটের আন্তঃসংযুক্তিকে বোঝায়। অর্থাৎ ইন্টারনেট হলো সমস্ত পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত পারস্পরিক সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমষ্টি। যেখানে TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) বা ইন্টারনেট প্রটোকল নামের এক বিশেষায়িত প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে।[৩]

---

১. মাহরুস, মানসুর মুহাম্মাদ, *দলিলু মাওয়াকিয়িল ইন্তারনেত* (রিয়াদ : দারুল আসর, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১।

২. আল-ইযাভী, ইয়াহইয়া, *কামুসুল কারী, ইংলিশ-আরবী* (অক্সফোর্ড : মাতবা'য়াতুল জামিয়া', ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৪২, ৩৫৬।

৩. আলফানুতুখ, আব্দুল কাদের, *আল-ইন্তারনেত লিল মুসতাখদিমিল আরাবী* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১১।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়,..অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, টেলিফোন লাইন ও উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তঃসংযুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের নাম ইন্টারনেট। মৌলিক এ ধারণার আলোকে ইন্টারনেটের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা যায় : ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ব্যবস্থা যা ব্যক্তিগত, পাবলিক, ব্যবসায়িক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ব্যাংকিং খাত, কোম্পানি ও সরকারি নেটওয়ার্কসহ যাবতীয় যুক্ত নেটকে ধারণ করেছে।[৪]

ইন্টারনেটের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। আমেরিকার তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি গবেষণাপ্রকল্প চালাতে বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ টিম গঠন করেছিল। প্রকল্পের বিষয়বস্তু ছিল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং। কারণ তখন তারা নেটে প্রেরিতব্য বার্তাটিকে খণ্ডিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠিয়ে একটা সামষ্টিক মেসেজ দিত। যেহেতু তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তাদের স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল, তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা হিসেবে তারা এমন পদ্ধতি ব্যবহার করত।[৫]

১৯৮৩ সালের দিকে গবেষণাপ্রকল্পের উন্নয়ন ও ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। সামরিক ব্যবহারের পাশাপাশি ইন্টারনেটকে সর্বসাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। প্রথমে চারটি কম্পিউটারের মাধ্যমে শুরু হলেও পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬টি কম্পিউটারে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন সাইন্স ফাউন্ডেশন তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করলে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে এটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও সুযোগ-সুবিধা ছিল সীমিত। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নব্বই দশকের শুরুতেই কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক হিসেবে ইন্টারনেট গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৩ সালের দিকে শুরুতে অবশ্য আমেরিকায় নেট দুভাগে বিভক্ত ছিল:

---

৪. বাসয়ূনী, আব্দুল হামীদ, *আত-তা'লীম ওয়া-দ্দিরাসাতু 'আল-ল ইন্তারনেত* (কায়রো : আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, ২০০১ খ্রি.), পৃষ্ঠা-১৩।

৫. শাহীন, বাহা, *আদ-দালিলুল ইলমি লি-ইসতেখদামিল ইন্তারনেত* (কায়রো : মাকতাবাতুল 'আরাবিয়্যাহ লি-উলুমিল হাসিব, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৪।

এক. সামরিক কাজে ব্যবহৃত নেট যা ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) নামে পরিচিত ছিল।

দুই. সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছিল যা Mallnet নামে পরিচিত ছিল।[৬]

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর আমেরিকার সামরিক প্রয়োজনে নেট ব্যবহার কমে আসায় সর্বসাধারণের মাঝে নেট ব্যবহার বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কোম্পানিগুলো ইন্টারনেট ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক কর্পোরেশন কর্তৃক ইন্টারনেট ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর ইন্টারনেটের এক মহাকাব্যিক অগ্রযাত্রার সূচনা হয়। কারণ, তারা একটি সুপার কম্পিউটারের জন্য পাঁচটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। যাতে বিজ্ঞানীদের জন্য সমগ্র সঞ্চিত তথ্যে অ্যাকসেস করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই নেটওয়ার্ক ফেডারেশনের ফলে প্রত্যেক কেন্দ্র অন্য কেন্দ্রের সাথে সাবলীল যোগাযোগ করে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারত। এর গোটা অবদানই উপরিউক্ত সংস্থাগুলোর। যা পরে আমেরিকায় ও তারপর সমগ্র বিশ্বে ইন্টারনেটের বিকাশ ও সমৃদ্ধির মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছিল।[৭]

১৯৮৯ সালে গঠিত হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব 'World Wide Web' (www)। লক্ষ লক্ষ পেইজের এক বিস্ময়কর সম্ভার। সকল বিষয় যথা : সাহিত্য, শিল্পকলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতির তথ্যভাণ্ডারের মহাসমুদ্র বলা যায় এটাকে। অতিদ্রুত সমস্ত বিশ্বে এর বিস্তার ঘটতে লাগল। একসময় তা বিশ্বময় হয়ে গেল।[৮]

---

৬. বিল গেটস, *আল-মা'লুমাতিয়্যাহ বা'দাল ইন্তারনেত: তরিকুল মুস্তাকবিল*, আব্দুস সালাম রিদওয়ান অনূদিত (কুয়েত : সিলসিলাতু আলামিল মা'রিফা': সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কুয়েত কর্তৃক প্রকাশিত, সংখ্যা ২৩১, মার্চ ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭।

৭. আল-ফানতূখ, *আল-ইন্তারনেত লিল-মুসতাখদিমিল 'আরাবী*, পৃ. ২১।

৮. খাইয়্যাল, ড. মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ, *আল-ইন্তারনেত ওয়া বা'দুল জাওয়ানেবিল কানুনিয়্যাহ* (কায়রো : দারুন নাহদা, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮।

ইন্টারনেটের উপাদানসমূহ

ইন্টারনেট স্থির কোনো বস্তু নয় যাকে আঙুলের ইশারায় দেখানো যেতে পারে। বরং ইন্টারনেট অনেকগুলো ওভারল্যাপিং বিষয়ের সমষ্টি। যেগুলো একটা আরেকটার পরিপূরক। কিছু আমরা দেখতে পাই যেমন : ক্যাবল, কম্পিউটার। আর কিছু উপকরণ আমরা দেখতে পাই না যেমন : বিভিন্ন মানব জ্ঞান। একটি কার্যকর ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত উপকরণ বা উপাদানের সামষ্টিক গঠন আবশ্যক;

১. কম্পিউটার, কারণ আন্তঃসংযুক্তির জন্য এটা দরকার।

২. আন্তঃসংযোগ সিস্টেমের সফটওয়্যার দিয়ে সিস্টেমের সাথে ডিভাইসের সংযুক্ত করা। যেমন : Internet Explorer।

৩. ইন্টারনেট পরিসেবা সরবরাহক কোনো সংস্থা বা কোম্পানির সাথে একটি যোগাযোগ অ্যাকাউন্ট খোলা।

৪. মডেম, মডেম হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক ডিভাইস যা কার্ড বা অন্যান্য ডিভাইসের সাহায্যে তারসহ অথবা সাহায্য ছাড়াই ইন্টারনেট সংযোগ ঘটানোর কাজ করে।[৯]

ইন্টারনেটের সেবাসমূহ

দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও নানাবিধ সেবা আমরা দেখতে পাই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ, চুক্তি সম্পাদনসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবহারিক সেবা যেগুলো এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তা নিয়েই এ পর্বে আলোচনা করব।

১. ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল তথা ইলেকট্রনিক মেইল হলো ডিজিটাল বার্তা, যা কোনো একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এ জাতীয় ডিজিটাল বার্তা ই-মেইলের কোনো ফাংশন ব্যবহার করে এক বা একাধিক

৯. আল-মুসতারিহী, হুসাম মুহাম্মাদ, ***কাইফা তাসতাখদিমুল কম্বিউতার*** (আম্মান : দারু উসামা, তা. বি.), পৃ. ২০৪।

ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করা যায়। আধুনিক বিশ্বে তথ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়নে ইন্টারনেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান ই-মেইল। ই-মেইল সেবা গ্রহণ করে মুহূর্তের মধ্যেই বার্তা প্রেরণ করা যায় পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে। এ সেবা গ্রহণের জন্য ব্যবহারকারীর একটি ইলেকট্রনিক মেইল অ্যাড্রেস থাকতে হয়। ই-মেইল অ্যাড্রেস সাধারণত তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রথম অংশে ব্যবহারকারীর নাম। দ্বিতীয় অংশে ব্যবহারকারীর নামের পরপরই @ এই চিহ্ন থাকে। তৃতীয় অংশে এই চিহ্নের পরপরই থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর মেইল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানই মেইল সেবা দিচ্ছে। যেমন : জি-মেইল, জোহা-মেইল, এআইএম মেইল, ইয়াহু মেইল, হট মেইল, মেইল ডট কম ইত্যাদি।

(SMTP) ই-মেইল ক্লায়েন্ট থেকে সিম্পল মেইল ট্রান্সফার প্রটোকলের মাধ্যমে একটি ই-মেইল পাঠানো হয়। এই মেইল পাবলিক ইন্টারনেট এরিয়ায় এসে বিভিন্ন রাউডার ক্রস করে প্রেরকের মেইলের জন্য নির্দিষ্ট সার্ভারে এসে জমা হয়। এখানে চাইলে নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারে। প্রাপকের ই-মেইল অ্যাড্রেস একই মেইল ট্রান্সফার এজেন্ট (MTA) হলে তাহলে ই-মেইল সার্ভার সরাসরি তা প্রাপকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ভিন্ন (MTA) হলে ই-মেইল সার্ভার (SMTP) ব্যবহার করে প্রাপকের অ্যাড্রেসে পাঠাবে। যদিও এটি টেক্সট বেসড কমিউনিকেশন সিস্টেম কিন্তু প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে আজ এর মাধ্যমে এটাচমেন্ট হিসেবে বিভিন্ন ফরমেটের ফাইল, ছবি কিংবা চলমান ভিডিও ও অডিও পাঠানো সম্ভব।[১০]

কোনো ই-মেইল আসলে প্রাপকের ই-মেইল ইনবক্সে তা আনরিড স্ট্যাটাস হিসেবে জমা হয়। পাঠক ই-মেইল ওপেন করে সেই মেইল পড়লে মেইলটির স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয়ে রিড স্ট্যাটাস হবে। পাঠক যেকোনো এটাচমেন্ট

১০. বিল গেটস, ***ইন্‌ফরমেটিক্স আফ্‌টার দি ইন্টারনেট***, অনুবাদ, আব্দুস সালাম রিদোয়ান (কুয়েত : ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কালচার আর্টস, ১৯৮৭ খ্রি. সংখ্যা, ২৩১), পৃ. ১৩৩; আব্দুল গনী, খালেদ মাহমুদ, ***রিহলাতুন ইলা আলামিল ইন্তারনেত*** (কায়রো : মাতাবেউ আখবারিল ইওম, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৫।

ডাউনলোড করে লোকাল কম্পিউটারে সেভ করতে পারে। আবার অন্যত্র ফরোয়ার্ডও করতে পরে।

২. চ্যাটিং (Chatting)

এই সেবাটি অনলাইনে পরস্পর জড়িতের মধ্যে বার্তা, ভয়েস, ছবি কিংবা ভিডিও আদান-প্রদানের প্রত্যক্ষ মাধ্যম। এ আদান-প্রদান হতে পারে বার্তায় কিংবা ভয়েস চ্যাটে অথবা ভিডিও কলে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই একাকী কিংবা গ্রুপে এ ধরনের চ্যাটিং করা যায়। সম্মিলিত চ্যাটিংকে গ্রুপ চ্যাটিং বলে। এ সেবায় উভয়প্রান্তেই পরস্পরকে দেখেও চ্যাট করা যায়। বার্তা, পিকচার, অডিও, ভিডিও, স্টিকার, ফাইল অনায়াসেই বিনিময় করা যায় এ সেবায়।[১১]

চ্যাটিংয়ে আশ্চর্যরকম দ্রুততায় বার্তা আদান-প্রদানের পথকে নতুন গতি দিয়েছে মেসেঞ্জার, হোওয়াট্সঅ্যাপ, ইমো ইত্যাদি। এ অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মাধ্যমে অনলাইনে ব্যবহারকারীর প্রবেশ-প্রস্থান ও অবস্থান জানা যায়। অবিশ্বাস্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের ব্যবহারকারীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে মুহূর্তেই এই অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মাধ্যমে। বর্তমানে এ মাধ্যমে নানাপ্রকার চুক্তিও সম্পাদিত হচ্ছে। একজন প্রস্তাব করছে অন্যজন তাৎক্ষণিক সেটা গ্রহণ করছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ থাকায় এ ধরনের অনলাইন ভিত্তিক মজলিসগুলোও একদম বাস্তবে সংঘটিত চুক্তির মজলিসের মতোই অনুভূত হয়।

৩. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW)

তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থায় চরম উৎকর্ষে ই-মেইলের পরের অবস্থানেই রয়েছে (WWW) ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) বা বৈশ্বিক যোগাযোগ জালের অবস্থান। তিনটি অক্ষরের মেলবন্ধন বদলে দিয়েছে জীবনযাপনের মাত্রা। বিশ্ব আজ ধরা দিয়েছে বড় একটা জালে। পৃথিবীজুড়ে টেক্সট, পেজেস, ডিজিটাল ফটোগ্রাফস, মিউজিক

১১. আল-মুসতারাইহি, হুসাম মুহাম্মাদ, *কাইফা তাসতাখদিমুল কম্বিউতার ওয়াল ইন্তারনেত* (আম্মান : দারু উসামা, তা. বি.), পৃ. ২০৪।

ফাইলস, ভিডিও'স এবং এনিমেশনের এক বিরাট সম্ভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। একজন ব্যবহারকারী ওয়েবে লেখা পড়তে পারে এমনকি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের ত্রিমাত্রিক নানা ভার্চুয়াল রেপ্লিকায় ঘুরে বেড়াতেও পারে। পথ হারালে ম্যাপের সাহায্যে খুঁজে পেতে পারে গন্তব্য। পেতে পারে গন্তব্যে যাওয়ার নির্দেশনাও। ইন্টারনেট বর্তমানে গাইডের ভূমিকা পালন করছে।[১২]

বর্তমানে ওয়েব পেইজ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান কল্পনাই করা যায় না। বিভিন্ন কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয় ও এজেন্সি আজকাল তাদের পণ্য, তথ্য এবং বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কম্পিউটারের সফট কপিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অসংখ্য তথ্যে সজ্জিত ওয়েব পেজের লক্ষ লক্ষ পেইজ। যেকোনো প্রয়োজনেই অনায়াসেই এ বিশাল অঙ্গনের সহযোগিতা নিতে পারেন ব্যবহারকারীরা।

৪. টেলনেট (Telecommunication Network)

ইন্টারনেটের অন্যতম উপহার টেলনেট। এটা মূলত Telecommunication Network-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কম্পিউটারের অথবা স্মার্টফোন বা ইন্টারনেটের কোনো সিস্টেমে লগইন করে রিসোর্স অ্যাকসেস সার্ভিসের নাম টেলনেট। মূলত টেলনেট একটি নেটওয়ার্ক ভার্চুয়াল টার্মিনাল প্রটোকলকে বোঝায়। টেলনেট সার্ভার বা রিমোট হোস্টের নিকট টেলনেট ক্লায়েন্টের রিকুয়েস্ট সেন্ড করার মাধ্যমে এটির কার্যক্রম শুরু হয়। ব্যবহারকারীর নাম, পাসওয়ার্ড, একসেপ্ট ইত্যাদি পর্ব সেরে একটি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কম্পিউটারে ভার্চুয়াল টার্মিনাল তৈরি হয়। এর মাধ্যমেই হোস্টের কম্পিউটারে অ্যাকসেস সম্পূর্ণ করার অনুমতি পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে

১২. অ্যালান সিমাবৃসন, *ইন্তারনেত ইসতায়া'দা ইনতালাকা*, অনুবাদ : দারুল আরাবিয়্যাহ লিলউলূম (কায়রো : ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৬৬; খায়য়াল, ড. মাহমুদ আসসাইয়্যেদ, *ইন্তারনেত ওয়া বা'দুল জাওয়ানেবিল কানুনিয়্যাহ*, পৃ. ১২।

একক ব্যবহারকারীর মতো টেক্সট, পিকচার, ভিডিও, অডিও ফাইল দেখা যায়। আবার কোনো প্রোগ্রামও বাস্তবায়ন করা যায়।[১৩]

ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা

ইন্টারনেটের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা নিম্নে আলোকপাত করছি:

১. আন্তর্জাতিকতা

ইন্টারনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিকতা। সকল ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমা-চৌহদ্দির ঊর্ধ্বে উঠে ইন্টারনেট আজ সর্বজনীন যাকে কোনো সীমানায় আবদ্ধ করা যায় না। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা গোটা বিশ্ব বিচরণ করতে পারে কোনো ভিসা এবং পাসপোর্ট ছাড়াই। যেকোনো সাইটে ঢুকেই গোটা পৃথিবীর ভার্চুয়াল ভ্রমণ করতে এখানে কোনো বাধা নেই।[১৪]

২. গতিময়তা

ইন্টারনেটের কল্যাণে যেকোনা তথ্য খুব দ্রুতই সংগ্রহ করা যায়। ইন্টারনেট যেমন সীমানা, কাঁটাতারের বেড়াকে অচল করেছে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে ঠিক তেমন করে কালিক ঝামেলাকেও পাশ কাটাতে সক্ষম হয়েছে। এখন চোখের পলকেই প্রেরক ও প্রাপকের আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ঘরে বসেই বিশ্বের যে কারও সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে। বিরতিহীন এই সার্ভিস ইন্টারনেট দিয়ে যাচ্ছে। অষ্টপ্রহরই নিজেকে উন্মুক্ত রেখেছে গ্রাহকদের সেবায়।[১৫]

---

১৩. অ্যাকুল্ন, সাইমন, *আত-তিজারাতু আলাল ইন্তারনেত*, ইয়াহইয়া মুসলেহ অনূদিত (আমেরিকা : বাইতুল আফকার আদ্দাওলিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪১; আস-সানাদ, ড. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ, *আল-আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ লি-তত'য়ামুলাতিল ইলেকত্রনিয়্যাহ*, (মদীনা মুনাওয়ারা : আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, ১৪৩৫ হি.), পৃ. ৩৯।

১৪. উসাইরী, ড. আলী ইবন আব্দুল্লাহ, *আল-আসার আল-আমনিয়্যাহ লি-ইসতিখদামিশ শাবাবি লিল-ইন্তারনেত* (রিয়াদ : জামিয়া নায়েফ আল-আরাবিয়্যাহ লিল-উলূমিল আমনিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৩।

১৫. আশ-শাহরী, ফায়েয, *ইসতেখদামাতু শাবাকাতিল ইন্তারনেত ফিল ই'লামিল আমনিল 'আরাবিয়্যি*, মাজাল্লাতুল বুহুস আল-আমনিয়ায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, কুল্লিয়াতুল মালিক ফাহাদ আল-আমানিয়্যাহ, সংখ্যা : ১৯, শাবান, ১৪২২ হি.।

৩. সাশ্রয়ী

সময় ও শ্রম সাশ্রয়ের মাধ্যমে মিতব্যয়ী অর্থনীতি উপহার দেয় ইন্টারনেট। কেননা, ইন্টারনেটের বিভিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করলে সময় ও শ্রম দুটোই তুলনামূলক কম খরচ হয়। যেমন ই-মেইল করলে অথবা ইন্টারনেটে কল করলে প্রচলিত সিস্টেমের চেয়ে খরচ ও শ্রম দুটোই কম ব্যয় হয়।[১৬]

৪. প্রভাব বিস্তার

ইন্টারনেটের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোনো কিছু প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারে। কেউ ই-মেইল যেমন পাঠাতে পারে তেমন জবাবও দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করেও নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। অধিকন্তু, কেউ চাইলে নিজে একটা ওয়েবসাইট খুলে তাতে নানা তথ্য, পিকচার, ভিডিও, অডিও এসব নিরাপদে রাখতে ও আদান-প্রদান করতে পারে। যোগাযোগ ও মিডিয়ায় ইন্টারনেটের আজকের এ প্লাবনের মূল রহস্য তো এখানেই।[১৭]

৫. মাল্টিমিডিয়া

মাল্টিমিডিয়া (Multimedia) এমন একটি মাধ্যম যাতে বিভিন্ন রকমের তথ্য যেমন : লেখা, শব্দ, চিত্র, ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদিকে একত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করা হয়।[১৮]

ইন্টারনেটের নানা তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজনীয় সেটে সজ্জিত। ব্যবহারকারী চাইলে নেটের মাধ্যমে তা ব্যবহার করতে পারে এবং তাতে সংগৃহীত ভয়েস, পিকচার, ভিডিও থেকে সাহায্যও নিতে পারে। তাই ইন্টারনেট কেবল ই-মেইল সেন্ড এবং রিসিভ কিংবা ডাটা ট্রান্সফারের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বর্তমানে ইন্টারনেট এমন এক অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে,

---

১৬. আল-আবিদ, মানসুর ফাহাদ, *ইন্তারনেত ইস্তেসমারুল মুস্তাকবিল* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

১৭. উসাইরী, ড. আলী ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১৮. https://bn.wikipedia.org/wiki (Visited on 10-03-2020 at 11 PM).

যেখানে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হওয়ায় তা ইনজয় করার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া মানুষ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনেও আজ চিত্তবিনোদনের জন্য ইন্টারনেট জগতে ঢুঁ মারে।[১৯]

৬. বহুমাত্রিক ব্যবহার

বহুমাত্রিক ব্যবহারের কারণে ইন্টারনেট আজ স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। এখন ইন্টারনেট যোগাযোগ, শিক্ষা, ব্যবসা, বিনোদন, চিকিৎসা, বাজার, পরামর্শসহ সকল জাগতিক বিষয়ের এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যা ইন্টারনেটে নাই। মানুষের চাহিদা এবং আগ্রহকে দারুণভাবে মূল্যায়িত করছে ইন্টারনেট।[২০]

৭. সাবলীল ব্যবহার

ইন্টারনেটের বিভিন্ন সিস্টেম ও প্রোগ্রামকে উন্নত করার অনবরত প্রচেষ্টা ইন্টারনেটের ব্যবহারকে আজ সহজতর করে তুলেছে। কিছু চিহ্ন ধরে চললেই এবং সে অনুযায়ী মাউস টিপলে/স্মার্ট ফোনে টাচ করলেই ব্যবহারকারী পেয়ে যায় তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়।[২১]

৮. গতিময় সম্প্রসারণ

ইন্টারনেটের অবিরাম চলনই সকল স্থবিরতাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এখানে প্রতি মুহূর্তেই একত্র হয় অযুত ব্যবহারকারী। তৈরী হয় শত শত সাইট। যা সরবরাহ করে লক্ষ লক্ষ পেইজ। ব্যবহারকারীরা এসব সাইটে ঢুঁ মেরে থাকে। কোনো সাইট ভালো না লাগলে নিজের পছন্দমতো অন্য সাইটে দ্রুত যেতে পারে স্বীয় চাহিদা মেটাতে।[২২]

চুক্তি সম্পাদনে ইন্টারনেটের ভূমিকা

আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের অন্যতম বিজ্ঞাপন ইন্টারনেট। এর ছোঁয়া লেগেছে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের প্রাত্যহিক অধ্যায়ে প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে

১৯. শাহীন, বাহা, *আদ-দলীল আল-ইলমী লি-ইস্তেখদামিল ইন্তারনেত*, পৃ. ৩২।
২০. আল-ফুনতুখ, আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
২১. আব্দুল গনী, খালেদ মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।
২২. শাহীন, বাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

চলেছে এর আবেদন। বিশ্ববিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী এক মিডিয়ার নাম ইন্টারনেট। এর বহুমাত্রিক ব্যবহারে পরিবর্তনের এক মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছে মানবজীবনে। ব্যক্তিজীবনের গণ্ডি ছাপিয়ে রাষ্ট্রীয় কনফারেন্স ও এর নানামুখী উদ্যোগ আজ লক্ষণীয় ও প্রশংসিত। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি স্তরকে জয় করে মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করেছে ইন্টারনেট। তথ্য আদান-প্রদানের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এছাড়াও নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি সম্পাদনেও কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ই-কমার্সের কথা প্রণিধানযোগ্য। ই-কমার্স একটি আধুনিক ব্যবসাপদ্ধতি। যেখানে অনলাইনেই সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্রেতা ঘরে বসেই যেকোনো পণ্যের মান, দাম যেমন দেখতে পারে তেমনই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তা অর্ডারও করতে পারে। ব্যবসায়িক প্রচার, বিক্রয়পূর্ব ও পরবর্তী পরিসেবা, পরিবহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, শিপিং এবং আনলোডিং সবই এর মাধ্যমে সম্পাদন সম্ভব। তাছাড়া মানুষের যাবতীয় কার্যক্রমে নিঃসন্দেহে গতিময়তা দান করেছে।[২৩]

আজকাল ই-মেইলের মাধ্যমেও ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। আমদানিকারক এবং রফতানিকারককে কীভাবে আমদানি ও রফতানি সম্পাদন ও মূল্য আদায় করা যায়, তার তথ্য ও সুযোগ সরবরাহ করে। কোনো ট্রানজেকশন ছাড়া স্বল্প খরচেও তা করা সম্ভব।[২৪]

ইন্টারনেটে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ। কারণ, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ক্রয়-বিক্রয়ের যে ধারা প্রচলিত আছে সে ধারায় যে পরিমাণ সময়, অর্থ ও কষ্ট করতে হতো তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এবং দূরদূরান্ত থেকে পণ্য ক্রয়ের ভোগান্তিও পোহাতে হয় না।

২৩. মুজাহিদ, ড. উসামা আবুল হুসাইন, *খুসুসিয়্যাতুত তায়া'কুদ আবরাল ইন্তারনেত* (কায়রো : দারুন-নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৯।
২৪. আব্দুল আযীম, ড. হামদি, *ইকতিসাদিয়াতুত তিজারাতিত দাওলিয়্যাহ* (কায়রো : আলামুল গদ, তা. বি.), পৃ. ২৪১।

ওয়েবসাইটে চুক্তি সম্পাদনের বর্তমান পরিসংখ্যান বলে অদূর ভবিষ্যতে এ খাতটি অভাবনীয় উন্নতি সাধন করবে এবং একচেটিয়া রাজত্ব করবে। নানাবিধ উপকারিতা ও সহজলভ্যতাই ওয়েবসাইটে ক্রয়-বিক্রয়ের এ খাতটিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও জনপ্রিয় করে তুলবে। যদিও ইন্টারনেটের অনেক আশাব্যঞ্জক দিক রয়েছে, তবুও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতাও পরিলক্ষিত হয় এ সেক্টরে। জটিলতার প্রথম বিষয়টি আসে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে ও মানদণ্ডে। অর্থাৎ ক্রেতা যে মাধ্যমগুলো দিয়ে মূল্য পরিশোধ করবে তার শর'য়ী ও আইনী মানদণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা কিছুটা রয়েই যায়। তাছাড়া এসব মাধ্যমগুলোতে তাদের প্রদত্ত স্বাক্ষর সত্যিকার অর্থেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে কি না? এমনইভাবে পারিবারিক কার্যক্রমেও সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর নিখাদভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে কি না এ সংক্রান্ত আইনী ও শর'য়ী কিছু জটিলতা থেকেই যায়। অধিকন্তু, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ ও তালাকের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৫]

ইন্টারনেটে চুক্তির সমালোচনা

ইন্টারনেটে চুক্তি সম্পাদনে বেশ কিছু জটিলতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো;

১. ওয়েবসাইট ধ্বংস হয়ে যাওয়া

আজকাল আমরা প্রায়শই দেখি বিভিন্ন সাইটের মূল যোগাযোগের বিন্দুতে হামলা করে সিস্টেম বা সাইটকে বিনাশ কিংবা তথ্য-উপাত্ত চুরি হচ্ছে। সাইট, সফটওয়্যার ধ্বংসের এরকম সংখ্যা এখন প্রকট আকার ধারণ করছে। কে বা কারা এসব করছে অনেক সময় এ জাতীয় দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করাও সম্ভব হয় না। কম্পিউটারের এই উন্নতির যুগে (Hackers) হ্যাকারদের সংখ্যা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। এ হ্যাকাররা কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই কারও অ্যাকাউন্টে, নেটওয়ার্কে ও কম্পিউটারে প্রবেশ করে

২৫. শাহীন, বাহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগ্রহণ, মোচনও পরিবর্তন করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এর মাধ্যমে অনলাইন জগতে অবৈধভাবে প্রায় সবকিছুই করা সম্ভব। যেমন, অনলাইন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চুরি করা, ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা ও ভাইরাস বা কোনো ক্ষতিকর প্রোগ্রামের মাধ্যমে আক্রমণ করা। এরা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসেই এসব ঘৃণ্য কুকর্ম সম্পাদন করতে পারে। কম্পিউটারের বিস্ময়কর উন্নতি সাধনের পরও এ হ্যাকাররা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। খুব নগণ্য সংখ্যক হ্যাকারকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।[২৬]

অবশ্য হ্যাকারদের মধ্যে অনেকে ভালো কাজও করে থাকেন। তাদেরকে 'হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার' (White hat hacker) বা ইথিক্যাল হ্যাকার বলা হয়। তারা কোনো সিকিউরিটি সিস্টেমের অর্থাৎ কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যারের দুর্বলতা বা ত্রুটি খুঁজে বের করে ওই সিকিউরিটি সিস্টেমের মালিককে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেই ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করান যেন তারা ভবিষ্যতে যেকোনো সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। সাইবার ওয়ার্ল্ডের নিরাপত্তা প্রদানে সাহায্য করে টাকা কামাই তাদের প্রধান কাজ।[২৭]

অন্যদিকে যেসব হ্যাকার সাইবার জগতে বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত থাকেন তাকেরকে 'ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার' (Black Hat Hacker) বলা হয়। এরা সাইবার ক্রাইমে নিয়োজিত থাকে; বিভিন্ন সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের দুর্বলতা খুঁজেবের করে তা হ্যাক করে নিজেদের আর্থিক, ব্যক্তিগত ও গুপ্তচরবৃত্তির স্বার্থ সিদ্ধ করে। কোনো সিস্টেমের সিকিউরিটির মধ্যে কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলে তারা সেটিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সিস্টেমের ডাটাবেজ নষ্ট করা, ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া, তথ্য চুরি করা-সহ বিভিন্ন

২৬. আল-মাযরুয়ী, মাওয়াহ, *আল-ইখতেরাকাতুল ইলেক্ট্রনিয়্যাহ খাতারুন কাইফা নুয়াজিহুহ*, মাজাল্লাহ 'আফাকুন ইকতেসাদিয়্যাহ'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ (সংযুক্ত আরব আমিরাত : সংখ্যা : ৯, সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৫৪।

২৭. https://www.jugantor.com/todays-paper/it-world/250120/ (Visited on 10/03/2020 at 11.50 PM).

ধরনের অবৈধ কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সাইট বিনষ্ট করার কাজগুলো নিম্নোক্ত কারণে সাধারণত হয়ে থাকে;

ক. বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে প্রযুক্তিগত, বুদ্ধিভিত্তিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

খ. রাজনৈতিক ও সামরিক গুপ্তচরবৃত্তি ও কাউন্টার সাইট ধ্বংস করা

গ. সংরক্ষিত ডেটা, প্রোগ্রাম, ফাইল বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রেডিট কার্ডের মতো সম্পদে হস্তক্ষেপ করে স্বার্থসিদ্ধি করা

ঘ. কুপ্রবৃত্তি ও শখের বশে কিংবা হ্যাকিংয়ে নিজের সক্ষমতা জানান দিতে।[২৮]

২. ই-মেইলে পেনিট্রেইশন বা অনুপ্রবেশ

বর্তমানে চিঠি প্রথার চেয়ে সাইবারচিঠি বা ই-মেইলের ব্যবহারই বেশী। বলা যায় ই-মেইলের প্রভাবে সনাতন পদ্ধতির চিঠি প্রায় বিলুপ্তির পথে। খুব সহজে ও দ্রুত পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কোনো তথ্য বা ফাইল সেন্ড বা রিসিভ করা যায় বিধায় ই-মেইলের ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ই-মেইলে অনুপ্রবেশ বলতে বোঝায় প্রেরিত মেইলের তথ্য নেওয়ার জন্য কিংবা এতে ভাইরাস ঢুকিয়ে কোনো সিস্টেম নষ্ট করার জন্য অবৈধ অনুপ্রবেশ। কখনো তা ধ্বংস কিংবা হাইজ্যাক বা অবৈধভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও হতে পারে। এখানে যে প্রশ্নটি খুব পীড়া দিতে পারে সেটা হচ্ছে এর নিরাপত্তাব্যবস্থা। কারণ, পশ্চিমা সিকিউরিটি এজেন্সির মালিকানা বিধায় অনুপ্রবেশের একটি জোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না![২৯] এর উল্লেখযোগ্য কারণ;

ক. আমদানিকারক বা ক্রেতা পণ্যটি ক্রয় করার পূর্বে পরীক্ষা করতে অক্ষম হওয়া।

২৮. আস-সানাদ, ড. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ, *আল-আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ লিত-তা'আমুলাতিল ইলেকতুরনিয়্যাহ*, পৃ. ২৯১।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।

খ. নেট ব্যবহার করে কৃত্রিম বা জাল চুক্তি সম্পাদনের সমূহ সম্ভাবনাও থেকে যায়। চুক্তিতে আবশ্যকীয় কোনো তথ্য মুছে দিয়ে বা নতুন তথ্য ঢুকিয়ে বা তথ্য পরিবর্তন করে বিভ্রান্তি তৈরী করে একটি চুক্তিকে পুরো পরিবর্তন করে স্বার্থসিদ্ধির অশুভ সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। বিশেষ করে ব্যক্তিগত চুক্তিতে এর সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।[৩০]

গ. অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে জাল ক্রেডিট কার্ড[৩১] ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে। এসব কার্ডের ডিজিট চুরি করার মাধ্যমে এ অপকর্ম ঘটানো সম্ভব। ফলে পণ্য ক্রয় না করেও এসব কার্ডের মালিকদেরকেই মূল্য পেমেন্ট করার মতো বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এবং এ ধরনের গর্হিত কাজের গ্লানি তাদেরকে টানতে হয়। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত (গ) নং সমস্যাটি সমাধানের জন্য গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকের জন্য উক্ত কার্ড ব্যবহারের নিরাপত্তায় একটি ইলেকট্রনিক ইউনিট সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন, যাতে দেশের রিজার্ভ কিংবা মানুষের সম্পদ চুরি না হয়।[৩২]

****

৩০. আল-কাহওয়াজি, ড. আলী ইবন আব্দিল কাদের, ***আল-হিমায়াতুল জিনায়িয়্যাহ লিলবায়ানাতিল মুয়ালাজাহ আল-ইলেকতুরনিয়াহ***, কুল্লিয়াতুশ শরী'য়াহ ওয়াল কানুন, আইন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ (আরব আমিরাত : জামিয়াতুল ইমারাত আল-আরাবিয়্যা, ২০০০ খ্রি.)।

৩১. ক্রেডিট কার্ড হলো : ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যুকৃত বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড যা ব্যবহার করে নগদ টাকা ওঠানো যায়। ইস্যু করার সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়সীমা ঠিক করে দেয়া থাকে। একজন গ্রাহক ঐ সীমা পর্যন্ত টাকা খরচ করতে পারে। এই কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা ক্রয় করা যায়।
(দ্র. আবু সুলাইমান, ড. আব্দুল ওহহাব, *আল-বিতাকাতুল ব্যাংকিয়্যাহ* (মিশর : দারুন নাহদাহ আল-আলামিয়্যাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ২৪;
https://bn.wikipedia.org/wiki/ক্রেডিট কার্ড);

৩২. আব্দুল আযীম, ড. হামদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইন্টারনেটে বিবাহ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

ইন্টারনেটে বিবাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ :

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান ও তার বিধান

ইন্টারনেটে বিবাহের প্রস্তাব দানের মাধ্যমে প্রতারণার সম্ভাবনা ও এর প্রতিকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

ইন্টারনেটে বিবাহ ও তার বিধান

বিবাহের হুকুম

বিবাহের রুকন ও শর্ত

বিবাহের সাক্ষ্য এবং ইন্টারনেটে সাক্ষ্যের পদ্ধতি

বিবাহে সাক্ষ্যের বিধান

ইন্টারনেটে অডিও/ভিডিও ডিভাইস ব্যবহার করে বিবাহের বিধান

ইন্টারনেটে চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিবাহের বিধান

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইন্টারনেটে বিবাহ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

ইন্টারনেটে বিবাহ

ইন্টারনেটের এই বৈশ্বিক যুগে ইন্টারনেটে বিবাহের বিধান নিয়ে আলোচনা একটি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভার্চুয়াল জগতের কল্যাণে এখন যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। ফলে পাত্র এবং পাত্রী দূরে থাকলেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে দেখতে পারে, বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারে। তাই আধুনিক এই মাধ্যমেও বিবাহ সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভব। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হওয়া এবং এর বৈধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

ইন্টারনেটে বিবাহ দুভাবে হতে পারে

এক : লিখিত আকারে। যেমন : ই-মেইল, অ্যাপস, অথবা ইন্টারনেটের অন্য পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

দুই : মৌখিকভাবে। যেমন, ইন্টারনেটের অডিও/ভিডিও মাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে মৌখিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে।

ইন্টারনেটে বিবাহের বিধান সহজভাবে বিষয়টিকে আলোচনার জন্য আমরা নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করেছি—

- ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান
- ইসলামের দৃষ্টিতে খিতবাহ বা বিবাহের প্রস্তাবের পরিচয়
- ইন্টারনেটে বিবাহের প্রস্তাবের ধর্মীয় যথার্থতা যাচাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান ও তার বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের খিতবাহ বা প্রস্তাব-এর পরিচয়

খিতবাহ-এর আভিধানিক পরিচয়

খিতবাহ শব্দটি আরবী الخطبة থেকে خطب ক্রিয়ার مصدر বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ হচ্ছে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া, বা কন্যার পাণিপ্রার্থনা করা। বাবে ইফতিয়াল-এ এর অর্থ হবে কোনো সম্প্রদায় তাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্য কাউকে আহ্বান করা।[৩৩]

ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে খিতবাহ'র পরিচয়

- কোনো পাত্র কোনো পাত্রীকে কিংবা পাত্রীর অভিভাবককে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া।[৩৪]
- কেউ কেউ বলেছেন, সরাসরি বিবাহের পয়গাম পাঠানো কিংবা কথা বা কাজের মাধ্যমে কোনো মেয়েকে পছন্দ এবং বিবাহের ইচ্ছার বিষয় জানানোর নামই খিতবাহ।[৩৫]
- সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞাটি ইমাম আবু যাহরা[৩৬] দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনো পুরুষ কোনো নির্দিষ্ট মহিলাকে অথবা তার পরিবারকে

---

৩৩. আর-রাযী, যাইনুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর, *মুখতারুস সিহাহ* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৭৬; আল-ফিরুযাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব, *আল-কামুসুল মুহিত* (বৈরূত : দারুল ফিকর ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ৬৫; ইবন মানযূর, মুহাম্মাদ ইবন মোকার্‌রাম, *লিসানুল আরাব* (বৈরূত : দারু সাদের, ১ম প্র. ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০৬।

৩৪. মুহাম্মাদ ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাফি'য়ী, *ফাতহুল করীব আল-মুজিব ফী শরহি আলফাযিত তাকরীব* (বৈরূত : দারু ইবন হাযম, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৯৯।,

৩৫. আল-হাত্তাব, শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-মালিকী, *মাওয়াহিবুল জালিল ফি শরহি মুখতাসারিল খলিল* (বৈরূত : দারুল ফিকর-১৯৯২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪০৭।

বিবাহের ইচ্ছায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কিংবা তার অবস্থার নিগূঢ় প্রকাশ করা। এবং পারস্পরিক আবেদন-নিবেদন ও বিবাহের আলাপ-আলোচনা করে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার চেষ্টার নাম খিতবাহ।[৩৭]

ইসলামে খিতবাহ'র বৈধতা

ইসলাম একটি পূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে বিবাহের পূর্বে বিবাহের প্রস্তাবনা বিষয়ে রয়েছে তার সুনির্দিষ্ট দিগ্‌নির্দেশনা যাকে খিতবাহ বলা হয়। ইসলামী আইনে খিতবাহ একটি চমৎকার আইনানুগ ব্যবস্থা। এতে সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় এবং পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ সুগম হয়। এতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় চতুর্দিক বিবেচনার পর। ফলে সুখী দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ইসলামের সঠিক নির্দেশনা না জানায় প্রায়ই বিবাহের পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'য়াহ পরিপন্থী অনেক কাজ পরিলক্ষিত হয়। খিতবাহ'র আইনানুগতা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে এতদসংক্রান্ত দলিল ও খিতবাহ'র অন্যান্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলো—

আল-কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾

৩৬. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আবূ যাহরা। ১৩১৬ হিজরিতে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। আইন ও বিচার অনুষদ থেকে ডিগ্রি নিয়ে কিছুদিন ওকালতি করেন। এর পর মিশরের ঐতিহাসিক দারুল উলুম থেকে শরীয়াহ ডিপ্লোমা করে ওখানেই শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছিলেন বিচার ইনস্টিটিউটেরও শিক্ষক। এরপর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদে, তারপর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে অধ্যাপনা করেন। তিনি আল-আযহারের উচ্চতর গবেষণা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। ১৩৯৪ হিজরিতে তিনি মারা যান। ৪০টির বেশী তার বই রয়েছে। তারিখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যাহ, উসূলুল ফিকহ, ফিকহ পিডিয়া তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
(বিস্তারিত দেখুন, খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, *আল-আ'লাম* {বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাঈন ১৯৮৪ খ্রি.}, খ. ৬, পৃষ্ঠা ২৫; সম্পাদনা পর্ষদ, *আলামুল ফিকরিল ইসলামী* (কায়রো : মিশরীয় ধর্ম মন্ত্রণালয়, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯০১।

৩৭. আবু যাহরা, *আল-আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ* (কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ২ য় প্রকাশ, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ২৮।

'যদি তোমরা মহিলাদের নিকট আকার-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখো, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই'।[৩৮]

বিবাহে খিতবাহ'র ধর্মীয় বৈধতায় এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ।

সুন্নাহ থেকে দলিল

عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ»

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেনা-বেচার সময় একজন দরাদরি করলে তার ওপরে অন্যকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং একজনের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর অন্যকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন। যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে কিংবা তাকে অনুমতি দেবে'।[৩৯]

খিতবাহ'র প্রকারভেদ

ব্যবহারিক পদ্ধতির বিবেচনায় খিতবাহ দুই প্রকার—

১. **সুস্পষ্ট খিতবাহ :** অর্থাৎ যে খিতবাহ সুস্পষ্টভাবে বিবাহের কথা উচ্চারণ করে কোনো নির্দিষ্ট মহিলাকে দেওয়া হয়। যেমন : কোনো মহিলা কিংবা তার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে বলা যে, আমি অমুককে বিবাহ করতে চাই।

২. **ইঙ্গিতসূচক খিতবাহ :** যাতে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এমনভাবে প্রস্তাব দেওয়া যাতে সরাসরি বিবাহের কথা বোঝা না গেলেও

৩৮. আল-কুরআন ২ : (আল-বাকারাহ) ২৩৫।

৩৯. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (বৈরূত : দারুল মা'রিফা-১৩৭৯ হি.), খণ্ড ৭, পৃ. ১৯, হাদিস নং-৫১৪২; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩২, হাদিস নং-১৪১২।

তাতে বিবাহের আকার-ইঙ্গিত থাকে। যেমন : কোনো মহিলাকে এভাবে বলা যে, তুমি তো বড্ড চরিত্রবান সুশীলা মেয়ে, তোমাকে অনেকেই চায়, কতজন তোমাকে পছন্দ করে, কারও সাথে তোমার তুলনা হয় না ইত্যাদি।[৪০]

খিতবাহ'র শর্তসমূহ

১. প্রস্তাবদাতার জন্য প্রস্তাব দেওয়ার বৈধতা থাকা

প্রস্তাবদাতা এবং মহিলার মাঝে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী কিংবা সাময়িক প্রতিবন্ধকতা না থাকা। চিরস্থায়ী বৈবাহিক প্রতিবন্ধকতা বলতে যেমন : বোন, ফুফু বংশীয় কিংবা দুগ্ধ সম্পর্কীয় ইত্যাদি বোঝায়। সাময়িক প্রতিবন্ধকতা বলতে স্ত্রীর বোন, শ্বাশুড়ি ইত্যাদিকে বোঝায়।

২. অন্যের প্রস্তাবিতা না হওয়া

দ্বিতীয় প্রস্তাবকের প্রস্তাব প্রথমজনের ওপর জেনেবুঝে দেওয়া নিষিদ্ধ। এতে ফিকাহবিদগণ একমত পোষণ করেছেন; কারণ এতে প্রথম প্রস্তাবককে কষ্ট দেওয়া হয়। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও অমানবিকতা করা হয়। মানুষে-মানুষে শত্রুতা, বিশৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তবে প্রথম প্রস্তাবক প্রস্তাব তুলে নিলে বা অনুমতি দিলে তা বৈধ হবে।[৪১]

৩. প্রস্তাবিতা মহিলা বিবাহিতা না হওয়া

ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো বিবাহিতা মহিলাকে প্রকাশ্যে কিংবা ইঙ্গিতে কোনোভাবেই বিবাহের পয়গাম পাঠানো বৈধ নয়। তাছাড়া মূলত খিতবাকে বিবাহের প্রাথমিক প্রস্তুতি বলা যায়। আর

---

৪০. আর-রাফেঈ, আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ, *আশ-শারহুল কাবীর* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ-১৯৯৭ খ্রি.), খণ্ড ৭, পৃ. ৪৮৪; আল-জুয়াইনী, ইমামুল হারামাইন, *নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব* (জিদ্দা : দারুল মিনহাজ-২০০৭ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ২৭৩।

৪১. আন-নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবন শারফ, *আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.), খ. ১৬, পৃ. ২৬১; আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন আলী, *নাইলুল আওতার* (কায়রো : দারুল হাদিস, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১২৮।

বিবাহিতাকে বিবাহ করা তো বৈধ নয় বিধায় অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে পয়গাম পাঠানোও বৈধ নয়; বরং তা হারাম কাজ।[৪২]

৪. খিতবাহ-তে কোনো ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা না থাকা

যে-সমস্ত বিষয় বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হিসেবে স্বীকৃত এগুলোর কোনো একটা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় খিতবাহ বৈধ নয়। যেমন : যদি কোনো মুসলিম পুরুষ কোনো অগ্নিপূজক মহিলাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে মহিলাকে মুসলমান হওয়ার পরই বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে এবং বিবাহ করতে পারবে।[৪৩]

৫. অন্যের 'ইদ্দত'[৪৪] পালনরতাকে সরাসরি খিতবাহ দেওয়া যাবে না

সমস্ত ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, অন্যের 'ইদ্দত পালনরতা মহিলাকে সরাসরি বিবাহের পয়গাম পাঠানো হারাম। ইদ্দত সেটা যে ধরনেরই হোক; 'তালাকে রজঈ' বা ফেরানো সম্ভব এমন তালাকের

---

৪২. আর-রমালী, শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবন হামযাহ, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ* (কায়রো : মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবী-১৯৩৮ খ্রি.), খ.৬, পৃ. ২০১; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ* (কুয়েত : ওয়াক্‌ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দারুস্ সালাসিল-১৪০৪ হি.), খ.১৯, পৃ. ১৯১।

৪৩. আর-রমালী, *নিয়াহাতুল মুহতায ইলা শারহিল মিনহাজ* (বৈরূত : দারুল ফিকর-১৯৯৪ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২।

৪৪. 'ইদ্দত (عدة) একটি আরবী শব্দ যার অর্থ : গণনা করা, যাকে অপেক্ষাধীন কাল বলা হয়। ইসলামের শরী'য়াতে কোনো নারীর স্বামী যদি মারা যায় কিংবা তাকে তালাক দেয়, তাহলে তিনি এর পরপরই কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। কারণ, ঐ নারীর গর্ভে আগের স্বামীর সন্তান আছে কি না নিশ্চিত হতে হবে। ইসলামী শরী'য়াহ এই নিশ্চিত হওয়ার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে যাকে 'ইদ্দত বলে। স্বামী মারা গেলে ৪ মাস ১০ দিন। তালাক হলে পরপর ৩টি পরিপূর্ণ মাসিক ঋতুকালীন সময়। এই সময়ের মাঝে যদি কোনো গর্ভ সঞ্চার হওয়ার লক্ষণ দেখা না দেয় তাহলে তিনি ইদ্দত শেষে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবেন। আর যদি গর্ভ প্রকাশিত হয় তাহলে তার ইদ্দত হবে সন্তান জন্ম দেওয়া পর্যন্ত। সন্তান জন্ম নিলে এর পরে তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবেন। (দ্র., সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ.২, পৃ. ১২।

'ইদ্দত কিংবা 'তালাকে বায়েন' তথা সম্পূর্ণরূপে তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যু, ফসখ সবগুলোর 'ইদ্দতেই একই বিধান।[৪৫]

আবার রজ'ঈ তালাকে 'ইদ্দত পালনরতা মহিলাকে ইঙ্গিতেও খিতবাহ দেওয়া হারাম, এ ব্যাপারেও ফিকাহবিদগণ একমত। কারণ, সে আবার তার বৈবাহিক বন্ধনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায় বিধায় মূল বিবাহিত স্ত্রী হিসাবেই শরী'য়ত বিবেচনা করে। তাছাড়া সে তালাকে বিপর্যস্ত হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতায় বিপরীত কিছু ঘটানোরও সম্ভাবনা থেকে যায়।[৪৬]

তবে, মৃত্যুর কারণে 'ইদ্দত পালনকারী মহিলাকে ইঙ্গিতে খিতবাহ দেওয়া ইমামদের সর্বসম্মত মতে বৈধ। তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার 'ইদ্দত চলাকালে তাকে সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে খিতবাহ দেওয়া হানাফী মাযহাবে হারাম হলেও অন্যান্য মাযহাবে ইঙ্গিতে খিতবাহ দেওয়া বৈধ।[৪৭]

খিতবাহ'র হুকুম

সাধারণত খিতবাহ বিবাহ সংঘটিত হওয়ার প্রধান মাধ্যম। অবশ্য খিতবাহ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। তাই খিতবাহ ছাড়াও বিবাহ বৈধ হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট খিতবাহ'র শর'য়ী বিধান হচ্ছে মুবাহ[৪৮]

---

৪৫. আল-মাকদেসী, বাহাউদ্দিন, *আল-উ'দ্দাহ শারহুল উমদাহ* (কায়রো : দারুল হাদিস-২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৮৮; ইবন আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন ইবন উ'মর আশ-শামী, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্র.-১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬১৯; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৯, পৃ. ১৯০।

৪৬. আর-রাফেঈ', আব্দুল করীম ইবন মুহাম্মাদ, *আশ-শারহুল কাবির* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৪৮৪; আশ-শারবীনী, শামসুদ্দিন, *মুগনিল মুহতাজ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২১৯।

৪৭. ইবনুর রিফ'আহ, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, *কিফায়াতুন নাবীহ ফি শরহিত তানবীহ* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ১৫০।

৪৮. 'মুবাহ' (المباح) একটি ইসলামী আইনশাস্ত্রের পরিভাষা : 'মুবাহ' বলতে বোঝানো হয় এমন কাজ, যা করা অথবা না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছেন। এগুলো করার কারণে কোনো প্রশংসা বা সওয়াব নেই আবার বর্জন করলেও কোনো নিন্দা বা শাস্তি নেই। অর্থাৎ করা বা না করা উভয়টি সমান। এ ধরনের আমলের সাথে সত্তাগতভাবে বা

বা ঐচ্ছিক। তবে ইমাম দাউদ যাহেরী বলেছেন, বিবাহে খিতবাহ ওয়াজিব[৪৯]।[৫০]

মৌলিকভাবে কোনো আদেশ কিংবা নিষেধ সম্পৃক্ত নয়, করা না-করা ঐচ্ছিক। তবে এর সাথে তৃতীয় কোনো একটি বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে সেটাকে নির্দেশিত অথবা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত করতে পারে। আর 'মুবাহ'-কে 'হালাল' বা 'জায়েয'-ও বলা হয়ে থাকে।
(দ্র. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, *'ইলমু উসূলিল ফিকহ* {মিশর : মাতবায়াতুল মাদানী, তা. বি}, পৃ. ১০৯; আব্দুল্লাহ ইবন ইউসূফ আল-জুদা'ই, *তাইসিরু ইলমি উসূলিল ফিকহ* {বৈরূত : মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান-১৯৯৭ খ্রি.}, পৃ. ৪৬)।

৪৯. 'ওয়াজিব' (الواجب) একটি ইসলামী আইনশাস্ত্রের পরিভাষা : 'ওয়াজিব' হলো যা শরীয়ত প্রণেতা মুকাল্লাফ বান্দা তথা সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাবালগের কাছ থেকে আবশ্যিকভাবে দাবি করেন। যা বাস্তবায়ন করলে তার জন্য সাওয়াব এবং পুরস্কার রয়েছে। আবার ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলে তার জন্য গুনাহ এবং শাস্তি রয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, ওয়াজিব ও ফরয এক ও সমার্থবোধক। ফরয যেটি ওয়াজিবও সেটি এবং উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক নির্দেশ ও অবশ্যই করণীয়। এ দুটি পরিভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং তাঁরা একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার করে থাকেন। তবে হানাফী ইমামগণ ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল [১৬৪-২৪১ হি.] এক বর্ণনামতে, ফরয ও ওয়াজিব অবশ্যই করণীয় হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ওপরের ওয়াজিবের সংজ্ঞার দিক দিয়ে নয়, বরং ফরয কিংবা ওয়াজিব-এর প্রমাণগুলোর সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি এবং তা কতটুকু প্রামাণ্য তার দিক থেকে। কুরআন কিংবা সুন্নাহর সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সন্দেহাতীত 'দলীলে কাত'ঈ বা সুনির্দিষ্ট অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কোনো আদেশ দেওয়া হলে তা হবে সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত বাধ্যতামূলক এবং ফরয। কুরআন ও সুন্নাহ মুতাওয়াতির-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে এমন বিধান সাব্যস্ত হয়। যেমন : সালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন বা সুন্নাহ থেকে কোনো আদেশ যদি 'দলীলে যান্নী' বা প্রবল ধারণাভিত্তিক প্রমাণ—যেমন : একাধিক হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময় কুরআনের আয়াত কিংবা আহাদ হাদিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়—তা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাধ্যতামূলক কাজ এবং ওয়াজিব। এগুলোও অবশ্যই পালন করতে হয়। কিন্তু ফরযের মতো বাধ্যতামূলক নয়। যেমন : ঈদের সালাত, বিতরের সালাত, সাদকাতুল ফিতর, কুরবানী। কেউ ফরয অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হবে না, বরং ফাসিক হবে।
(দ্র., কাযী আবু 'ইয়ালা, মুহাম্মাদ ইবনুল হোসাইন, *আল-'উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্হ* {রিয়াদ : ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি.}, খ. ২, পৃ. ৩৭৬; আল-হাম্বলী, ইবন রজব, *জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম* {বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্র, ২০০১ খ্রি.}, খ. ২, পৃ. ১৫৩; আল-হানাফী, আমীর-বাদশাহ, *তাইসিরুত তাহরীর* {বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.}, খ. ২, পৃ. ২২৯; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৩০৫।

৫০. ইবন রুশদ, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-হাফিদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ৩০।

শাফি'য়ী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, খিতবাহ মুস্তাহাব[৫১]; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এবং হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।[৫২]

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাবের সম্ভাবনার শর'য়ী বৈধতা

আজ এই বিষয়টা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইন্টারনেট ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন : ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মেসেঞ্জার, জুম প্লাটফরম, বিপ, গুগল ইত্যাদির মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক পরিচয়পর্ব অনেক সহজ করে দিয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে চিঠি লেখা, কথা বলা, ছবি পাঠানো, ভিডিও কল করা যায় এবং খুব সহজেই একে অপরকে দেখতে পারে, কথা বলতে পারে, প্রয়োজনীয় প্রাথমিক আলাপন করতে পারে।

তাছাড়া শরী'য়তের বর্ণিত সীমায় এগুলো ব্যবহার করাও দূষণীয় নয়। খিতবাহ এবং বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখার যে-সমস্ত দলিল আছে-তা অবশ্যই বর্তমান এ আধুনিক পদ্ধতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৫৩] কারণ এগুলোর মাধ্যমেও খিতবাহ'র মূল লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে।

---

৫১. 'মুস্তাহাব' (المستحب) একটি ইসলামী আইনশাস্ত্রের পরিভাষা : 'মুস্তাহাব' বলতে বোঝানো হয়-আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুকাল্লাফ বান্দার কাছে বাধ্যতামূলক ছাড়া কোনো কাজ করার আদেশ। যা পালন করলে তার জন্য সাওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে, কিন্তু পালন না করলে কোনো গুনাহ বা শাস্তি নেই। (আল-গাযালী, আবু হামেদ, *আল-মুস্তসফা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬০; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৩৩৩; আল-জুদাই', *তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৮)।

৫২. আর-রমালি, *নিহায়াতুল মুহতায ইলা শারহিল মিনহাজ*, খ.৬, পৃ. ২০২।

৫৩. আল-আশকার, ড. সুলাইমান, *মুসতাজিদ্দাতুন ফিকহিয়্যাহ ফি কাযায়া আয-যিওয়াজ ওয়াত তালাক* (জর্ডান : দারুন নাফায়িস, প্রথম প্রকাশ-২০০০ খ্রি.), পৃ. ১০৩।

এতদসংক্রান্ত কয়েকটি দলিল

১. হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»

'আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই ছিলাম। ইত্যবসরে একজন লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো যে, লোকটি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছেন। শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন, "তুমি কি তাকে দেখে বিয়ে করেছ? কারণ আনসারী মহিলাদের চোখে কিছু একটা থাকে।"[৫৪] ফলে তারা অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম হয় যা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে।'[৫৫]

২. অন্য হাদিসে এসেছে,

«عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا »

'হযরত মুগীরা ইবন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি এক নারীকে বিবাহের পয়গাম দিলাম। এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা

---

৫৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং-১৪২৪।

৫৫. আল-খুন, ড. মুস্তফা এবং অন্যরা, *আল-ফিকহুল মানহাজী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফি'য়ী* (দামেশ্‌ক : দারুল কলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪৬।

এতে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক টেকসই হবে।'[৫৬]

৩. আরেক হাদিসে এসেছে,

«عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ»

'সাহ্‌ল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করতে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই দেখলেন। অতঃপর মাথা নিচু করলেন।'[৫৭, ৫৮]

আলোচ্য বিষয়ে হাদিসগুলো থেকে প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতি

উল্লেখিত হাদিসগুলো এবং এ জাতীয় অন্য হাদিসগুলো সাধারণত বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত নারীকে দেখার বৈধতা দেয়। দেখাটা যেভাবেই হোক।

---

৫৬. ইমাম নাসায়ী, আহমাদ ইবন শুয়াইব, আল-খুরাসানী, *আসসুনানুল কুবরা* (সিরিয়া : মাকতাবুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৬৯, হাদিস নং-৩২৩৫। শাইখ আলবানী হাদিসটি সহিহ বলেছেন; আল-হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নাইসাবুরী, *আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ১৭৯, হাদিস নং-৬৯৭। তিনি বলেছেন, যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি, তবুও এর সনদ তাদের শর্ত অনুসারে সহীহ। হাফেয যাহাবী এর সমর্থন করেছেন।

৫৭. হাদিসে ব্যবহৃত আরবী শব্দ (صوب) অর্থ আপাদমস্তক গভীরভাবে দেখা। আর আরবী শব্দ (طأطأ) অর্থ মাথা নিচু করে পুনরায় না দেখা। (বিস্তারিত দেখুন, আল-কিরমানী, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আলী ইবন সাঈদ, *আল-কাওয়াকিবুদ দুরারী ফি শারহি সহিহীল বুখারী* (বৈরূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৮১ খ্রি.), খ.১৯, পৃ. ৯৪)।

৫৮. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ১৪, হাদিস নং ৫১২৬।

এখানে সরাসরি দেখার কিংবা কৃত্রিমভাবে দেখার মাঝে কোনো পার্থক্যের রেখা টেনে দেয়নি।

এ হাদিসগুলোর মর্মের ওপর ভিত্তি করে এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, ইন্টারনেটে খিতবাহ দেওয়াটাও বিবাহের প্রাথমিক কার্য হিসেবেই শরী'য়তে গণ্য হবে। বিবাহের প্রস্তাবে আগে ছিল ঘটকের ভূমিকা, এখন সময়ের চাহিদায় নতুন আদলে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সে ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্টারনেটই পরিচয়পর্বের সবচেয়ে সহজ ও বড় মাধ্যম। ফলে এর মাধ্যমে বিবাহের পয়গাম পাঠালে শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নাই।[৫৯]

ইন্টারনেটে বিবাহের প্রস্তাব দানের মাধ্যমে প্রতারণার সম্ভাবনা ও এর প্রতিকার

তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব দানে প্রতারণার সুযোগ থেকে যায়। প্রতারণাটা হতে পারে এভাবে, যে-কেউ নিজের পরিচয় লুকিয়ে অন্যের পরিচয় দিয়ে, কিংবা কণ্ঠস্বর নকল করে একজন অন্যজন সেজে অপর পক্ষকে খিতবাহ দিতে পারে। কিন্তু অন্য পক্ষ প্রস্তাবটি যার পক্ষ থেকে মনে করছে বাস্তবে প্রস্তাবক সে নয়।

এ ধরনের জালিয়াতি থেকে কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করে সতর্কতা অবলম্বন করলে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। ফলে যিনি কথা বলছেন, বাস্তবে তিনিই যে কথা বলছেন, সে প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন—

১. পাসপোর্ট শো করা, তাতে নাম, ছবি, ঠিকানা সব তথ্য দেওয়াই থাকে;

২. আইডি কার্ড শো করা যেতে পারে, তাতেও নাম, ঠিকানা, ছবি সব তথ্য দেওয়া থাকে;

---

৫৯. সাপ্তাহিক সাওতুল আযহার, রবিউল আওয়াল, ২৬ তারিখ, শুক্রবার, ১৪২৩ হি., সংখ্যা ১৪১, পৃ. ১৩, প্রবন্ধ শিরোনাম : *আল-খিতবাতু ওয়াত-তা'য়ারুফু আন তুরিকিল ইন্টারনেট*।

৩. উভয় পক্ষের কোনো বিশ্বস্ত লোক, অথবা কনে পক্ষের এমন কেউ যে পাত্রকে চেনে, সেও পাশে থেকে নিশ্চয়তা দিতে পারে।[৬০] কাজেই এ ধরনের প্রতারণা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

উপরিউক্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা স্পষ্ট করেই পাঠকের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি, বিবাহের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটের যাবতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে খিতবাহ দেওয়া বৈধ। যদি প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকে তবে শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের খিতবাহ বৈধ এবং হালাল, কোনো সমস্যা নাই।

অতএব, কেউ ভার্চুয়াল জগতে প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলেই স্বীকৃত হবে। বিশেষ করে যেখানে জালিয়াতি এবং ডাবিং করে প্রস্তাবদানের সম্ভাবনা থাকে সেখানে তা রোধ করাও সম্ভব, তাছাড়া ইন্টারনেটে যদি সামাজিকভাবে বিবাহের প্রস্তাবনা ও বিবাহ সম্পন্ন করা হয়, তাহলে তো কোনো সমস্যাই হয় না।

উপরন্তু, এর মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী নির্জনে আলাপনের ক্ষতিকর সংস্কৃতি থেকেও বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাবে বলে আশা যায়। সুতরাং এ পদ্ধতি কল্যাণকর; সমাজকে পবিত্র ও পাপমুক্ত রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

****

৬০. আল-আশকার, ড. উসামাহ উমর সুলাইমান, *মুসতাজিদ্দাতুন ফিকহিয়্যাহ ফি কাযায়া আয-যিওয়াজ ওয়াত-তালাক*, পৃ. ১০৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্টারনেটে বিবাহ ও তার বিধান

বিবাহের পরিচয়

আভিধানিক সংজ্ঞার্থ

বিবাহের আরবী প্রতিশব্দ নিকাহ, نكاح শব্দটি মূলত نكح শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বাবে ضرب থেকে এর ক্রিয়া। যার অর্থ মিলন, একত্রীকরণ, একের ভেতর অন্যটি প্রতিষ্ঠা হওয়া। গাছের ঘনত্বের কারণে একে-অপরের ভেতর শাখাপ্রশাখায় জড়িয়ে যাওয়ার অবস্থাকে ব্যক্ত করতে আরবীভাষীরা বলেন تناكحت الأشجار। নিকাহ শব্দটি দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়—

এক. বিবাহ করা। এর ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও দেখতে পাই আমরা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং সৎ দাস-দাসী তাদের বিবাহ সম্পাদন করো।'[৬১]

দুই. সংগম করা। এ অর্থের প্রয়োগও আমরা কুরআনে দেখতে পাই, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

'অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগম করে।'[৬২]

ইবন জিন্নি[৬৩] বলেন, আরবীভাষীগণ প্রয়োগের বিচারে বুঝে নেন যে, এখানে নিকাহ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে যখন তারা বলেন (نكح

৬১. আল-কুরআন ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৩২।
৬২. আল-কুরআন ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৩০।

(فلانة أو بنت فلان) তখন তাদের উদ্দেশ্য হয় বিবাহ। আর যখন তারা বলেন (نكح امرأته) তখন তারা বুঝে নেন এখানে সংগম বোঝানো হয়েছে। কারণ স্ত্রীর কথা উল্লেখ করায় বিবাহ অর্থটি অযৌক্তিক হবে।[৬৪]

পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ

ফিকাহবিদগণ বিভিন্নভাবে নিকাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন। মূলত তাদের সকলের সংজ্ঞাগুলোকে আবর্তিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো; নিকাহ এমন এক চুক্তি যা সম্পন্ন হয় সকল শর'য়ী শর্ত পালন করে এবং এ আকদ বৈবাহিক জীবন উপভোগ করার বৈধতা দেয়। কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

ক) হানাফী স্কলারগণের মতে

বিবাহ এমন এক বন্ধন যা কোনো পুরুষকে ইচ্ছানুযায়ী কোনো নারীকে উপভোগ করার বৈধতা দেয়। অর্থাৎ শরী'য়তের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ বিবাহ একজন পুরুষকে তার স্ত্রীকে উপভোগ করার অধিকার প্রদান করে। তার সাথে সহবাসে কোনো ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা থাকে না।[৬৫]

খ) মালিকী মাযহাবে

বিবাহ একটি চুক্তি যা একজন পুরুষকে নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে হারাম নারী ব্যতীত অন্য নারীর সাথে সহবাস করা হালাল করে।[৬৬]

৬৩. তিনি আবুল ফাত্হ উসমান ইবন জিন্নি আল-মাউসিলি (৯৪১-১০০২) প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ, শব্দতত্ত্বিক ও ধ্বনি নির্দেশক। আল-খাসায়েস তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। (দ্র., আয-যাহাবি, শামসুদ্দিন, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরূত : মুয়াস্সাতুর রিসালা, ৩য়, প্র. ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ১৭-১৮।

৬৪. আল-ফিরুযাবাদি, *আল-কামূসুল মুহিত*, খ. ১, পৃ. ২৪৬; আল-ফাইয়ূমী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী, *আল-মিসবাহুল মুনির* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৬২৪; ইবন মানযুর, *লিসানুল আ'রাব*, খ. ২, পৃ. ৬২৫।

৬৫. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৩, পৃ. ৩।

৬৬. মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফাহ, *আল-মুখতাসারুল ফিকহী* (দুবাই : মুয়াস্সাতু খালাফ আহমাদ আল-খাবতূর, ১ম প্র.-১৪৩৫ হি.), খ.৩, পৃ. ১৭৮।

গ) শাফি'য়ী স্কলারগণের মতে

নিকাহ হলো ইনকাহ, তাযবীজ বা বিবাহ দেওয়া অথবা বিবাহ করা কিংবা তার প্রতিশব্দের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বা সংযোগে অনুষ্ঠিত একটি বন্ধন যা অংশীদার হওয়া, একত্রে বসবাস করা ও সহবাসের বৈধতা দেয়।[৬৭]

ঙ) হাম্বলী মাযহাবে

নিকাহ হচ্ছে বৈবাহিক বন্ধনের নাম। মূলত তা বন্ধনকে নির্দেশ করলেও রূপকার্থে তা সংগম বোঝায়।[৬৮]

সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা

বিবাহের ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বিচারে যে সংজ্ঞাটি সবচেয়ে সুন্দর ও মানসম্পন্ন মনে হয় তা হলো, শাইখ আবু যাহরার সংজ্ঞা। তিনি বলেন, নিকাহ এমন এক বন্ধনের নাম যা নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বৈধ ভিত জন্ম দেয়। পাশাপাশি তাদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়।[৬৯]

বিবাহের গুরুত্ব ও বৈধতা

বিবাহের বিধান নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এক নেয়ামত। এর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গড়ে ওঠে নিবিড় সম্পর্ক। বিবাহের মূল সুখানুভূতি তো এখানেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

৬৭. আল-খতীব আশ-শারবীনী, *আল-ইকনা' ফি হাল্লি আলফাযি আবী শুজা'* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৩৯৯; আল-জামল, সুলাইমান ইবন উমর, আল-আযহারী, *হাশিয়াতুল জামাল 'আলা শারহিল মানহাজ* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ১১৫।

৬৮. ইবন কুদামা, মুয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, *আল-মুগনী* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, তা. বি.), খ. ৭ ,পৃ. ৩; আল-মুরদাবি, আলী ইবন সুলাইমান, *আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ* (বৈরূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৪; আল-বাহুতি, মানসূর ইবন ইউনুস, *শরহু মুনতাহাল ইরাদাত* (বৈরূত : আ'লামুল কুতুব, ১ম প্র. ১৯৯৩ খ্রি.), খ.২, পৃ. ৬২১।

৬৯. আবু যাহরা, মুহাম্মাদ, *আল-আহওয়ালুশ শাখসিয়্যাহ*, পৃ. ১৯।

> 'আর আল্লাহ তা'আলার আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।'[৭০]

বৈবাহিক বন্ধনের যে চমৎকার ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে, মানুষের সহজাত স্বভাব ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় তা খুবই জুতসই। যদি এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা যায় তবে মানুষের পারিবারিক জীবন স্বর্গীয় বিভায় উদ্ভাসিত হবে। আর যখনই এই নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির নির্দেশনায় তাড়িত সংসার চর্চা করে, তখন এক নারকীয় পরিবেশে তাদের পারিবারিক জীবন অসহ্য ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং পারিবারিক জীবনে ইসলাম নির্দেশিত প্রত্যেক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অন্যকে সচেতন হতে হবে, মহিলাদেরকে পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় আসীন করতে হবে। অনেকে নারীজাতির কল্যাণের কথা বলেন, বস্তুত তা তাদের প্রবৃত্তিতাড়িত দাবি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার চেয়ে তারা বেশী কল্যাণকামী হতে পারে না।[৭১]

বিবাহ শুধু জৈবিক তাড়না নিবারণের নাম নয়; বরং একটি সুন্দর, পূতপবিত্র ধর্মীয় সামাজিক গণ্ডি গড়ে তোলার নাম। পরিবারের জন্ম হয় বৈবাহিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে আর সন্তানের জন্মে গড়ে ওঠে মানবসমাজ। এটাই মানবসমাজের বিকাশকেন্দ্র। সুখশান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা ও শক্তির ঠিকানা।[৭২]

নিঃসন্দেহে বৈবাহিক বন্ধন একটি বড় নেয়ামত। বিবাহবিমুখ মানুষ বহু কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়। বিবাহ থেকে দূরে থাকে যারা এরা হয়তো দুর্বল, অপারগ অথবা পাপাচারী কিংবা দুরাচারী।

---

৭০. আল-কুরআন ৩০ (সূরা আর-রূম) : ২১।

৭১. মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন, *আল-আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ মা'আল ইশারাতি ইলা মা ইউ'আদিলুহা ফিশ শার'য়ি'য়িল উখরা* (মিশর : মাতবা'য়াতু মুহাম্মাদ আলী, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৭-৮।

৭২. আবু যাহরা, মুহাম্মাদ, *আল-আহওয়ালুশ শাখসিয়্যাহ*, পৃ. ২০, ২২।

অন্যদিকে বিবাহে মোহর নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোহর একেবারে কম কিংবা অতিরিক্ত না হওয়াই উচিত। যতটুকু আদায়ের সামর্থ্য আছে সে সংখ্যাটাই বিবেচ্য হওয়া দরকার। বিবাহে মোহর বেশী নির্ধারণ করা হলে এবং আনুষঙ্গিক খরচের অঙ্ক বড় হলে এটা অবশ্যই পাত্রপক্ষের জন্য বিরাট চাপের বোঝা হবে। ফলে পুরুষরা বিবাহের ঝামেলায় জড়াতে চাইবে না, অন্যদিকে অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই যাবে। এভাবে এরকম পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ সবার মাঝে এক ধরনের সংশয় ও মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করবে এবং কার ভাগ্যে কী আছে এ নিয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তিকর দোলাচল সৃষ্টি হবে। এ ধরনের সংশয় ও অস্থিরতার তাড়নায় মানবসমাজে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলার জোয়ার বয়ে যাবে। মুসলিম সমাজ এ ধরনের সামাজিক ও মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বিবাহের যাবতীয় উপকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সহজলভ্য করা অপরিহার্য। বিবাহের মোহর ও আনুষঙ্গিকের ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে আইবুড়োর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আত্মিক উন্নয়ন ও নৈতিকতা নির্মাণে বিবাহের এই শক্তিশালী ভূমিকার কারণেই ইসলাম বিবাহকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। সেইসাথে এর আবেদনের প্রতি লক্ষ রেখে প্রণয়ন করেছে কিছু নিয়ম ও রক্ষাকবচ।

আমরা এখন এ পরিসরে কিছু আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করব, যেগুলোতে বিবাহকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি বৈরাগ্য, অবিবাহিত থাকা কিংবা বিবাহবহির্ভূত জৈবিক তাড়না মিটানো ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক) আল-কুরআন

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾

'তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও, দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এটাতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা'।[৭৩]

এ আয়াত থেকে উল্লিখিত বিষয়টি এভাবে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি জুড়ে দিয়েছেন ভালো লাগার অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বৈধ তাদেরকে পছন্দ করার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। বিষয়টা হলো, কারও যদি মনে হয় যে, এতিম মহিলার প্রতি ইনসাফ করতে ত্রুটি করছে তো সে ইনসাফ করুক। এবং যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ তাদের থেকে যাকে ভালো লাগে বিয়ে করুন। একজন কিংবা প্রয়োজনবোধে দুই, তিন, সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত। উপর্যুক্ত আদেশটির ফিকহী বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো বিবাহের বৈধতা।[৭৪]

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ দিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তারা যদি নিঃস্বও হয়ে থাকে তবে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'।[৭৫]

৭৩. আল-কুরআন ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৩।
৭৪. আল-হুসারী, ড. আহমাদ মুহাম্মাদ, *আননিকাহ ওয়াল কযায়া আল-মুতায়াল্লাকাহ বিহি ফিল ফিকহিল ইসলামী* (মিশর : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ-১৯৬৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১।
৭৫. আল-কুরআন ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৩২।

উপর্যুক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন অবিবাহিতদের বিবাহ দিয়ে দিতে। এতে তাদের কল্যাণ নিহিত আছে। তারা দরিদ্র হলে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, রিযিক দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন, আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়। হাদিসে আছে, 'বিবাহের মাধ্যমে তোমরা রিযিক অন্বেষণ করো'।[৭৬] অন্য হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তিন প্রকার মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে যে বিবাহকারী চারিত্রিক পবিত্রতা বা হারাম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে।[৭৭] ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদানের প্রমাণ করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট।

খ) সুন্নাহ থেকে দলিল

বিবাহের আইনানুগতা প্রমাণিত হয় বহু হাদিসের মাধ্যমে। যেমন—

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

'হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য

৭৬. আল-মানাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, *ফায়যুল কাদীর* (মিশর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১ম প্র. ১৩৫৬ হি.), খ. ২, পৃ. ১৫৭। 'التمسوا الرزق بالنكاح' হাদিসটি দুর্বল হলেও আল-কুরআন এবং অন্য সহীহ হাদিসের সমর্থনের কারণে এই হাদিসটির অর্থ শুদ্ধ।
৭৭. নাসায়ী, *সুনান আন-নাসায়ী*, হাদিস নং-৩২১৮।
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله.'
হাদিসটি হাসান।

নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা সওম তার যৌনতাকে দমন করবে।'[৭৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামর্থ্য থাকলে বিবাহের আর না থাকলে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন; এতে তার কামনা দমিত হবে। এটা তো অন্তত মুস্তাহাব হওয়ার দাবি করে। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন বিয়ে করবে। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজতে ভূমিকা রাখে। যুবকদের সম্বোধন করার কারণ হলো তারাই অতিরিক্ত যৌনক্ষমতার অধিকারী হয়। ইসমে তাফযিল ব্যবহার করে বোঝালেন, এটা ব্যভিচার হতে মুক্ত থাকার সবচেয়ে নিরাপদ মাধ্যম।[৭৯]

২. আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

৭৮. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ৩, হাদিস নং-৫০৬৫; মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, খ.২, পৃ. ১০১৮, হাদিস নং-১৪০০।

৭৯. আল-বাহুতি, মানসুর ইবন ইউনুস, *কাশশাফুল কান্না* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.) খ. ৫, পৃ. ৬; আত-তাইয়্যার, ড. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ও অন্যরা, *আল-ফিকহুল মুয়াসসার* (রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতন, ১ম প্র. ২০১১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১১।

'তিনজনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের বাড়ি এলেন। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করে হতাশ হয়ে বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারাজীবন রাতভর সালাত আদায় করব। অপরজন বলল, আমি সর্বদা সওম পালন করব, কখনো বাদ দেবো না। অপরজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কখনো বিয়ে করব না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কি ওই সমস্ত লোক যারা এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং তোমাদের সবচেয়ে বেশী অনুগত। এতদসত্ত্বেও আমি কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রাখি না। সালাত পড়ি, আবার ঘুমাই। বিবাহ করেছি, সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয় সে আমার উম্মত নয়।'[৮০]

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি বিবাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করলে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়া যায় না। এর বৈধতার জন্য বিশ্বনবী নিজেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।[৮১] সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করলে গুনাহগার হবে। আর যাদের বিবাহের সংগতি নেই তাদেরকে রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন; যাতে যৌন তাড়না নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, বৈরাগ্যবাদের ধারণাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

৮০. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ২, হাদিস নং-৫০৬৩; মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, খ. ২, পৃ. ১০২০, হাদিস নং-১৪০১।

৮১. আল-হুসারী, ড. আহমাদ মুহাম্মাদ, *আন-নিকাহ ওয়াল কাযায়া আল-মুতায়াল্লাকাহ বিহি ফিল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৩৪।

৩. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যে ব্যক্তির দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব করলে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না করো, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।'[৮২]

উপর্যুক্ত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিভাবকদের আদেশ করেছেন, উপযুক্ত পাত্র পেলে বিয়ে দিতে। এতে বোঝা যায়, বিবাহ সম্পাদনের আনুষ্ঠানিকতা ও মাধ্যমসমূহ এবং বিবাহপদ্ধতি সামাজিকভাবে সহজ করতে হবে। এতে পাত্র-পাত্রী সুখময় জীবন পাবে। তা না হলে বিপর্যয় শুরু হবে।

বিবাহের হুকুম

মানুষের অবস্থাভিন্নতার বিচারে বিবাহের হুকুমও বিভিন্নরকম হয়ে থাকে–

১. ফরয; যাদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও যৌন চাহিদা রয়েছে এবং বিবাহ না করলে যিনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের জন্য বিয়ে করা ফরয। কারণ হালাল উপায়ে জৈবিক চাহিদা নিবারণ করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা ফরয। আর এর একমাত্র বৈধ সমাধান হচ্ছে বিয়ে।

২. সুন্নাত; যাদের সব ধরনের সামর্থ্য রয়েছে, বিবাহের প্রতি আকর্ষণও আছে তবে বিবাহ না করলে যিনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা নেই তাদের জন্য বিয়ে করা সুন্নাত। কিন্তু যদি বিয়ে না করলে লঘু

৮২. তিরমিযী, আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আস-সুনান* (মিশর : মাতবায়াতু মুস্তফা আল-বাবী, আল-হালাবী, ১৩৬৯ হি.: ১৯৫০ খ্রি.) খ.২, পৃ. ৩৮৫, হাদিস নং-১০৮৪। আলবানী হাদিসটি হাসান বলেছেন।

পাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বিবাহের প্রতি আকর্ষণও আছে। এ অবস্থায় বিয়ে বর্জন করলে গুনাহ হবে।

৩. হারাম; যাদের যৌন চাহিদা নেই, স্ত্রীর ভরণপোষণের সামর্থ্যও নেই তাদের জন্য বিয়ে করা হারাম।

৪. মাকরুহ; যারা বিয়ে করলে স্ত্রী জুলুমের শিকার হওয়ার কিংবা অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এমন আশঙ্কা হয়; তাহলে বিয়ে করা মাকরুহ।

৫. মুবাহ; যাদের সামর্থ্য আছে তবে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মোটেই আশঙ্কা নেই। তাদের জন্য বিয়ে করা মুবাহ বা ঐচ্ছিক।[৮৩]

বিবাহের রুকন ও শর্ত

বিবাহের রুকন

বিবাহের রুকন কয়টি ও কী কী এ বিষয়ে ইসলামী আইনবিদগণ বিভিন্ন মতামত[৮৪] ব্যক্ত করেছেন—

- হানাফী মাযহাব মতে, বিবাহের রুকন একটি তা হচ্ছে, সিগাহ অর্থাৎ ইজাব বা প্রস্তাবনা আর কবুল বা গ্রহণ।
- মালিকী মাযহাবে তিনটি, ওলী (অভিভাবক), মহল্ (বর-কনে) সিগাহ (ইজাব ও কবুল)।
- শাফি'য়ী মাযহাবে বিবাহের রুকন পাঁচটি, সিগাহ, বর, কনে, দুই সাক্ষী এবং অভিভাবক।
- হাম্বলী মাযহাবে বিবাহের রুকন তিনটি, বর-কনে, ইজাব ও কবুল।

৮৩. আত-তুওয়াইজরী, মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম, *মাওসূ'য়াতুল ফিকহিল ইসলামী* (কায়রো : বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ১২।

৮৪. আল-কাছানি, *বাদায়িউস সানায়ে*, খ. ২, পৃ. ২২৯; আস-সাভী, আবুল 'আব্বাস, *হাশিয়াতুস-সাভী আলাশ-শারহিস সাগীর* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.) খ. ২, পৃ. ৩৫০; আশ-শারবিনী, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৩৯; আল-বাহুতি, *কাশশাফুল কান্না*, খ. ৫, পৃ. ৩৭; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৪১, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

উপর্যুক্ত রুকনসমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাযহাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে যার সারমর্ম নিম্নরূপ—

১. সব মাযহাবই এ বিষয়ে একমত যে, বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য বর ও কনে উভয়ে বিবাহের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন বর ও কনে ঔরশগত কারণে কিংবা দুগ্ধ পানের কারণে পরস্পর মাহরাম হওয়া, বর মুসলিম কিন্তু কনে কাফের হওয়া।

২. সব মাযহাবের স্কলারগণ এ বিষয়েও একমত যে, সিগাহ অর্থাৎ ইজাব ও কবুলের শব্দের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন হয় অথবা ইজাব এবং কবুল বোঝা যায় এমন বাক্যের মাধ্যমে কিংবা এমন কিছু যা বাক্যের স্থলাভিষিক্ত। যেমন বধিরের লেখা কিংবা ঈঙ্গিত।

ক. ইজাব বা প্রস্তাবনা : মালিকী, শাফি'য়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, এটি মেয়ের অভিভাবকের পক্ষ থেকে হয়। অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক অথবা যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তার পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রস্তাবনামূলক বাক্য। যেমন বরকে বলবে যে, আমি আমার অমুককে তোমার সাথে এত মোহরের বিনিময়ে বিয়ে দিলাম অথবা এ ধরনের অন্য কোনো বাক্য বলা। হাম্বলী মাযহাব মতে ইজাব অবশ্যই কবুলের আগে হওয়া জরুরি। কারণ কবুল হচ্ছে ইজাব গ্রহণ করা; ফলে কবুল ইজাবের আগে সংঘটিত হলে কবুল আর কবুল থাকে না, তবে মালিকী ও শাফি'য়ী মাযহাব মতে ইজাব আগে হওয়া আবশ্যক নয় কবুল ইজাবের আগেও হতে পারে।

খ. কবুল বা গ্রহণ : সংখ্যাগরিষ্ঠ জমহুরের মতে কবুল হলো বর বা বরের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বিবাহের ইজাব বা প্রস্তাবনার সম্মতিসূচক বিয়ে কবুল করার বাক্য। যেমন বলা, আমি বিয়ে কবুল করলাম বা আমি রাজি আছি কিংবা শুধু কবুল করেছি বলা। এটাই বিবাহের সঠিক নিয়ম। তবে সাধারণত আমাদের দেশে কনে এবং বর উভয়কে কবুল বলানো হয়।[৮৫]

পক্ষান্তরে, হানাফী মাযহাব মতে ইজাব হলো যেটি আগে পাওয়া যাবে, হউক সেটা বরের কথা কিংবা কনে অথবা কনের অভিভাবকের কথা। আর কবুল হচ্ছে, যেটি পরে পাওয়া যাবে; হতে পারে সেটি বরের পক্ষ থেকে কিংবা কনে অথবা কনের অভিভাবকের পক্ষ থেকে। এ ভিত্তিতে যদি বর কনের অভিভাবককে বলে, 'আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন', অথবা বলে, 'আপনার মেয়েকে বিবাহ করলাম', তাহলে এটি বিবাহের ইজাব বা প্রস্তাবনা হয়ে যাবে। আর যদি মেয়ের অভিভাবক অথবা মেয়ে বলে, গ্রহণ করলাম কিংবা বলে, কবুল করলাম, তাহলে কবুল হিসেবে গণ্য হবে এবং বিয়ে শুদ্ধ হবে।[৮৬]

৩. ওলি বা অভিভাবক বিবাহের রুকন নাকি শর্ত এই বিষয়ে ইসলামী আইনবিদগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে—

০ মালিকী, শাফি'য়ী, হাম্বলীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, অভিভাবক বিবাহের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন; তাই যথাযথ অভিভাবকের উপস্থিতি অথবা সম্মতি থাকতেই হবে। অন্যথায় বিয়ে শুদ্ধ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অবিবাহিতদের বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ﴾

'আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের বিবাহ দাও'।[৮৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

৮৫. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৪১, পৃ. ২৩৩-২৩৪।
৮৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৩, পৃ. ১০২।
৮৭. আল-কুরআন ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৩২।

'অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই। যে নারী অভিভাবক ব্যতীত নিজে নিজের বিবাহ সম্পন্ন করবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। যে নারীর অভিভাবক নেই, তবে সুলতান বা শাসক তার অভিভাবক'।[৮৮]

০ হানাফী মাযহাব মতে, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ও সম্মতিতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সুন্নত। তবে সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফূ' বা সমকক্ষ পরিবারে বিয়ে করতে পারবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিহীন নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি থাকতেই হবে।

অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত

ক. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া

খ. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

গ. বিচক্ষণ হওয়া : বিবেকবুদ্ধির পরিপক্বতা; যাতে বিবাহের ক্ষেত্রে সমতা বা 'কুফূ' ও অন্যান্য কল্যাণের দিক বিবেচনা করার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়;

ঘ. আদেল হওয়া : অর্থাৎ ন্যায়বান হওয়া, ফাসেক না হওয়া; যাকে তিনি বিয়ে দেবেন তার কল্যাণ বিবেচনা করার মতো যোগ্যতা থাকা। হানাফী ও মালিকী মাযহাবে অভিভাবক আদেল হওয়া শর্ত নয়; কেননা তার ফাসেকী তার মেয়ের প্রতি তার স্নেহ ও কল্যাণ বিবেচনায় কোনো ঘাটতি আনে না;

ঙ. কনের ধর্মের অনুসারী হওয়া : অভিভাবককে অবশ্যই কনের ধর্মের অনুসারী হতে হবে; অতএব কোনো অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারবে না;

৮৮. আত-ত্বয়ালসী, আবূ দাউদ, *আল-মুসনাদ*, হাদিস নং-১৫৬৬; তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদিস নং ১০২১, ১১০১। হাদিসটি সহীহ।

চ. পুরুষ হওয়া। মুসলিম আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের পিতাই তার প্রকৃত অভিভাবক। ইসলামী আইনবিদগণ অভিভাবকদের একটি ক্রমধারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন—মেয়ের বাবা। এরপর বাবা যাকে দায়িত্ব দিয়ে যান বা অসিয়তকৃত ব্যক্তি। অতঃপর পিতামহ, যতই ঊর্দ্ধগামী হোক। এরপর তার ছেলেরা। অতঃপর তার ছেলের ছেলেরা ও নিম্নতম ছেলেরা। এরপর তার সহোদর ভাই। অতঃপর তার বৈমাত্রেয় ভাই। এরপর এই দুই শ্রেণির ভাইয়ের ছেলেরা। এরপর আপন চাচা। অতঃপর বৈমাত্রেয় চাচা। এরপর এই দুই শ্রেণির চাচার ছেলেরা। অতঃপর বংশীয় নিকটাত্মীয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরের আত্মীয়। নিকটবর্তী অভিভাবক থাকতে দূরবর্তী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। নিকটবর্তী অভিভাবক না থাকলে কিংবা তার মধ্যে শর্তের ঘাটতি থাকলে দূরবর্তী অভিভাবক গ্রহণযোগ্য হবে। যার কোনো অভিভাবক নেই মুসলিম শাসক অথবা শাসকের প্রতিনিধি তার অভিভাবক।[৮৯]

মহিলা কি অভিভাবক হতে পারে

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (১১৩-১৮২ হি.)-এর মতে বংশীয় পুরুষ নিকটাত্মীয় না থাকলে মেয়ের মাতা অভিভাবক হতে পারেন।[৯০]

বিবাহের সাক্ষ্য এবং ইন্টারনেটে সাক্ষ্যের পদ্ধতি

মূলত সাক্ষ্যের বিচারেই বিবাহবন্ধনের চুক্তি অন্য সকল চুক্তি থেকে ব্যতিক্রম প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষী থাকা কি বিবাহের শর্ত? সমকালীন বড় বড় ফকিহগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় এই বিষয়ে যে, ইন্টারনেটে বিবাহবন্ধন আদৌ বৈধ হবে কি না? তাছাড়া এই বিষয়টাও আলোচনার দাবি রাখে যে, বিবাহের দু-পক্ষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাক্ষীদের উপস্থিত করাতে

৮৯. ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ২, পৃ. ৩১১, ৩১২; আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহাবাহ, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া-আদিল্লাতুহু*, খ. ৯, পৃ. ৬৭০২; আল-জাযাইরী, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ, *আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.-২০০৩ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৩১; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩০, পৃ. ৩৩৫, ৩৩৬; খ. ৪১, পৃ. ২৪৭।

৯০. ইবন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ২, পৃ. ৩১২।

এবং বিবাহবন্ধনের মৌলিক শব্দাবলি শোনাতে সক্ষম কি না? ধোঁয়াটে এই বিষয়টার স্পষ্ট ও নিখাদ সমাধানের জন্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করা প্রয়োজন। এ সমস্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনাই আমাদের একটি নির্দিষ্ট সমাধানের পথ দেখাবে।

প্রথমত : বিবাহে সাক্ষ্যের বিধান

বিবাহের বৈষয়িক গুরুত্ব, অধিকার ও বংশ সাব্যস্ত হওয়া এবং সম্পর্ক নির্ণয় যেন সকলপ্রকার সন্দেহমুক্ত থাকে সেজন্যই ইসলামে বিবাহের মধ্যে সাক্ষীকে অপরিহার্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুক্তিতে সাক্ষ্য বাধ্যতামূলক নয়। অধিকন্তু, বিবাহে সাক্ষ্যই হালাল, হারাম কিংবা বিবাহ, ব্যভিচারের সুস্পষ্ট বার্তা দেয়। যদিও হারাম কাজ সাধারণত গোপনেই সংঘটিত হয়, কিন্তু হালাল বিষয়ের অভিনব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকাশ্যে সংঘটিত হওয়া। বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত সাক্ষ্যের মাধ্যমে এজন্যই দৃঢ় করা হয় যাতে সম্পর্কের টানাপোড়েনেও এই সাক্ষ্য একটি শক্তিশালী নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।[৯১]

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ[৯২] বলেছেন, কাউকে সাক্ষী না রেখে গোপন রাখার প্রতিশ্রুতিতে সংঘটিত বিবাহ প্রায় সকল ওলামায়ে কেরামের নিকটই অগ্রহণযোগ্য। বরং এটা এক ধরনের ব্যভিচার।[৯৩]

তবে বিবাহে সাক্ষীর বাধ্যবাধকতার বিষয়টি ফুকাহায়ে কেরামের সর্বাদৃত মাসআলা নয়। এ বিষয়ে তাদের মতভেদ রয়েছে।

৯১. আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহাবাহ, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৯৯ খ্রি.) ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৬১।

৯২. তাকিউদ্দিন, আহমাদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তাইমিয়্যাহ (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), প্রসিদ্ধ ইসলামি পণ্ডিত, ফকীহ, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, তিনি ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।
(দ্রষ্টব্য : সুয়ূতী, আব্দুর রহমান, *তাবাকাতুল হুফফাজ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), খ. ১, পৃ. ৫২০)।

৯৩. ইবন তাইমিয়্যাহ, তাকী উদ্দীন আহমাদ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৭৪।

প্রথম মত

বিবাহে সাক্ষী থাকা শর্ত। হযরত উমর, আলী, ইবন আব্বাস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহুম, হাসান, নাখয়ী, কাতাদাহ, সাওরী, আওযায়ী, আবু হানিফা, শাফি'য়ী, আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ এ মত পোষণ করেছেন।

তাদের বক্তব্য, বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সাক্ষ্য শর্ত। অন্তত দুজন সাক্ষী আবশ্যক। কেননা বিবাহের সাথে বংশ সাব্যস্ত হওয়া, বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়া ও মিরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জড়িত। তাই বিবাহের একটা বিনয়ী ঘোষণা মানুষের মাঝে থাকা উচিত। এ ঘোষণার উত্তম পন্থা হলো সাক্ষী রাখা।[৯৪]

অন্যদিকে, ইমাম শাফি'য়ী মনে করেন, সাক্ষী বিবাহের একটি গাঠনিক মৌলিক উপাদান অর্থাৎ রুকন।[৯৫] আর হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব মতে[৯৬], তা বিবাহ বৈধ হওয়ার শর্ত।[৯৭]

৯৪. আল-কাসানী, আলা উদ্দীন, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), খ.২, পৃ. ২৫২; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৩, পৃ. ১২; আশ-শাফি'য়ী, মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রিস, *আল-উম্ম* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯০ খ্রি.) খ.৫, পৃ. ২২; আশ-শারবিনী, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; আল-মুরদাবি, *আল-ইনসাফ, ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ* (বৈরূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাস, দ্বিতীয় প্রকাশ, তা. বি.) খ. ৮, পৃ. ১০২; ইবন কুদামাহ আল-মাকদেসী, *আল-কাফি ফিল ফিকহিল ইমাম আহমাদ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২১; আত-তামিমী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন সালেহ, *তাওযিহুল আহকাম মিন বুলুগিল মারাম* (মক্কা : মাকতাবাতুল আসাদি, ৫ম মুদ্রণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৬১।

৯৫. আশ-শারবীনী, *মুগনিল মুহতাজ*, খ.৩, পৃ. ১৪৪।

৯৬. আর-রাহীবানী, মুস্তফা ইবন সাদ, *মাতালিবু উলিন নুহা ফি শারহি গায়াতিল মুনতাহা* (বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৫ হি. ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৮১।

৯৭. আল-কাসানী, আলা উদ্দিন, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি*, খ. ২, পৃ. ২৫২। হানাফী ইমামগণ সাধারণত সাক্ষীকে বিশুদ্ধতার শর্ত না বলে বৈধতার শর্ত বলেন। আল-কাসানী লেখেন, অধিকাংশ আলেমের মতে, সাক্ষী বিবাহের বৈধতার জন্য শর্ত।

শর্ত এবং রুকনের মধ্যে পার্থক্য

শর্ত এবং রুকনের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে যে, উভয়টির ওপর আরেকটি জিনিসের উপস্থিতি নির্ভরশীল। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, শর্ত হলো যেকোনো বস্তুর বাইরের বিষয়, মূলের কোনো অংশ বা উপাদান নয়, বরং সম্পূরক বিষয়। অন্যদিকে রুকন হলো

দ্বিতীয় মত

বিবাহে ঘোষণা এবং প্রচার শর্ত, সাক্ষ্য শর্ত নয়। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম যুহরী ও ইমাম মালেক। তাদের মূল কথা হলো, বিবাহে সাক্ষ্যটা স্বতন্ত্র একটা ওয়াজিব বিধান। তবে সেটা বিবাহের রুকন কিংবা বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। শর্ত তো ঘোষণা এবং প্রচার করা। সাক্ষ্যটাকে বড়জোর বৈবাহিক ভিত্তির শর্ত বলা যায়। ফলে সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ হলে আমরা তাকে বৈধ বলব। কিন্তু মিলনের পূর্বেই সাক্ষ্যের শূন্যতা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।[৯৮]

ইবন আব্দুল বার মালিকী বলেন,[৯৯] ইমাম মালেকের নিকট সাক্ষ্যটা বিবাহে ফরজ বিধান নয়। সাক্ষ্য ছাড়াই বিবাহ বৈধ। এটা ফকিহ লাইসেরও বক্তব্য। ফরজ তো হচ্ছে বিবাহের প্রকাশ্য ঘোষণা। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম কিংবা

কোনো জিনিসের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং মূল উপাদান। যেমন : ওযু করা সালাতের জন্য শর্ত এবং সাজদা সালাতের জন্য রুকন। কিন্তু সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয়ের উপস্থিতি আবশ্যক। তবে পার্থক্য হলো, ওযু মূলত সালাতের অংশ নয় এবং সালাতের সম্পূরক ও বাইরের বিষয়। কিন্তু সাজদা মূলত সালাতেরই একটা মূল উপাদান এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়। (দেখুন : আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশ্‌ক : দারুল খাইর, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪০৪।

৯৮. আস-সাবী, আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খালওয়াতি, ***হাশিয়াতুস সাবী আলাশ শারহিস সগীর*** (মিশর : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৩৩৯; ইবন আরাফা আদ-দাসুকি, ***হাশিয়াতুদ দাসূকি আলাশ শারহিল কাবির*** (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.) খ. ২, পৃ. ২১৬।

৯৯. তিনি ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসেম ইবন আব্দিল বার আন-নামারী, আল-কুরতুবী, আল-মালেকী, আবু উমর যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ, হাদিসবিশারদ এবং ইতিহাসবেত্তা। মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম বাজী বলেন, আন্দুলুসে তার মতো হাদিসে পণ্ডিত দ্বিতীয়জন ছিলেন না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ছিলেন ইমাম, আল্লামা, শাইখুল ইসলাম, জন্ম ৩৬৪ হি., মৃত্যু ৪৬৩ হি.। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : আল-ইযতেযকার লি মাযাহিবি উলামায়িল আমসার, আত-তাহমীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআ'নি ওয়াল আসানীদ, জামিয়ু বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, আল-ইনতেকা ফি ফাদায়িলিল আয়িম্যাতি আস-সালাসা আল-ফুকাহা।
(দেখুন : ইমাম আয-যাহাবি, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১৮, পৃ. ১৫৩; ইবন খাল্লিকান, ***ওফায়াতুল আ'য়ান*** (বৈরূত : দারু সাদের, ১৯৭১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬৬; ইবনুল ইমাদ আল-আকারি আল-হাম্বলী, ***সাজারাতুয যাহাবী ফি আখবারি মান যাহাব*** (বৈরূত : দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, তা. বি.), খ. ৫, পৃ. ৫৫।

আগত সন্তানাদির বংশ নির্ণয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। সাক্ষ্যটা বিবাহের পর মিলনের পূর্বে হলেও হবে।[১০০]

তৃতীয় মত

সাক্ষ্য বিবাহের মধ্যে কোনো প্রকারের অপরিহার্য বিষয় নয়।

ইমাম আবু সাওর ও একমতে ইমাম আহমাদ এ মত পোষণ করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, সাক্ষ্যটা বিবাহের শর্ত নয়, সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। সাহাবা ও তাবেয়ীগণও এমন করেছেন বলে তারা দাবি করেন।[১০১]

ইবন রুশদ উল্লেখ করেছেন, ফুকাহায়ে কেরামের একদলের মত হলো, সাক্ষ্য বিবাহের শর্ত নয়, বিশুদ্ধতারও না, পূর্ণতারও না।[১০২]

দালিলিক প্রমাণাদি

বিবাহে সাক্ষ্য শর্ত হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল

১. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»

'ওলী বা অভিভাবক ও দুজন নিষ্ঠাবান সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ সংঘটিত হয় না। অভিভাবক নির্ণয়ে কোনো সমস্যা হলে রাষ্ট্রপ্রধান তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।'[১০৩]

---

১০০. ইবন আব্দিল বার আল-মালিকী, *আল-ইযতিযকার লি-মাযাহিবি ওলামায়িল আমসার* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ-১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৭১।

১০১. ইবন দাওবান, ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালেম, *মানারুস সাবিল ফি শরহিদ দলিল* (বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ৭ম মুদ্রণ, ১৪০৯ হি.-১৯৮৯ খ্রি.), খ.৭, পৃ. ৭।

১০২. ইবন রুশদ, মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন রুশদ আল-হাফীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ১১০।

১০৩. ইবন হিব্বান, *সহীহ ইবন হিব্বান*, খ. ৯, পৃ. ৩৮৬। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ হাসান বলেছেন। আলবানী, নাসিরুদ্দিন, *সহীহ মাওয়ারিদুয যামআন ইলা যাওয়ায়িদি ইবন*

২. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»

'যেসব নারী সাক্ষী ছাড়া নিজেদেরকে বিয়ে দেয় তারা ব্যভিচারিণী, যেনাকারিণী।'[১০৪]

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, সাক্ষীহীন বিবাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকার করেছেন। এতে বোঝা যায়, বিবাহবন্ধনের অস্তিত্বের জন্যই সাক্ষ্য অপরিহার্য। ফলে সাক্ষীহীন বিবাহ একটি অস্তিত্বহীন ও স্বীকৃতিহীন বিবাহ। সুতরাং বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য শর্ত। বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যও সাক্ষ্য শর্ত। যার অস্তিত্বহীন কোনো কিছু অসিদ্ধ করে তা শর্ত বলেই বিবেচিত হয়।[১০৫]

যুক্তির নিরিখে প্রথম মত

১. সাক্ষ্যের মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহে বিবাহ অস্বীকার করার কুপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং যৌনাঙ্গের সর্বোচ্চ সতর্ক বৈধ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাছাড়া বিবাহ মূলত স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের সংশয়কে ঝেড়ে ফেলে, আর এ কাজটি পূর্ণাঙ্গ হবে তখনই যখন তা সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়। বিবাহের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও অন্যের অধিকার গভীরভাবে জড়িত। অন্যান্য দেওয়ানী চুক্তি এমন নয়। যেমন সন্তানের অধিকার।

হিব্বান (রিয়াদ : দারুস সামিয়ি, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২ হি.-২০০২ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৫০৩, হাদিস নং ১২৪৭, ১০৪৪।

১০৪. তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৪০২, হাদিস নং ১১০৩, ১১০৪। তিরমিযী বলেন, হাদিসটি মাহফুয নয়; কারণ আব্দুল আ'লা, সাঈদ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে মারফু রেওয়ায়েত করেন। এটা ছাড়া কোনো মারফু রেওয়ায়েত আমার জানা নাই। আবার আব্দুল আ'লা সাঈদ থেকে মাওকুফও রেওয়ায়েত করেন। তবে সহীহ হলো ইবন আব্বাসের বর্ণনা, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তাছাড়া আহলে ইলমের 'আমল হচ্ছে, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ না হওয়া।

১০৫. সাইয়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (কায়রো : দারুল কুতুব আল-আরাবী, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৭।

এখানে অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে, কোনো কালে বিবাহ অস্বীকার করার দ্বারা যেন সন্তানের বংশীয় অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়।[১০৬]

২. বিবাহের চুক্তিটা কোনো অংশেই ঋণচুক্তির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং অন্য সকল চুক্তির চেয়ে বিবাহবন্ধনের চুক্তিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঋণচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার আদেশ করেছেন তার বাণীতে। তিনি বলেন,

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾

'তোমরা দুজন পুরুষ সাক্ষী রাখো। দুজন পুরুষ না হলে একজন পুরুষ, দুজন মহিলা সাক্ষী রাখো। যাদের ওপর তোমরা সন্তুষ্ট।'[১০৭]

ঋণচুক্তিতে যদি এরকম সাক্ষ্যের আদেশ থাকে তবে বিবাহে এটা উত্তমভাবে প্রমাণিত হবে। যাতে বিবাহ অস্বীকার করার পথ বন্ধ করা যায় এবং বিবাহ প্রকাশ হয়। তাছাড়া বংশ এবং সম্মানের বিষয় বিবেচনায় রাখলেও সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত হয়।[১০৮]

৩. বিবাহকে সাক্ষীই একমাত্র ব্যভিচার থেকে পৃথক করে। ব্যভিচারের সাধারণ ধর্ম হলো গোপনীয়তা। সাক্ষী তো গোপনীয়তা বিনষ্ট করে। কারণ যদি কেউ বিবাহ না থাকার সাক্ষ্য দেয় তাহলে সব রহস্য ও সংশয় দূর হয়ে যাবে।[১০৯]

১০৬. আর-রাফিয়ী, আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ, *আশ-শারহুল কাবির*, খ. ৭, পৃ. ৫১৬; ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৭, পৃ. ৯; ইবনুল মুফলিহ, *আল-মুবদা' ফি শারহিল মুকনা'* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ ১৪১৮-হি./১৯৯৭ খ্রি.) খ. ৬, পৃ. ১২০।

১০৭. আল-কুরআন ২ (সূরা বাকারা) : ২৮২।

১০৮. আল-হুসারী, ড. আহমাদ, *আন নিকাহ ওয়াল কাযায়া আল-মুতায়াল্লাকাহ বিহি ফিল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

১০৯. আল-আশকার, ড. উমর সুলাইমান, *আহকামুয যিওয়ায ফি যাওয়িল কিতাবি ওয়াস্‌সুন্নাহ* (আম্মান : দারুন নাফায়িস, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৬৯।

সাক্ষী শর্ত না হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল

১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾

'তোমরা দুজন পুরুষ সাক্ষী রাখো। না পারলে একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা সাক্ষী রাখো। যাদের ওপর তোমরা আস্থা রাখতে পারো।'[১১০]

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঋণচুক্তি এবং ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষীর কথা বললেও বিবাহে সাক্ষীর কথা বলেননি। এটা প্রমাণ করে বিবাহে সাক্ষী শর্ত নয়।[১১১]

উপর্যুক্ত দলিলের উত্তর

উপর্যুক্ত দলিলের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, বিবাহ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত মুতলাক বা ব্যাপক। আর এটা তো শরী'য়তের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, হাদিস হচ্ছে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা। সাক্ষ্য সম্পর্কিত হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়–কুরআনে বর্ণিত বিবাহপদ্ধতি সাক্ষীর সমন্বয়ে সংঘটিত বিবাহকেই বোঝানো হয়েছে।[১১২]

২) হাদিসে এসেছে বিবাহের এলানের আবশ্যিকতার কথা। সাক্ষীর কথা তো আবশ্যকীয়ভাবে আসেনি। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»

'বিবাহের ঘোষণা দাও।'[১১৩]

---

১১০. আল-কুরআন ২ (সূরা বাকারা) : ২৮২।

১১১. কাসিম, ড. ইউসুফ, *হুকুকুল উসরাতি ফিল ফিকহিল ইসলামী* (মিশর : দারুন নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ-১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১০৩।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১১৩. ইবন হিব্বান, *সহীহ ইবন হিব্বান*, খ. ৯, পৃ. ৩৭৪, হাদিস নং-৪০৬৬; হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সাহীহাইন*, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদিস নং-২৭৪৮, হাদিসটি সহিহ।

বোঝা গেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার মানদণ্ড বা ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন প্রচারকে। সাক্ষ্য ছাড়াও প্রচার হতে পারে। যেমন, কোনো মহিলা কোনো পুরুষের সাথে বসবাস করলে মানুষ জানে এবং বুঝে যে, সে ওই পুরুষের স্ত্রী। সাক্ষী ছাড়াও এভাবে নীরবে এলান করা যায়। যেমন সন্তানের বংশীয় প্রমাণও সাক্ষীর ওপর নির্ভর করে না। বরং এটা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এ সন্তান অমুক মহিলার। তবে ক্রয়-বিক্রয়ে অবস্থার বিপরীত হতে পারে। ওখানে অস্বীকারের সুযোগ থেকে যায় এবং দলিল উপস্থাপনও অসম্ভব হতে পারে।[১১৪]

উপর্যুক্ত দলিলের উত্তর

উপর্যুক্ত দলিলের উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, সাক্ষ্য ছাড়া এলান বা প্রচার কখনোই সম্ভব নয়। আর হাদিসের অর্থ দুজন নিষ্ঠাবান সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহের এলান দাও। কারণ দুজন সাক্ষীকে উপস্থিত করানোর অর্থই হলো এলান করা। আর হাদিসে বর্ণিত দফ কথাটি উপরিউক্ত বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করে। এতে আরও প্রকাশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সন্তানের বংশ অস্বীকার করা এটা তো এক ভয়ংকর উদ্ভট অবস্থা। এটা অবশ্যই সাক্ষ্যের বিচারে ক্রয়-বিক্রয়ের বিপরীত হবে না। বরং ক্রয়-বিক্রয়ের চেয়ে গুরুত্ব বেশী হওয়ায় এখানে সাক্ষ্য আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[১১৫]

৩) হাদিসে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত বন্দীর বিনিময়ে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে ক্রয় করেছিলেন। সাহাবীরা বলাবলি করতে লাগল, আমরা জানি না তিনি তাকে বিবাহ করেছেন নাকি দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা বলল, তিনি যদি তাকে পর্দায় আবৃত করেন তবে তার স্ত্রী, নতুবা তার দাসী হবে। যখন তিনি উটের পেছনে আরোহণ করলেন

---

১১৪. আবু যাহরা, *আল-আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ* (মিশর : দারুল ফিকরিল আরাবি, ১৯৫৭ খ্রি.) পৃ. ৫২-৫৩; আল-আশকার, ড. উমর সুলাইমান, *আহকামুয যাওয়েজ ফি দ্বাওয়িল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ*, পৃ. ১৬৭।

১১৫. আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি*, খ. ২, পৃ. ২৫৩।

তখন পর্দাবৃত হলো। সবাই বুঝল তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন।[১১৬]

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে আযাদ করে সাক্ষীহীন বিবাহ করেছিলেন। যদি বিবাহে কোনো সাক্ষী উপস্থিত থাকত তাহলে তো সাহাবাদের মধ্যে উপরিউক্ত সংশয় সৃষ্টি হতো না।[১১৭]

উপর্যুক্ত দলিলের উত্তর

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় এ মতটাকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন, এর দ্বারা সাক্ষীহীন বিবাহ প্রমাণিত হয়নি। কারণ সাহাবীদের সংশয়, এটা তো হতে পারে যারা উপস্থিত ছিল না তাদের সংশয়। যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, সব সাহাবীই সংশয়ে ছিলেন তবুও বলা যায় এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত বৈশিষ্ট্য। তাঁর জন্যই কেবল ওলী এবং সাক্ষীহীন বিবাহ বৈধ।[১১৮]

গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী মত

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে প্রতিয়মান হয় যে, বিবাহে সাক্ষ্য শর্ত এটাই শক্তিশালী মত। কুরআন-হাদিসের সামগ্রিক ভাবার্থ এটাকেই প্রমাণিত করে। সুতরাং দলিলের শক্তির বিচারে এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

---

১১৬. বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, খ. ৫, পৃ. ১৯৫৬, হাদিস নং-৪৭৯৭; মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, হাদিস নং-১৩৬৫। হাদিসটির মূল ভাষ্য—

فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها - قال: وأحسبه قال وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، فحصت الأرض أفاحيص، وجيء بالأنطاع، فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس، قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها، أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها.

১১৭. ইবন হাজার, আল-আসকালানী, ***ফাতহুল বারী*** (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.) খ. ৯, পৃ. ১২৯।

১১৮. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২৯।

তাছাড়া মালিকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো জমহুরের মতো অর্থাৎ সাক্ষী শর্ত। কেননা তারা গোপন বিবাহকে ফসখের পক্ষে মত দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী বলেন, জমহুরের মাযহাবই মালিকী মাযহাব। দু-একটা নতুন-পুরাতন বইয়ে সাক্ষী শর্ত না হওয়ার যে বর্ণনা এসেছে তা তাদের গ্রহণযোগ্য মাযহাব নয়। তাদের নিকট শাহাদাহ বা সাক্ষী শর্ত হওয়ার বিষয়টা বুঝে আসে তারা যখন গোপন বিবাহকে মিলন হলেও তালাকে বায়েনের মত দেন। ঠিক সাক্ষীহীন বিবাহে ফসখের কথা বলেন। মিলন হলে এবং স্বীকার করলে এ ধরনের বিবাহে তারা হদ কিংবা রজমের কথা বলেন।[১১৯]

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো প্রতিয়মান হয় যে, এই মতভেদের কোনো বাস্তব ফল বা প্রভাব নেই; কারণ সকলের মতেই গোপন ও সাক্ষীবিহীন বিবাহ নিষিদ্ধ।

ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, বিবাহে সাক্ষী এবং এলান থাকলে তা সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য। একটাও বাতিল হলে বিবাহটাও বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে।[১২০]

দ্বিতীয়ত : ইন্টারনেটে অডিও/ভিডিও ডিভাইস ব্যবহার করে বিবাহের বিধান

কিছু প্রোগ্রাম ব্যবহার করে ইন্টারনেটে বিবাহ সম্ভব। যে-সমস্ত প্রোগ্রামের সাহায্যে উভয় প্রান্তের কথা শোনার পাশাপাশি প্রত্যেককে দেখারও চমৎকার সুযোগ রয়েছে। যেমন : পলটক, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার, হোয়াট্সঅ্যাপ ম্যাসেঞ্জার, ইমো ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি, এ জাতীয় প্রোগ্রামগুলো ইউজ করে ভিডিও কলের মাধ্যমে বিবাহবন্ধন সম্ভব। একপ্রান্ত থেকে কেউ প্রস্তাব দিলে প্রস্তাব গ্রহণকারী তা দেখেশুনে বিশ্বস্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে যদি গ্রহণ করে তাহলেই চুক্তি সম্পাদন হতে পারে।

---

১১৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খ. ৯, পৃ. ৬৫৫৯।

১২০. ইবন তাইমিয়্যাহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, খ.৩, পৃ. ১৯১।

এ জাতীয় চুক্তিগুলোকে সরাসরি এক মজলিসে বসে চুক্তি সম্পাদনের মতোই বিবেচনা করা যায়। আর এভাবেই বিবাহবন্ধন একই মজলিসে পরস্পরকে দেখেই সম্পাদন করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, এ জাতীয় প্রোগ্রামগুলো মূলত দ্রুত পিকচার আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শব্দকেও ধারণ করতে পারে। এবং সেটা করা হয় কম্পিউটার/স্মার্টফোনের ডিজিটাল সংযোগ ক্যামেরা ও অডিও সিস্টেম ব্যবহার করে। ফলে উভয় প্রান্তেই উভয়কে দেখতে পারে এবং কথা বলতে পারে। উপর্যুক্ত প্রোগ্রামগুলো যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ ও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। ফলে 'ইজাব' প্রস্তাবনা এবং 'কবুল' সম্পাদনও অনেক স্বচ্ছ ও সংশয়হীন সম্ভব। এবং একপক্ষ চুক্তি করতে না চাইলে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব।[১২১]

অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহবন্ধনের অসুবিধা ও ত্রুটিসমূহ

অবশ্য উল্লেখিত ডিজিটাল ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে বিবাহ সম্পাদনে কিছু শর'য়ী ও বৈষয়িক ত্রুটি থেকে যায় এবং সেটা পরে ঝগড়াবিবাদের রূপও নিতে পারে। এরকম কয়েকটি বিষয় নিম্নে পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো—

১. এখানে চুক্তি চলাকালীন কণ্ঠ নকল করে শব্দ সংশ্লেষণের সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ বর্তমানে এমন সব ডিভাইস আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে কারও কথার মাঝখানে নিখুঁতভাবে অন্যের বক্তব্যকে সংশ্লেষ করা যায়। এবং ইমেজ ম্যানিপুলেশনও করা যায়, কিন্তু অন্য প্রান্তের কেউ এসবের কিছুই জানতে পারবে না।

২. তাছাড়া প্রযুক্তিগত এসব উপসর্গে এ সম্ভাবনাও থেকে যায়, কেউ প্রস্তাব করার পর অপর পক্ষের বক্তব্য আসার আগেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার। এটা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে নেট সমস্যার

১২১. আল-মাযরু, আব্দুল ইলাহ ইবন মাযরু, *আকদুস যিওয়াজ আবরাল ইন্টারনেট* (নিম্নোক্ত লিংকে : http://www.aikutubeafe.com/book/geAwEl.html.30/12/2016/10:30 PM), পৃ. ৫।

কারণেও হতে পারে কিংবা কম্পিউটার, মোবাইল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে অথবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেও হতে পারে।

৩. কখনো এই বিচ্ছিন্নতা কয়েক ঘণ্টার আবার কখনো কয়েক দিনের হতে পারে। সমস্যাটা এখানেই! হয়তো বিবাহের প্রস্তাবকারী প্রস্তাবের পর উত্তরের জন্য মুখিয়ে থাকবেন অন্যদিকে প্রস্তাবগ্রহীতা বলবেন আমি তো প্রস্তাব শুনতেই কবুল করেছি। হয়তো এটা শোনার পূর্বেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রভৃতি। এ অবস্থা সময়ভেদে গুরুতরও হতে পারে।[১২২]

এ জাতীয় অডিও/ভিডিও ডিভাইস আধুনিক যুগের আধুনিক সংস্করণ। ফলে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকিহগণ কোনো মত প্রকাশ করার সুযোগ পাননি। তবে সমকালীন ফকিহগণ এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। ইন্টারনেটে অডিও কিংবা ভিডিও ডিভাইস ব্যবহার করে বিবাহ সম্পাদন বৈধ কি না, এ নিয়ে তারা মতামত পেশ করেছেন। কেউ কেউ বৈধ বলেছেন আবার কেউ বলেছেন অবৈধ। নিম্নে উভয় মত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সমকালীন মতামত

প্রথম মত : অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদন বৈধ

অনেক সমকালীন স্কলার উক্ত মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন বৈধ বলেছেন। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম, প্রফেসর ড. মুস্তফা আয-যারকা, প্রফেসর ড. বদরান আবুল আইনাইন, প্রফেসর ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক রহিম আল-হাইতি, প্রফেসর ড. উসামাহ উমর সুলাইমান আল-আশকার। তাদের বক্তব্যের মূল কথা হলো, ইন্টারনেটে অডিও/ভিডিও ডিভাইস ব্যবহার করে বিবাহ সম্পাদন বৈধ। এ মাধ্যমে যদি কেউ অন্য কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং প্রস্তাব গ্রহণকারী তা দেখেশুনে উভয় পক্ষের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে গ্রহণ করে তাহলেই বিবাহ সম্পাদন

১২২. প্রাগুক্ত।

সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। তবে উভয়পক্ষের কথা যতক্ষণ চলবে সে সময়টাকে মজলিসুল আকদ বা চুক্তির ক্ষণ (مجلس العقد) ধরা হবে। বিবাহ প্রসঙ্গ পালটে অন্য প্রসঙ্গে গেলে মজলিসও শেষ হয়ে যাবে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে একই মজলিসে প্রস্তাব কবুল না করলে সে ইজাব বা প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যাবে।[১২৩]

অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদনে সাক্ষ্যের পদ্ধতি

প্রস্তাবকারী পাত্রী কিংবা তার অভিভাবককে জানিয়ে দেবেন যে, বিবাহ এসব ডিভাইসের মাধ্যমে হবে। এবং একটা সময়ও নির্দিষ্ট করে দেবেন। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে দুজন যোগ্য সাক্ষী উপস্থিত থাকবেন। তারা এসব ডিভাইসের মাধ্যমে ইজাব কবুল শুনবেন এবং অবস্থা দেখবেন। যেহেতু মজলিসুল মুকালামাহ বা কথাবার্তার এই মজলিসকে মজলিসুল আকদ (مجلس العقد) বলে ধরা হচ্ছে সেহেতু এভাবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখানে বিবাহের সব মৌলিক উপাদান এবং শর্ত পাওয়া যাচ্ছে।[১২৪]

সবচেয়ে ভালো হয় যদি দু-পরিবারের উপস্থিতি ও যোগ্য সাক্ষীদের সমন্বয়ে এ প্রকার বিবাহ হয়ে থাকে।[১২৫]

---

১২৩. আল-ইবরাহীম, ড. আকলাহ, *হুকমু ইজরায়িল উকূদ বি ওসায়িলিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ* (আম্মান : দারুল জিয়া, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ১৩৫; আদ-দাব্বু, ড. ইব্রাহীম ফায়েল, *হুকমু ইজরায়িল 'উকূদ বি-আলা-তিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ* (জিদ্দা : মাজাললাতুন ফিকহিল ইসলামী, ৭ম সংখ্যা, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.); খ. ২, পৃ. ৮৬৭; আবুল আইনাইন, ড. বদরান, *আয-যিওয়াযু ওয়াত তালাক ফিল ইসলাম* (আলেকজান্দ্রিয়া : মুয়াসসাসতু শাবাবিল জামিয়া আল-ইস্কান্দারিয়াহ, তা. বি.) পৃ. ৪১; আল-হাইতি, ড. আব্দুর রাজ্জাক রহীম, *হুকমুত তা'য়াকুদ আবরা আজহিযাতিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ* (আম্মান : দারুল বায়ারেক, ১ম স. ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩৯; আল-আশকার, ড. উসামাহ উমর সুলাইমান, *মুসতাজিদ্দাতুন ফিকহিয়্যাহ ফি কাযায়া আয যিওয়াজ ওয়াত তালাক* (জর্দান : দারুন নাফায়েস, ২০০০ খ্রি.) পৃ. ১১।

১২৪. আল-হাইতি, ড. আব্দুর রাজ্জাক রহীম, *হুকমুত তায়াকুদ আবরা আজহিযাতিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ*, পৃ. ৩৯-৪০।

১২৫. সাপ্তাহিক *জারীদাতু সাওতিল আযহার* (কায়রো : জুমাবার ২৬ রবিউল আওয়াল ১৪৩৩ হি./৭ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.), সংখ্যা ৪১, পৃ. ১৩।

দ্বিতীয় মত : অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদন অবৈধ

সমকালীন আলেমদের মধ্যে অনেকে এসব ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে বিবাহবন্ধন অবৈধ বলেছেন। এ মতের প্রবক্তাদের অন্যতম হচ্ছেন, আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমী 'মাজমায়ুল ফিকহিল ইসলামী'র অধিকাংশ ফকিহ ও সৌদি আরবের ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি 'আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমীয়্যাহ ওয়াল ইফতা'।

ক) সৌদি ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মতামত

সৌদি আরবের ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে ফতোয়া প্রকাশ করেছে : "বর্তমানে আমরা দেখি ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। মানুষের কণ্ঠ নকল করাও মনে হয় আজকাল একটা শিল্প হয়ে গেছে। অবস্থা তো এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, এক ব্যক্তিই এখন অনেক মানুষের কণ্ঠ দিতে পারে। এসব ডিজিটাল ডিভাইসের কল্যাণে অপর প্রান্ত থেকে এটা বোঝারও উপায় নেই যে, সে একজনের কথাই শুনছে বহুজনের নয়।

তাই আমরা বলি, মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা হলো এসব ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদনে নির্ভর না করা। এতে কুচক্রীমহল ষড়যন্ত্র বিস্তারের সুযোগ পাবে না এবং মানুষের সম্ভ্রমও বজায় থাকবে।"[১২৬]

উপর্যুক্ত ফতোয়ায় সংশয়ের অপনোদনকল্পে বলা যায়, এ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোনের মাধ্যমে ভিডিও দেখে ও কথা বলে নিজেদের সরাসরি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করলে এ সংশয় দূর করা সম্ভব। পাশাপাশি উভয় পক্ষের পরিচিত

---

১২৬. ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়িমাহ, আল-মাজমু'য়াতুল উ-লা (রিয়াদ : রিয়াসাতু ইদারাতিল বহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১৮, পৃ. ৯১।

বিশ্বস্ত সাক্ষীরা থাকলে এ সংশয়ের পথ আরও রুদ্ধ হয়ে যাবে।[১২৭] কিংবা ওখানে জাতীয় পরিচয় পত্র অথবা পাসপোর্ট শো করা যেতে পারে। যেখানে ছবি, নাম, পরিচয়, ধর্ম, জাতি, পেশা, ঠিকানা, অবস্থান ইত্যাদির বর্ণনা থাকে এবং সেগুলোর যথাযথ যাচাই করাও সম্ভব, ফলে উভয়পক্ষ একে অপরের ধোঁকা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

খ) রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর আন্তর্জাতিক ফিকহ বোর্ডের মতামত

এ বোর্ডের অধিকাংশ ফকিহ যদিও চিঠিপত্রের মাধ্যমে কিংবা আধুনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যান্য চুক্তি বৈধ বলেছেন; কিন্তু তারা বিবাহের ক্ষেত্রে, এসব আধুনিক ডিভাইস ব্যবহার করে বিবাহ বৈধ না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের নেতিবাচক মতামতের কারণ হচ্ছে, বিবাহে সাক্ষী থাকা শর্ত। তাদের ঘোষণায় এসেছে, উল্লিখিত আধুনিক ডিভাইসের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের নিয়মাবলি বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ বিবাহে সাক্ষী থাকা শর্ত।[১২৮] অর্থাৎ আধুনিক ডিভাইসে বিবাহ বৈধ নয়। সাক্ষীর বিচারেই তারা এ মত ব্যক্ত করেছেন।

ফিকহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা

রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর আন্তর্জাতিক ফিকহ বোর্ডের ফকিহগণ বিবাহে সাক্ষী উপস্থিত থেকে বিবাহের শব্দাবলি শোনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ আবেদনও ইন্টারনেটে পূরণ করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে আমরা ভিডিও কনফারেন্স দেখি। এ কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মেলনের আয়োজন

---

১২৭. আল-কুবাইসি, ড. আব্দুল আযিয শাকের হামদান, *হুকমু আকদিয যিওয়াজ বি ওয়াসিতাতিত তাকনিয়াত আল-মুয়াসরাহ ওয়া ওসায়েলিল ইত্তিসালিল মাসমুয়াহ ওয়াল মারবিয়্যাহ* : বাহসুন মুকাদ্দামুন লি-নদওয়াতিল আনকিহাতিল মুসতাহদিসাতি ফি ওয়া-কি'য়িনা আল-মুয়াসের, শরী'য়াহ এবং ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ (আল-আইন : জামি'য়াতুল ইমারাত আল-'আরাবিয়্যাহ আল-মুত্তাহাদা, ২৮ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি.) পৃ. ৬; আন-নুজাইমি, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াইয়াহ, *হুকমু ইবরামি উকূদিল আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ ওয়া ওকূদ আত-তিজারিয়্যাহ আবরাল ওসায়িলিল ইলেকক্রনিয়্যাহ* (নিম্নোক্ত সময় ও লিংকে ১২/৩০/২০১৬ ,http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=8433).

১২৮. সম্পাদনা পরিষদ, *মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী* (জিদ্দা: আন্তর্জাতিক ফিকাহ বোর্ড, ৬ষ্ঠ কনফারেন্স, অধিবেশন : ৬, তারিখ : ১৭-২৩ শাবান, ১৪১০ হি./ ১৪-২০ মার্চ, ১৯৯০ খ্রি.) সিদ্ধান্ত নং-৬/৩/৫৪।

করা হয় এখন প্রায়শই। এর মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথা শুনতে ও মুখ দেখতে পায় এবং সংরক্ষণও করা যায়।[১২৯]

যেমন, কোনো বাংলাদেশী পাত্র ব্রিটেনের কোনো পাত্রীকে বিবাহ করবে। এ কনফারেন্সের মাধ্যমে সে সাক্ষী উপস্থিত করিয়ে তাদের বিবাহের শব্দাবলি যথাযথভাবে শোনাতে পারবে। উপরন্তু এর মাধ্যমে অনেক লোকের সমাগমও সম্ভব। এতে সন্দেহ-সংশয় কেটে যাবে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

খুব সম্ভবত বোর্ডের সদস্যগণ কনফারেন্স সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়ার সুযোগ পাননি। পেলে হয়তো সিদ্ধান্ত ভিন্নরকম আসত। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সম্মেলনও আজকাল অনলাইনে হচ্ছে।

হানাফী মাযহাবের মত

হানাফী মাযহাবের মতও ইন্টারনেটে বিবাহ বৈধ হওয়ার মতকেই শক্তিশালী করে। তাদের মতে, চিঠি কিংবা ই-মেইলে বিবাহ বৈধ। উপরন্তু সাক্ষীর জন্য তখন মজলিস স্থানান্তরও বৈধ। ফলে ভিডিও কনফারেন্সের যে সুবিধা তাতে বিবাহ অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নাই।

ইবন নুজাইম[১৩০] হানাফী লিখেছেন, পাত্রীর নিকট চিঠির মাধ্যমে যদি বিবাহের পয়গাম আসে এবং সে ওই মজলিসে বিবাহের সম্মতি না দিয়ে অন্য মজলিসে সাক্ষীর সামনে বিবাহের সম্মতি দেয় তাহলে বিবাহ হয়ে যাবে।

---

১২৯. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হুসাইন আন নুজাইমি, *হুকমু ইবরামি উকূদিল আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ ওয়া ওকূদ আততিজারিয়্যাহ আবরাল ওসায়িলিল ইলেকক্রনিয়্যাহ*, পৃ. ১৭; মুহাম্মাদ সাঈদ আর রামলাভী, *আত-তা'য়াকুদু বিল-ওসায়িলিল মুসতাহদাসাহ* (আলেকজান্দ্রিয়া, দারুল ফিকরিল জামিয়ী'-২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৬।

১৩০. তিনি, আল্লামা যাইনুদ্দীন ইবন ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ, ইবন নুজাইম নামে খ্যাত, প্রসিদ্ধ ইমাম, মিশরের বড় হানাফি ফকীহ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, জন্ম ৯২৬ হি., মৃত্যু ৯৭০ হি.। তার ইলমের ছাপ পরিলক্ষিত হয় তার লেখনীতে, তার বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*, *আল-বাহরুক রায়েক* ও *মিশকাতুল আনওয়ার ফী উসূলিল মানার* ইত্যাদি।
(দেখুন : ইবনুল ইমাদ, *সাজারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহব*, খ. ১০, পৃ. ৫২৩; আয-যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৪)।

প্রস্তাবক সাধারণ যে মজলিসেই থাকুক না কেন অন্য পক্ষ তো অবশ্যই অন্য মজলিসেই থাকবে।[১৩১]

সুতরাং আধুনিক ডিজিটাল ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদনকে কীভাবে অবৈধ বলা হবে? অথচ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হচ্ছে; প্রত্যেকে ইজাব বা প্রস্তাব ও কবুল শুনছে, চিনতে পারছে, অভিভাবক থাকছে, থাকছে সাক্ষীও। শারীরিকভাবে অনুপস্থিত হলেও এরা সবাই তো উপস্থিতের মতোই।

প্রণিধানযোগ্য মতামত

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমার নিকট মনে হয়েছে, আধুনিক ডিভাইস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রয়োজনে বিবাহ বৈধ হওয়া উচিত। ব্যাপকভাবে নয়; বরং একান্ত প্রয়োজনে অনন্যোপায় হলে এর বৈধতা দেওয়া উচিত।

যেমন, কোনো বাংলাদেশী আমেরিকায় বাস করে। সেখান থেকে তার বের হওয়ার সুযোগ নাই। আবার বিয়ে করার জন্য ওই দেশে কোনো মেয়েও পাচ্ছে না কিংবা ওই দেশ থেকে বিবাহ করার সামর্থ্য তার নাই। এ অবস্থায় সে তার নিজ দেশে বা অন্য দেশে এসব আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে বিবাহ সম্পাদন করতে পারে এবং কোনো উপায়ে স্ত্রীকে সে দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন, মেয়ের পিতা-মাতা, ভাই-বোন কিংবা কোনো আপন আত্মীয় স্পন্সর করে সে মেয়েকে ঐ দেশে নিয়ে যেতে পারে যার বহু বাস্তব উদাহরণ বর্তমানে বিদ্যমান। তবে যেহেতু এটা তার অনন্যোপায়ের বা জরুরতের অবস্থা সেহেতু এখানে সতর্কতা অবশ্যই কাম্য।

বিশেষভাবে এখানে এটাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমরা শর্তসাপেক্ষে যে বৈধতা এই আলোচনায় দিয়েছি, এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানোর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ বিবাহ ব্যতীত এসব আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে সময় কাটানো ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে অবশ্যই গর্হিত কাজ।

---

১৩১. ইবন নুজাইম, যাইনুদ্দীন আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রায়িক শারহু কানযিদ দাকায়িক* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬ খ্রি.); খ. ৫, পৃ. ২৯১।

তৃতীয়ত : ইন্টারনেটে চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিবাহের বিধান

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিঠির আদান-প্রদান করে বিবাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। যথা—

এক. পাত্রীর অভিভাবক বিবাহের প্রস্তাব লিখে তা ই-মেইল অথবা বিশ্বস্ত এ্যাপসে ই-লেখার মাধ্যমে পাত্রের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারেন। পাত্র এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তার সম্মতি লিখে পাত্রীর অভিভাবকের নিকট ই-মেইলে অথবা উক্ত এ্যাপসে প্রেরণ করে সাথে সাথে দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর নিকট তার কপি পাঠিয়ে দেবে।

দুই. ইজাব-কবুল ইন্টারনেটে ই-মেইল কিংবা ই-লেখার মাধ্যমে উন্মুক্ত ঘরোয়া সমাবেশেও হতে পারে। এখানে অভিভাবক অথবা অভিভাবকের উকিল ই-লেখার মাধ্যমে লিখিত প্রস্তাব পেশ করবেন। অতঃপর পাত্র তা গ্রহণ করবেন। এবং উপস্থিত দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ চুক্তির সাক্ষী হবেন।[১৩২]

সংগত কারণেই আগেকার ফিকাহবিদগণ ই-মেইল, ই-লেখার মতো আধুনিক চিঠি আদান-প্রদান ও যোগাযোগ মাধ্যমে বিবাহের মাসআলা আলোচনা করেননি; কারণ এগুলো অধুনা আবিষ্কার, ফলে পূর্বে আলোচনা হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর।

তবে তাঁরা চিঠি আদান-প্রদানের সনাতন পদ্ধতিতে বিবাহের সম্ভাবনার মাসআলা আলোচনা করেছেন। কেউ এভাবে বিবাহকে বৈধ বলেছেন, তো অন্যরা অবৈধ বলেছেন। সনাতন পদ্ধতি আর অধুনা চিঠি আদান-প্রদানের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তবে অধুনা পদ্ধতিতে চিঠি আদান-প্রদান মুহূর্তেই সম্ভব, এটাই সময়ের শ্রেষ্ঠ সংযুক্তি। আমরা এ মাসআলায় পূর্ববর্তী ফকিহদের মতামত উল্লেখপূর্বক আলোচ্য মাসআলাটি সমাধান করব।

---

১৩২. আল-মাযরু, আব্দুল ইলাহ ইবন মাযরু, *আকদুস যেওয়াজ আবরাল ইন্টারনেট*, পৃ. ১৫।

চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিবাহের মাসআলায় পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের মতামত

ফিকহের প্রায় সব মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থে এসেছে, পাত্র-পাত্রী এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে, প্রস্তাব এবং কবুল মুখে উচ্চারণ করার সক্ষমতা থাকলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিবাহ বৈধ নয়। এ বিষয়ে সকল ফিকাহবিদ একমত। কারণ মনের ভাব প্রকাশের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো উচ্চারণ। সুতরাং অযথা এ পদ্ধতি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তাই ইজাব-কবুল উচ্চারণ করে দুজন সাক্ষীকে পাত্র ও পাত্রী শোনাবেন।

তবে পাত্র-পাত্রীর দুজন কিংবা কোনো একজন বোবা হলে তাদের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিবাহ দেওয়া বৈধ। যদি তারা তা বোঝে। এটাও ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলা।[১৩৩]

প্রশ্ন আসে যখন কোনো এক পক্ষ মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন কথা বলার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চিঠিপত্রে বিবাহ বৈধ হবে কি না?

এ মাসআলায় ইসলামী আইনবিদগণের দুটো মত পাওয়া যায়—

প্রথম মত

মালিকী,[১৩৪] শাফি'য়ী,[১৩৫] হাম্বলী,[১৩৬] ও যাহিরী[১৩৭] এই মাযহাবসমূহে কথা বলার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিবাহ জায়েয নয়।

১৩৩. আল-মারগিনানী, আবুল হুসাইন আলী ইবন আবু বকর, *আল-হিদায়া শরহ বিদায়াতুল মুবতাদি* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৫৪৪; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৭, পৃ. ৮৫; আল-আদাভী, আবুল হাসান আলী ইবন আহমাদ ইবন মুকাররম আল-মালেকী, *হাশিয়াতুল আদাভী আলা শরহি কিফায়াতুত তালেব আর রাব্বানী* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪০; আদ-দামীরী, মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবন ঈসা ইবন আলী আশ-শাফি'য়ী, *আন নাজমুল ওহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ* (জিদ্দা : দারুল মিনহাজ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.) খ. ৮, পৃ. ১০৬; আল-বুজাইরামী, সুলাইমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন উমর, *হাশিয়াতুল বুজাইরামী আলা শারহিল মিনহাজ* (মিশর : মাতবায়াতু মুস্তফা আল-বাবী, আল-হালাবী, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ৩৩৩; আল-মুরদাবি, *আল-ইনসাফ*, খ. ২০, পৃ. ১০২।

১৩৪. আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালিল ফি শরহি মুখতাসার খলিল*, খ. ৩, পৃ. ৪১৯।

১৩৫. আন-নাবাবী, *আল-মাজমু*, খ. ৯, পৃ. ১৫৯।

১৩৬. আল-মুরদাবি, *আল-ইনসাফ*, খ. ২০, পৃ. ১৩৩।

তাদের দলিল

তাদের দলিলগুলো নিম্নোক্ত পয়েন্টে আলোকপাত করা যেতে পারে—

১. বিবাহের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে তা প্রকাশ্য স্পষ্ট ও সবাক হওয়া। যাতে সাক্ষ্যের বিষয়টা সন্দেহাতীত হয়। এতে বোঝা যায়, সবাক হলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হবে না। সুতরাং আকদের শব্দাবলি এখানে উচ্চারণ করাই অপরিহার্য।

ইমাম কারাফীর[১৩৮] উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন, বিবাহের অপরিহার্য দাবিই হচ্ছে তার সবকিছু প্রকাশ্যে হওয়া যাতে সাক্ষ্যের বিষয়টিও নিঃসন্দেহ হয়।[১৩৯]

শাফি'য়ী মাযহাবের কিতাবগুলোতে বর্ণিত আছে যে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে অনুপস্থিত কিংবা উপস্থিত কোনো অবস্থাতেই বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ চিঠিপত্র বিবাহের আবেদনকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করে, প্রত্যক্ষভাবে নয়। ফলে যদি কোনো অভিভাবক বলে যে, আমার মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম, তারপর চিঠির মাধ্যমে তা পাত্রের নিকট পাঠায়। তখন পাত্র তা গ্রহণ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে না।[১৪০]

২. বিবাহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে হেফাযত করা। ইজ্জত ও সম্ভ্রমকে হেফাযত করার জন্য এখানে সবিশেষ সতর্কতা পরিলক্ষিত

১৩৭. ইবন হাজাম, আলী ইবন আহমাদ ইবন সাঈদ, *আল-মুহাল্লা বিল আসার* (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ৯, পৃ. ৪৬৪।

১৩৮. তিনি, আল্লামা আহমাদ ইবন ইদ্রিস ইবন আব্দুর রহমান, আবুল আব্বাস, শিহাবুদ্দীন আস সানহাজী আল-কারাফী, বিখ্যাত মালেকী ফকীহ। মিশরেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা ও মৃত্যু। তার অনন্য লেখনী হচ্ছে, *আনওয়ারুল বুরুক ফী আনওয়ায়িল ফরুক*, *আল-ইহকাম ফী তময়িযিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম* ও *আয-যাখিরাহ* ইত্যাদি, মৃত্যু ৬৮৪ হি.। (দেখুন, আয-যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ৯৪)।

১৩৯. আল-কারাফী, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, *আয-যাখীরাহ* (বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম মুদ্রণ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৯৬।

১৪০. আল-খতীব আশ-শারইবনী, *মুগনিল মুহতায*, খ. ৪, পৃ. ২৩০।

হয়। মূলত এটাও শরী'য়তের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের দাবিই হচ্ছে চুক্তিকারী দুপক্ষ কিংবা দুপক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতি।[১৪১]

৩. তাছাড়া বিবাহের মধ্যে তো ইজাব এবং কবুল এক সময়েই পর্যায়ক্রমে হওয়া আবশ্যক। যা চিঠিপত্রে অনুপস্থিত।[১৪২]

সুতরাং প্রথম মতের দলিলের আলোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সবাক হওয়া সত্ত্বেও চিঠিপত্রে বিবাহ দিলে তা বিশুদ্ধ হবে না। বিবাহের মধ্যে বিশেষ সতর্কতার বিধান থাকায় চিঠিপত্রের মাধ্যমে সবাক পাত্র-পাত্রীর বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের মজলিসেই সাক্ষীগণ ইজাব-কবুল শুনবেন। ফলে হাতের লেখা চিঠি কিংবা ই-মেইল দুটোর বিধানই আমরা একই দেখলাম।

দ্বিতীয় মত

পাত্র-পাত্রীর কেউ মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকলে চিঠির মাধ্যমে বিবাহ জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন হানাফী ইমামগণ। তবে তারা বলেছেন, অবশ্যই লিখিত প্রস্তাব পাঠের পর গ্রহণ করার বিষয়টি দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে হতে হবে। সাক্ষীদের প্রস্তাবের বিষয়টি পড়ে শোনাবে। মেয়ে কিংবা অভিভাবকের সম্মতির কথাও শুনবে এবং তারা ইজাব-কবুলের সাক্ষী হবে।[১৪৩]

হানাফী মাযহাব মনে করে, মজলিসুল আক্দ হচ্ছে চিঠি পৌঁছার সময়টা। ফলে প্রস্তাবের পরপর গ্রহণের বিষয়টা এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না। এবং সাক্ষীর বিষয়েও তেমন প্রশ্ন থাকছে না।

১৪১. আন-নুজাইমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৪২. আদ-দামীরী, *আন-নাজমুল ওহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ. ৫২; সম্পাদনা পর্ষদ, *আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ*, খ. ৩৯, পৃ. ২৪৭।

১৪৩. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আহাদ, *ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, তা. বি.) খ. ৩, পৃ. ২০৩; আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি*, খ. ২, পৃ. ২৩১; ইবন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক*, খ. ৩, পৃ. ৮৩।

তাদের দলিল

১. বিবাহে ইজাব-কবুল উচ্চারণের বিষয়টি শিথিল করা যেতে পারে ওজরের কারণে যদি পাত্র-পাত্রী দূরে অবস্থান করে। তবে উপস্থিত থাকলে শিথিলতার প্রশ্নই আসে না।[১৪৪]

২. এখানে অবশ্য লিখিত প্রস্তাব সাক্ষীর সামনে পড়া আবশ্যক। ফলে সাক্ষী ইজাব ও কবুল উভয়টি শুনে সাক্ষী হতে পারছে এবং তা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়ার পরই। উপরন্তু ইজাবের পরপরই কবুলের উপস্থিতিতেই সাক্ষ্য হচ্ছে।[১৪৫]

৩. তাছাড়া এটা তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির জন্য সরাসরি সম্বোধনের শামিল।[১৪৬]

চিঠির মাধ্যমে বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

অবশ্য হানাফী স্কলারগণ চিঠির মাধ্যমে বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তারোপ করেছেন যা নিম্নরূপ—

ক. আকেদ বা প্রস্তাবক অনুপস্থিত হওয়া।

খ. আকেদ চিঠির বিষয়বস্তুর ওপর দুজন সাক্ষী রাখবেন এবং তা প্রেরণের সময়ই।

গ. প্রস্তাব প্রাপক শব্দ করেই কবুল বলবেন। লিখে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব লিখে প্রেরণ করে, তবে দুদিকেই উচ্চারণহীন লেখা থাকায় বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না।

ঘ. প্রাপক চিঠি প্রাপ্তি এবং বিষয়বস্তুর ওপর দুজন সাক্ষী রাখবেন।[১৪৭]

১৪৪. মুহিউদ্দীন, শায়খ মুহাম্মাদ, *আল-আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ ফিশ শারী'য়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ* (মিশর : মাতবা'য়াতু মুহাম্মাদ আ'লী আস-সাবীহ, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১২।

১৪৫. আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি*, খ. ২, পৃ. ২৩১; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৩, পৃ. ১২; আল-হুসারী, ড. আহমাদ, *আল-আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ৯৪।

১৪৬. ইবন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, খ. ৭, পৃ. ৬৯; আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি*, খ. ৬, পৃ. ৩৭।

অতএব, দ্বিতীয় মতের দলিলের প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলার নিকট এই বলে চিঠি পাঠায় যে, তোমাকে আমার নিকট বিয়ে দাও, অথবা এ মর্ম বুঝিয়ে এমন কোনো ভাষার চিঠি পাঠায়, অতঃপর মহিলার নিকট তা পৌঁছালে সে কিংবা অন্য কেউ তা দুজন সাক্ষীর সামনে পড়ে শোনায় এবং পাত্রী বলে, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি আমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম", বিবাহ হয়ে যাবে। তবে সাক্ষীদের সামনে চিঠি না পড়ে শুধু এ কথা বলা যে, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি অমুকের সাথে নিজেকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম," বিবাহ বৈধ হবে না।

এর কারণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাক্ষীদের জন্য ওয়াজিব হলো পাত্র-পাত্রী কিংবা অভিভাবকের নিকট থেকে ইজাব-কবুল শোনা কিংবা লিখিত প্রস্তাব ও এর বিষয়বস্তু শোনা। যদি তারা লিখিত পাঠ শোনে কিংবা অন্যজনের নিকট থেকে শোনে অথবা ভিন্নভাবে পাত্র-পাত্রীর মূল বক্তব্য শোনে তবে তারা পাত্র-পাত্রীর কথা শুনেছে বলে ধরা হবে। সাক্ষ্যও শুদ্ধ হবে। মহিলা চিঠি পাঠালেও একই কথা।[১৪৮]

সুতরাং দ্বিতীয় মতের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, কোনো পুরুষ ই-মেইলের মাধ্যমে যদি কোনো মহিলার নিকট প্রস্তাব পাঠিয়ে বলে যে, "তুমি তোমাকে আমার নিকট বিয়ে দাও," মহিলার নিকট সেটা পৌঁছালে সে নিজে কিংবা অন্য কেউ দুজন সাক্ষীর সামনে সেই ই-মেইল পড়ে শোনায় কিংবা বিষয়বস্তু জানিয়ে বলে, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি আমাকে অমুকের নিকট বিবাহ দিলাম," তবে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

চিঠিপত্রের মাধ্যমে পারস্পরিক চুক্তিতে ইজাবটি চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। এই ইজাবটি কোনোভাবে প্রত্যাখ্যান না করলে বাতিল হয় না। এবং সেটার গ্রহণযোগ্যতা আসে দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে।

১৪৭. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৩, পৃ. ১২।
১৪৮. মুহিউদ্দীন, শায়খ মুহাম্মাদ, *আল-আহওয়ালুশ শাখসিয়্যাহ ফিশ শারীয়া'হ আল-ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ১২।

মোটকথা বিবাহের মজলিস বলতে বোঝায় যেখানে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিকতা পূর্ণ করা যায় সেটাকে। প্রস্তাব পৌঁছানোর মজলিসই বিবাহের মজলিস হবে এমনটা নয়। তবে বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য চুক্তিতে অবশ্য প্রস্তাব পৌঁছার মজলিসকেই আকদের মজলিস বলা হয়। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে প্রাপক প্রস্তাব পাওয়ার পর দুজন সাক্ষীকে উপস্থিত করে বক্তব্য শোনানোর ব্যবস্থা করার মজলিসকেও আকদের মজলিস বলা হবে।

হানাফী মাযহাবের কিতাবাদিতে এসেছে, ইবন আবিদীন বলেন, মেয়ের নিকট যদি প্রস্তাবের চিঠি পৌঁছে এবং সে এটাকে পড়ে কিন্তু সে এই মজলিসে নিজেকে বিবাহবন্ধনে সোপর্দ না করে অন্য মজলিসে সাক্ষীর সামনে শুনিয়ে তা গ্রহণ করে ও সাক্ষী তা শোনে এবং চিঠিতে যা আছে তাও দেখে তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে।[১৪৯]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার অধিকার রয়েছে, সে সেই মজলিসে প্রস্তাব গ্রহণ না করে সাক্ষীসহ অন্য মজলিসে তার সম্মতি প্রকাশ করবে। কেননা সাক্ষী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না, এ যেন তার কাছে প্রস্তাব না পৌঁছানোর মতো, সুতরাং এমতাবস্থায় সাক্ষীসহ দ্বিতীয় মজলিসই তার কাছে গ্রহণযোগ্য শরীয়তসম্মত প্রস্তাব পৌঁছার মজলিস হিসেবে গণ্য হবে; কারণ এ কথা ফিকহী ম্যাক্সিম তথা কা'য়িদা স্বীকৃত যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যেটা অনুপস্থিত বাস্তবেও তা অনুপস্থিত।[১৫০]

উপর্যুক্ত দলিলে আপত্তি

প্রস্তাবিত পাত্রী, চিঠি/ই-মেইল পাওয়ার পর তার এ অধিকার আছে যে, সে সেই মজলিসে প্রস্তাব গ্রহণ না করে সাক্ষীসহ অন্য মজলিসে তার সম্মতি প্রকাশ করতে পারে। এতে নিঃসন্দেহে প্রস্তাবকের ক্ষতি হয়ে যাবে। তাছাড়া চুক্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে সম্মতি জানানোই মুখ্য। তবে তাৎক্ষণিকভাবে যেহেতু সম্মতি প্রদানকারী চিন্তাভাবনা করার সুযোগ না পাওয়ায় তার ক্ষতি

১৪৯. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৪, পৃ. ৫১৩।
১৫০. আল-খাফীফ, শায়খ আলী, *মুখতাসারু আহকামিল মুয়া'মালাত আশ-শারয়ি'য়্যাহ* (কায়রো : মাতবায়াতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১৩৭৪ হি./১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ৬০।

হচ্ছে এবং সম্মতি প্রদানে দেরী করলে প্রস্তাবকারীর ক্ষতি অর্থাৎ উভয়পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়, সেহেতু মজলিসই মূলত বহু কর্মের সম্মেলনকেন্দ্র। তাই মজলিসেই সম্মতি প্রদান করা কিংবা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি জানানো আবশ্যক।[১৫১]

আপত্তির জবাব

সাধারণ চিঠি কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহের মধ্যে এক মজলিস থেকে অন্য মজলিসে সম্মতি কিংবা অসম্মতি জানানোর সুযোগটি মূলত সাক্ষী হাজিরের বিবেচনায় দেওয়া হয়েছে; যাতে সাক্ষীদের ইজাব-কবুল পড়ে শোনানো যায় এবং বিবাহের বিষয়বস্তু জানানো যায়। তাছাড়া বিবাহে তো সাক্ষী থাকা আবশ্যক। হতে পারে চিঠি পৌছার মজলিসে কোনো সাক্ষী নেই। এই মজলিসে তাদের উপস্থিত থাকাটা জরুরীও নয়। তাই সাক্ষীর প্রয়োজনেই ভিন্ন মজলিসের বিধান রাখা যুক্তিসংগত। তৎপূর্ব পর্যন্ত চিঠির আবেদনও হারাচ্ছে না অর্থাৎ সম্মতি কিংবা অসম্মতির সুযোগ থাকছে।

ইবন আবিদীন বলেন, চিঠির আবেদন সাক্ষীর মজলিস পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে। এবং তার পাঠ মনে হবে উপস্থিত ব্যক্তির প্রস্তাবের মতো। ফলে ইজাব-কবুল পর্যায়ক্রমিক হতে পারে।[১৫২]

এই মাসআলাটিকে সমকালীন বিজ্ঞ পণ্ডিত আলেম ড. আলী মুহিউদ্দীন আল-কুরাহ-দাগী[১৫৩] এবং ড. আব্দুর রাজ্জাক রহিম আল-হাইতি[১৫৪] ইন্টারনেট ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণে বিবাহ বৈধ হওয়ার বিষয়টাকে একটি পুরাতন ফিকহী মাসআলার ওপর কিয়াস করে বলেছেন। মাসআলাটি হচ্ছে, কিছু লোক কোনো পাত্রকে বলল, অমুক পাত্রীকে বিয়ে করো, পাত্র বলল, এক

১৫১. আল-কুরাহ-দাগী, ড. মুহিউদ্দীন আলী, *মাবদাউর রিদ্বা ফিল উকূদ : দিরাসাতুন মুকারানাহ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল কানূন* (বৈরূত : দারুল বাশায়ির, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৯।

১৫২. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৩, পৃ. ১৪।

১৫৩. আল-কুরাহ-দাগী, ড. মুহিউদ্দীন আলী, *মাবদাউর রিদ্বা ফিল 'উকূদ*, পৃ. ৬৫।

১৫৪. হাইতী, আব্দুর রাযযাক রহীম, *হুকমুত তায়া'কুদ আবরা আজহিযাতিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ*, পৃ. ৪০।

হাজার টাকায় বিয়ে করলাম। লোকেরা পাত্রীকে সে সংবাদ জানালে সে কবুল করেছে বলে তাদের জানাল, এতে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে কি না? জি, হবে। শায়খ তাকি উদ্দীন বলেন, পাত্র উপস্থিত থাকলে তার কথা তাৎক্ষণিক গৃহীত হবে, অনুপস্থিত হলে তার জানার মজলিস পর্যন্ত বিলম্ব করেও প্রস্তাব গ্রহণ বৈধ হবে।[১৫৫]

প্রণিধানযোগ্য মত

উপর্যুক্ত বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আমার নিকট হানাফী মাযহাবের মতটিই বিশুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা পত্রের মাধ্যমে বিবাহকে বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা মজলিসুল আক্দ বলতে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রস্তাবসংবলিত সম্বোধনকেই সংজ্ঞায়িত করেছেন। এটাকেই বেশ যৌক্তিক মনে হয়; কারণ এতে প্রস্তাব-কবুলের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়। অন্যান্য মাযহাবে, যেকোনোভাবেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট চিঠি পৌছালে এবং সে গ্রহণ করলেই তাকে আক্দের শেষ সীমা মনে করা হয়! বিক্রয়ের চুক্তি হলে সেটা তখনই সম্পাদিত হয়, আর বিবাহ হলে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়! তাছাড়া অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীরা বিক্রয় কিংবা অন্যান্য চুক্তির মাসআলায় এরই কাছাকাছি মতামত ব্যক্ত করেছেন।[১৫৬]

আর ভিন্ন মত পোষণকারীরা যদি বলেন, বিবাহ যেহেতু জৈবিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই এর গুরুত্বও বেশী। এখানে অন্য যেকোনা বিষয়ের চেয়ে সতর্কতাও বেশী। আমরা বলব, বিবাহ জৈবিক বিষয় সংশ্লিষ্ট এ কথার সাথে

১৫৫. আর-রাহীবানী, *মাতালিবু উলিন নুহা ফি শারহি গায়াতিল মুনতাহা*, খ. ৩, পৃ. ৮; আল-বাহুতি, *কাশশাফুল কান্না'*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮। মাসআলাটির মূল আরবী ভাষ্য—
(قال في رجل يمشي إليه قوم، فقالوا: زوج فلانا، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزواج فأخبروه، فقال: قد قبلت، هل يكون نكاحا؟ قال: نعم، قال الشيخ التقي ويجوز أن يقال إن كان العاقد حاضرا اعتبر قوله، وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس)

১৫৬. আন-নাবাবী, *আল-মাজমু'*, খ. ৯, পৃ. ১৬৮; *রাওযাতুত তালেবীন*, খ. ৩, পৃ. ১৩৯; আল-খতিব আশ-শারইবনী, *হাশিয়াতুত দুসুকী*, খ. ৩, পৃ. ৩; আল-মুরদাবি, *আল-ইনসাফ*, খ. ৪, পৃ. ২৬০।

আমরা একমত হলেও দীর্ঘ সময় প্রলম্বিত করার সাথে আমরা একমত নই। সতর্কতার অর্থ হলো যেন বিবাহটা শুদ্ধ হয়, আর এটা আমাদের বর্ণিত পন্থায়ও সম্ভব। কারণ প্রস্তাবদাতা পাত্রীকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন মাধ্যমে দেখতে পারে। রাখতে পারে উভয় পক্ষের সাক্ষীও। কিংবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা যাবতীয় ট্র্যাডিশনাল কার্যাদিও সম্পন্ন করতে পারে। এতেই বোঝা যায় যাবতীয় শর্তাবলির আলোকে পত্রাদির মাধ্যমে বিবাহ বৈধ।[১৫৭]

****

১৫৭. আল-আশকার, ড. উসামাহ উমর, *মুসতাজিদ্দাতুন ফিকহিয়্যাহ ফি কাযায়ায যিওয়াজ ওয়াত তালাক*, পৃ. ১১২।

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্টারনেটে বিবাহবিচ্ছেদ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক ও এর বিধান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে খোলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে লি'য়ান

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্টারনেটে বিবাহবিচ্ছেদ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক ও তার বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে তালাকের পরিচয় ও বৈধতা

তালাকের পরিচয়

তালাকের আভিধানিক সংজ্ঞার্থ

তালাক طلاق শব্দটি আরবী। শব্দটি মূলত طلق শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূল। 'লাম' বর্ণে যবর কিংবা পেশ যোগে পড়া যায়। বন্ধন উঠিয়ে ফেলা এবং মুক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়, দৃশ্যমান হোক অথবা অদৃশ্য। আরবরা অবশ্য বলেন, অমুক ব্যক্তি طلق اليد (ত্বলকুল ইয়াদ) উদার, মুক্তহস্ত কিংবা দানশীল। এবং বন্দী মুক্ত হলে তাকে মুতলাক বলা হয়। এটি একটি ক্রিয়ামূল। এবং এটার ব্যবহার এভাবেই পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়, মহিলাটি তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং সে ত্বালেক অথবা ত্বালেকাহ্। এর প্রতিশব্দ হলো ইতলাক। কেউ কেউ বলেন, ত্বলাক মহিলার বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর ইতলাকটা অন্যদের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, মহিলাটি তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে আর বন্দী মুক্তি পেয়েছে। এখানে মহিলার ক্ষেত্রে তালাক এবং বন্দীর ক্ষেত্রে ইতলাক ব্যবহার করা হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এই পার্থক্যটাকে বিবেচনা করে বলেন যে, তালাক শব্দের মাধ্যমে 'সরিহ্' বা স্পষ্ট তালাক হয়। ইতলাকের

মাধ্যমে 'কিনায়াহ্' বা অস্পষ্ট তালাক হয়। 'ত্বালেক'-এর বহুবচন 'তুল্লাক' অপরদিকে 'ত্বালেকাহ্'-এর বহুবচন তওয়ালেক আসে।[১৫৮]

তালাকের পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ

তালাকের পারিভাষিক অর্থ : নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দের মাধ্যমে কিংবা এর অর্থ প্রকাশক শব্দের মাধ্যমে বিবাহের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করার নামই তালাক।[১৫৯]

কেউ কেউ বলেন, তালাক কিংবা এই জাতীয় শব্দের মাধ্যমে বিবাহের বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করার নাম তালাক।[১৬০]

কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, তালাক হচ্ছে এমন একটা বিধানিক অবস্থা যা স্বামী-স্ত্রীর বৈধ অধিকারকে অবৈধ করে দেয়।[১৬১]

ইসলামী শরী'য়তে তালাকের বৈধতা

তালাকের বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

কুরআন থেকে প্রমাণ

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

'তালাক হলো দুবার, অতঃপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, নাহয় উত্তম পদ্ধতিতে বর্জন করবে।'[১৬২]

---

১৫৮. আর-রাযি, যাইনুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর, *মুখতারুস্ সিহাহ্* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৯২; ইবন মানযুর, *লিসানুল আ'রাব*, খ. ১০, পৃ. ২২৬; ফিরোজাবাদী, মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব, *আল-ক্বামূসুল মুহিত* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.) পৃ. ৯০৪; আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনির*, খ. ২, পৃ. ৩৭৬।

১৫৯. ইবন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক*, খ. ৩, পৃ. ২৫২; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ১, পৃ. ২০৫; ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৭, পৃ. ২৯৬।

১৬০. আশ-শারবীনী, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৪, পৃ. ২৫৫; আল-বুজাইরমি, সুলাইমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন উমর, *হাসিয়াতুল বুজাইরমি আ'লাল খাতিব* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৮৮।

১৬১. ইবন 'আরাফাহ, *আল-মুখতাসারুল ফিকহি*, খ. ৪, পৃ. ৮৬; আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জলিল ফি শরহি মুখতাসারি খলিল*, খ. ৪, পৃ. ১৮।

ইজমার মাধ্যমে প্রমাণ

ওলামায়ে কেরাম ইসলামী শরী'য়তে তালাকের বৈধতার দলিলসমূহের কার্যকারিতা ও প্রামাণিকতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।[১৬৯]

ইবন কুদামা বলেছেন, সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম তালাকের বৈধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। এই বিষয়টা তালাককে বৈধতা দানের জন্য যথেষ্ট।[১৭০]

শরী'য়তে তালাকের বৈধতার নিগূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

> 'নারীদের তেমনই ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের।'[১৭১]

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর আশ্রয়ে চমৎকার হৃদ্যতা ও আচরণকে ভিত্তি করে নারী-পুরুষের মাঝে ইসলাম এক দারুণ সম্পর্কের নির্দেশনা দিয়েছে। স্ত্রীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বভাবের সঙ্গে স্বামীদের নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তেমনই স্ত্রীদেরকে উৎসাহিত করেছে স্বামীদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি। বিবাহের মধ্যে এ চমৎকার দ্যোতনাই ইসলামের সৌন্দর্য। ইসলাম বিচ্ছেদকে উৎসাহিত করেনি। তবুও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিচ্ছেদ তথা তালাককে শেষ হাতিয়ার হিসেবে বৈধতা দিয়েছে। তালাক

আলবানী এ হাদিসটাকে দুর্বল বলেছেন। তবে শাইখ শুয়াইব আল-আরনাউত বলেছেন, হাদিসের রাবীগণ সিকাহ। তবে ওলামায়ে কেরামের নিকট সঠিক মত হলো যে, হাদিসটি মুরসাল। কোনো বিষয়ে মুরসাল হাদিস ছাড়া অন্য কোনো হাদিস না থাকলে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় বলে ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমাদ ইমামত্রয় মত প্রকাশ করেছেন। হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, খ. ২, পৃ. ১৪, হাদিস নং-২৭৯৪। হাকিম বলেছেন, এটার সনদ সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেনি। হাফেজ যাহাবী বলেছেন, হাকিম ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে এ হাদিসকে বিশ্লেষণ করেছেন।

১৬৯. ইবন হাযাম, *মারাতীবুল ইজমা ফিল ইবাদাতি ওয়াল মু'আমালাতি ওয়াল ইতেকাদাতি* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৭১।

১৭০. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৭, পৃ. ৭।

১৭১. আল-কুরআন, ২ (আল-বাকারাহ) : ২২৮।

আল্লাহ তা'আলার কাছে ঘৃণ্যতম হালাল বিষয় হিসেবে বিবেচিত যা একটু আগে আমরা হাদীসে দেখেছি। তবুও কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে এর বৈধতা দেওয়ার দরকার ছিল। যাতে দাম্পত্যজীবনে উদ্ভূত সংকটপূর্ণ অস্থির পরিবেশ থেকে দুজনেরই মুক্তির একটা উপায় থাকে। তালাক অবশ্যই পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টার পরেই সুনির্দিষ্ট বিধি মোতাবেক দিতে হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে ও এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের ন্যূনতম কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তখনই তালাকের মাধ্যমে এ অস্থির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো জায়গায় তাদের উভয়ের জন্যই কল্যাণ রেখেছেন। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই তালাকের বৈধতা দিয়েছে ইসলাম।

প্রণিধানযোগ্য যে, তালাকের বৈধতা ইসলাম দিয়েছে তবে তালাকের জন্য কিছু শর্তাবলিও বেঁধে দিয়েছে। যাতে বিষয়টির প্রতি চিরকালই ইসলামের নিরুৎসাহের বিষয়টি বোঝা যায়। ইসলাম বলেছে, স্ত্রীকে হায়েজ তথা মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না এবং যে তুহুর বা পবিত্র অবস্থায় সংগম করেছে সে তুহুরেও তালাক দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি তালাক কার্যকরের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে কয়েকটি স্তর। ফলে পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদের জন্য স্তরগুলোর জটিল প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়।[১৭২]

ইন্টারনেটে তালাকের ধরন ও কার্যকরের বিধান

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক দু'ভাবে হতে পারে, যথা—

১. লিখিত মাধ্যমে পত্রাকারে

২. মৌখিকভাবে অডিও/ভিডিওর মাধ্যমে

---

১৭২. ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, *আত ত্বলাক ফিল কুরআনি : দিরাসাতুন মওদূয়িয়্যাহ*, দি কুরআনিক স্টাডিজ, আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া : ডিসেম্বর ২০১৫, সংখ্যা-৪, খ. ৫) পৃ. ৮৪।

১. লিখিত আকারে পত্রের মাধ্যমে

ইন্টারনেটের বিভিন্ন লিখন-মাধ্যম ব্যবহার করে পত্রাবলির সাহায্যে তালাক কার্যকরের বিধান জানতে প্রথমেই আমাদের প্রাচীন ফুকাহায়ে কেরামগণ পত্রের মাধ্যমে তালাক কার্যকরের বিধানে যে মতামত দিয়েছেন সেগুলো জানতে হবে। এতে আমাদের উত্থাপিত বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফিকহের মৌলিক গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত

বিভিন্ন শর্তাবলির আলোকে জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম তথা হানাফী[১৭৩], মালিকী [১৭৪], শাফি'য়ী[১৭৫], হাম্বলী[১৭৬] উমামগণ উক্ত পদ্ধতিতে তালাক বৈধভাবে কার্যকর হওয়ার কথা বলেছেন।

হানাফী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি

হানাফী ইমামগণ এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তালাকের পত্রাবলি হয়তো স্পষ্ট অর্থ প্রকাশক কিংবা কিছুটা অস্পষ্ট হবে। স্পষ্ট হলে সেটা আবার দু'প্রকারের হতে পারে।

১৭৩. আল-কাছানি, *বাদায়িউস সানায়ে*, খ. ৩, পৃ. ১০০; ইবন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক*, খ. ৩, পৃ. ২৬৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৪, পৃ. ৬৮; ইবন আবেদিন, *রাদ্দুল মুখতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ২, পৃ. ২৪৬।

১৭৪. আল-লাখমি, আলী ইবন মুহাম্মাদ আর রাবেয়ী, *আত-তাবসিরাহ* (কাতার : ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াস শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩২ হিজরি-২০১১ খ্রি.) খ. ৬, পৃ. ২৬৬২; ইবন বুযায়যা, আব্দুল আজিজ ইবন ইব্রাহীম ইবন আহমাদ আত-তাহনিসি আল-মালিকী, *রওদাতুল মুসতাবীন ফি সরহি কিতাবিত তালকিন* (বৈরূত : দারু ইবন হাজম, প্রথম মুদ্রণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৮২৮।

১৭৫. আল-মাওয়ারদি, *আল-হাভি আল-কাবীর*, খ. ১০, পৃ. ১৭১; আস সিরাজী, *আল-মুহাজ্জাব ফি ফিকহিল ইমাম আশ-শাফি'য়ী*, খ. ৩, পৃ. ১৩; আর রুয়ানী, আবুল মুহসিন আব্দুল ওয়াহেদ ইবন ইসমাইল, *বাহরুল মুহাজ্জাব* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৯ খ্রি.) খ. ১০, পৃ. ৬৫।

১৭৬. আল-বুহুতি, *শরহু মুনতাহাল ইরাদত*, খ. ৩, পৃ. ৮৬; ইবন লাহাম, আলাউদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস আল-হাম্বলী, *আল-কাওয়ায়িদ ওয়াল ফাওয়ায়িদ আল-উসুলিয়্যাহ ওমা ইয়াতবায়ুহা মিনাল আহকাম আল-ফারইয়্যাহ্* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ ৪২০ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২২৪।

প্রথম প্রকার

ঠিকানা ও সীল প্রযুক্ত : যেমন– কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর নামে এবং ঠিকানায় এই বলে চিঠি লিখল যে, ওহে অমুক, তুমি তালাক। তাহলে নিয়ত করুক বা না করুক তালাক হয়ে যাবে। অবশ্য লেখার ধরন অনুযায়ী তালাক কার্যকরের সময়টা বিভিন্নরকম হয়। যেমন : কেউ যদি তার স্ত্রীকে লেখে, পর সমাচার এই যে, তুমি তালাক। তাহলে শুধু পত্রের কারণেই তালাক হয়ে যাবে। নিয়ত করুক বা না করুক। কেননা পত্রটাই উচ্চারণের স্থলাভিষিক্ত হবে তখন। ফলে সেটা স্পষ্ট হলে নিয়তের প্রতি লক্ষ করাটা বাহুল্য হবে তখন। তবে যদি চিঠির আকারে লেখে এবং তা এভাবে যে, যদি তোমার কাছে আমার এই পত্র পৌছায় তাহলে তুমি তালাক। তবে চিঠি পৌছানোর সাথে সাথেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রীর কাছে ঠিকানা উল্লেখপূর্বক চিঠি লেখে এবং বলে তুমি তালাক, পরে সে দাবি করে এটা হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য লিখেছে সে, তালাকের নিয়তে লেখেনি। বিচারব্যবস্থায় তার কথাকে সত্যায়ন করা হবে না। তবে ধর্মের দিক বিবেচনায় তার কথা সত্যায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে যদি এ জাতীয় চিঠি স্ত্রীর পিতার কাছে এসে পৌছায় এবং সে চিঠি স্ত্রীর কাছে এসে না পৌছায়, এ ক্ষেত্রে বিধানাবলি নিম্নের বিশ্লেষণে উল্লেখ করছি—

ক. যদি প্রথমোক্ত নিয়মে চিঠি পৌছায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। চিঠি আসুক বা না আসুক।

খ. যদি দ্বিতীয় পদ্ধতির মতো চিঠি লিখে থাকে তাহলে স্ত্রীর কাছে চিঠি না পৌছালে তালাক হবে না।

গ. যদি পিতা চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং এ অবস্থায় তার কন্যার কাছে দেয়, চিঠি পড়ে তালাকের কথা বুঝতে পারলে তালাক হবে, অন্যথায় না।[১৭৭]

১৭৭. ইবন আবেদিন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৩ পৃ. ২৪৬; কামাল ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৪ পৃ. ৬৮।

দ্বিতীয় প্রকার

স্পষ্ট তবে ঠিকানাযুক্ত না : এমন চিঠি যেটা স্ত্রীর নির্দিষ্ট ঠিকানায় লেখা হয়নি। এ জাতীয় চিঠি কিনায়াহ বা অস্পষ্ট পত্রের অন্তর্ভুক্ত। ফলে নিয়ত ব্যতীত তালাক হবে না। এখানে শব্দ স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট বিবেচ্য বিষয় নয়। স্বামী যদি দাবি করে যে, তালাকের নিয়ত করেনি। তার দাবি বিশ্বাসযোগ্য হবে।

ইবন আবেদিন বলেছেন, যদি চিঠিটা স্পষ্ট হয়, কিন্তু ঠিকানাবিহীন এ ক্ষেত্রে নিয়ত করলে তালাক হবে নতুবা নয়। যদি ঠিকানাযুক্ত হয় তাহলে নিয়ত করুক বা না করুক তালাক হয়ে যাবে।[১৭৮]

উপরিউক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় যে, কোনো স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যদি তালাকের কথা লিখে পাঠায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। মাধ্যম সেটা যাইহোক। হাতের লেখা কিংবা ই-মেইল অথবা আধুনিক অন্য যেকোনো মাধ্যম। হানাফী মাযহাবের মূল বিষয় হচ্ছে লিখিত বক্তব্যটুকু স্পষ্ট এবং ঠিকানাযুক্ত হওয়া। তাদের মতে পাঠানোর মাধ্যমের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব তালাক কার্যকর হওয়ার মধ্যে নেই।

অন্যকে লেখার জন্য আদেশ

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে বলে যে, আমার বউয়ের তালাকের কথা তুমি লিখে ওর কাছে পাঠিয়ে দাও। এটা একপ্রকার তালাক প্রদানের স্বীকারোক্তি। অন্য ব্যক্তি সেটা লিখুক আর নাই লিখুক।

তেমনইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি তালাকের কথা লিখে অন্যকে শোনায় এবং ওই ব্যক্তি সেই চিঠিটি নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করে তার স্ত্রীর কাছে তার ঠিকানাসহ পাঠায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। যদি সে লেখার কথা অস্বীকার না করে। যদি অস্বীকার করে এবং কোনো প্রমাণ না থাকে তাহলে ইসলামী

১৭৮. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুখতার*, খ. ৩, পৃ. ২৪৬।

বিচারব্যবস্থায় বা 'কাযাআন' এবং 'দিয়ানাতান'[১৭৯] বা ধর্মীয় দৃষ্টিতে তার এ কথা গৃহীত হবে।[১৮০]

হানাফী মাযহাবের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি কম্পিউটারে তালাকের কথা লিখে অন্য কাউকে শোনায়। এবং ওই ব্যক্তি চিঠির নিচে তার স্ত্রীর ঠিকানা লিখে স্বাক্ষর করে যেকোনো মাধ্যমে তার স্ত্রীর কাছে ওই পত্র পাঠায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ তার এ কর্মটাই তালাক প্রদানে তার স্বীকৃতি এবং তার সম্মতি বহন করে এবং তখন চিঠি মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। মূল বিষয় হচ্ছে পত্রের স্পষ্টতা এবং ঠিকানা যুক্তকরণ। চিঠি প্রেরণের মাধ্যম স্বাভাবিক কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যম অথবা আধুনিক অন্য যেকোনো মাধ্যম হতে পারে।

মালিকীদের মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি

মালিকী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহে এই বিষয়ে তাদের মতামত হচ্ছে, পত্রযোগে তালাক প্রদানের তিনটি অবস্থা হতে পারে—

ক. হয়তো চিঠিটার ভাষ্যের সঙ্গে লেখক একমত হয়ে এবং তালাকের নিয়তেই স্ত্রীকে লিখেছেন

খ. তালাকের কথা লিখেছেন, তবে তার তালাকের নিয়ত ছিল না

গ. তালাকের কথা চিঠিতে লিখেছেন পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, বিষয়টি তার খেয়ার বা ঐচ্ছিক থাকবে।

১৭৯. ইসলামী আইনে 'কাযাআন' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহীত হওয়া এবং মানুষের সামনে কার্যকর করার বিধান, অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে ইবাদতের যে সম্পর্ক সেখানে তা গৃহীত হওয়াকে বলে 'দিয়ানাতান'। কোনো কিছু 'কাযাআন' প্রমাণিত না হয়েও 'দিয়ানাতান' গৃহীত হতে পারে। বিস্তারিত দেখুন : ড. ওয়াহাবাহ আযযোহাইলি, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিললাতুহু*, খ. ১, পৃ. ৩৬।

১৮০. আল-জাযিরী, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইওয়ায, *আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'য়া* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯০।

'ক' এবং 'খ' অবস্থায় শুধু লেখার দ্বারাই তালাক হয়ে যাবে। 'গ' অবস্থায় চিঠি যতক্ষণ পর্যন্ত লেখকের হাতে থাকবে তালাক দেওয়া না-দেওয়ার অধিকার তার থাকবে। যদি যেকোনো মাধ্যমে (প্রচলিত অথবা ইলেকট্রনিক) চিঠি পাঠিয়ে দেয় এবং পাঠানোর সময় নিয়ত করে, পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে তালাক হয়ে যাবে, চিঠি স্ত্রীর কাছে পৌছাক বা না পৌছাক।[১৮১]

শাফি'য়ী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি

শাফি'য়ী মাযহাবে চিঠির মাধ্যমে তালাক প্রদান করা তালাক উচ্চারণের মতোই। তবে শাফি'য়ীদের নিকট এ প্রকারের তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে—

১. তালাকের নিয়ত করা, কেননা তাদের নিকট পত্রযোগে তালাক প্রদান কেনায়াহ তালাকের অন্তর্ভুক্ত। কেনায়াহ তালাকে নিয়ত মূল বিবেচ্য বিষয়। নিয়ত করলে তালাক হবে, না করলে হবে না। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে লিখল, 'তুমি তালাক', কিন্তু তালাকের নিয়ত করল না। তালাক হবে না।[১৮২]

ইমাম নববী আশ-শাফি'য়ী (রহ.) বলেছেন, আমাদের ইমামগণ বলেন, তালাক, গোলাম আজাদকরণ ও ইব্রা এ জাতীয় কর্মকাণ্ড নিয়তের মাধ্যমেই কার্যকর হয়, যেমনইভাবে স্পষ্ট 'সরিহ'র মধ্যে কার্যকর হয়। এতে কোনো দ্বিমত নেই।[১৮৩]

২. স্বামী নিজেই তালাকের কথা লিখবে। যদি অন্যকে তালাকের কথা লিখতে আদেশ করে এবং তালাকের নিয়ত করে তবুও তালাক হবে না।

---

১৮১. আশ-শারইবনী, ***হাশিয়াতুদ দুসুকী***, খ. ২, পৃ. ৩৮৪; আস-সাভী, ***হাশিয়াতুস সাভী আলাশ শারহিস সগীর***, খ. ২, পৃ. ৫৬৯; আয-যুরকানী, আব্দুল বাকী ইবন ইউসুফ ইবন আহমাদ, ***শরহুয যুরকানী আলা-মুখতাসারি খলীল*** (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৮৩।

১৮২. আল-মুযানী, ইসমাইল ইবন ইয়াহইয়া ইবন ইসমাইল, ***মুখতাসারুল মুযানী*** (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি., উম্মের ৮ম খণ্ডের সাথে প্রকাশিত), খ. ৮, পৃ. ২৯৬; আল-মাওয়ারদি, ***আল-হাভি আল-কাবির***, খ. ১০, পৃ. ১৬৭।

১৮৩. আন-নাবাবী, ***আল-মাজমু'***, খ. ৯, পৃ. ১৫৭।

কেননা শাফি'য়ীদের নিকট তালাক প্রদানের লেখাটা এবং নিয়ত একই ব্যক্তি কর্তৃক হওয়া শর্ত। সুতরাং একজন লিখল আর অন্যজন নিয়ত করলে এ প্রকারের তালাক বিশুদ্ধ নয়। আর যদি পত্রের মধ্যে এটা লেখে যে, যখন তুমি আমার পত্র পড়বে তখন তুমি তালাক। তাহলে শুধু চিঠি পৌছানো নয়, চিঠি পড়ার সময় তালাক হবে। ইমাম বলেন, মূল বিষয় হচ্ছে চিঠির বিষয়বস্তু স্ত্রীর জানা। এ বিষয়ে শাফি'য়ীগণ একমত হয়েছেন যে স্ত্রী যখনই চিঠির বিষয়বস্তু জানবেন এবং বুঝবেন তখন চিঠি উচ্চারণ করে না পড়লেও তালাক কার্যকার হয়ে যাবে।[১৮৪]

হাম্বলী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি

হাম্বলী মাযহাবে নিয়ত করে পত্রযোগে তালাক দিলে তালাক হয়। কারণ লিখিত অক্ষরগুলো থেকে তালাকই বোঝা যায়। যখন তালাক লিখা হবে, বোঝা যাবে এবং নিয়ত করবে তখন সেটা তালাক উচ্চারণের মতোই হবে। কারণ লেখকের লেখাটা তার উক্তির মতোই হয়।[১৮৫]

অবশ্য ইমাম বুহুতি আল-হাম্বলী[১৮৬] মত প্রকাশ করেছেন যে, নিয়ত ব্যতীতই তালাক হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যদি কেউ পত্রযোগে তার স্ত্রীকে স্পষ্ট তালাক দেয় তাহলে নিয়ত না করলেও তালাক হয়ে যাবে। কেননা লেখাটা উচ্চারণের আবেদন প্রকাশ করে।[১৮৭] তবে যদি লেখার মাধ্যমে তালাক ব্যতীত ভিন্ন কিছু নিয়ত করে, যেমন হাতের লেখা সুন্দর করা, বা

---

১৮৪. আল-বুজাইরমী, ***হাশিয়াতুল বুজাইরমী*** (কায়রো : মাতবা'য়াতুল হালাবী, তা. বি.) খ. ৪, পৃ. ৯; আন-নাবাবী, ***রওদাতুত তালেবীন*** (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রি.) খ. ৮, পৃ. ৪২; আল-বাগাভী, আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবন মাসউদ, ***আত-তাহযীব ফিল ফিকহিল ইমাম আশ-শাফি'য়ী*** (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৯।

১৮৫. ইবন কুদামা, ***আশ-শারহুল কাবির***, খ. ২২, পৃ. ২৩০-২৩১; ইবনুল মুফলিহ, ***আল-মুবদা ফি শারহিল মুকনা'***, খ. ৬, পৃ. ৩১৩।

১৮৬. তিনি মনসুর ইবন ইউনুস ইবন সালাহুদ্দীন ইবন হাসান ইবন ইদ্রিস আল-বাহুতি, আল-হাম্বলী, জন্ম : ১০০০ হি., মৃত্যু : ১০৫১ হি.। তাঁর সময়কার মিশরে হাম্বলী মাযহাবের ইমাম। তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে : *কাশশাফুল কান্না' আন মাতানিল ইকনা'*, *আর-রৌদুল মুরবি'* উল্লেখযোগ্য। (দ্র. আয-যিরিকলি, ***আল-আ'লাম***, খ. ৭, পৃ. ৩০৭)।

১৮৭. ***কাশশাফুল কান্না' আন মাতানিল ইকানা'***, খ. ৫, পৃ. ২৪৮।

পারিবারিক অস্থিরতা দমনে স্ত্রীকে ভয় দেখানো ইত্যাদি। তবে তার নিয়ত অনুসারেই বক্তব্য গৃহীত হবে। ইবন কুদামা বলেন, যদি তালাকের নিয়ত করে স্ত্রীকে চিঠি পাঠায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি হাতের লেখা সুন্দর কিংবা পারিবারিক অস্থিরতার কারণে হয় তাহলে তালাক হবে না।[১৮৮]

দ্বিতীয় মত

কিছু কিছু ফুকাহায়ে কেরাম পত্রযোগে তালাক না হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। ইবন হাযাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পত্রযোগে স্ত্রীকে তালাক দিলো ওর দ্বারা কিছুই হয় না।[১৮৯] তারা প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন—

১. তালাক শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে উচ্চারণে গুরুত্ব দিয়ে। লেখার বিষয়ে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

'তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমতো রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।'[১৯০]

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾

'হে নবী তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা করো, তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে। এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রেখো। আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করবে।'[১৯১]

সুতরাং আল-কুরআন এবং হাদিসে ব্যবহৃত তালাক শব্দটি উচ্চারণকেই ধারণ করে, লেখা কিংবা পত্রযোগে প্রদত্ত তালাককে নয়। সুতরাং লিখিত

১৮৮.ইবন কুদামা, *আল-মুকনা ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ* (জিদ্দা : মাকতাবুস সাওয়াদি লিততাওযি, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.) পৃ. ৩৩৬।

১৮৯. ইবন হাজাম, *আল-মুহাল্লা বিল আসার*, খ. ৯, পৃ. ৪৫৪।

১৯০. সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ২২৯।

১৯১. সূরা আত-ত্বালাক আয়াত নং ১।

তালাক তালাক হিসেবে পরিগণিত হবে না এবং এটা কুরআন-সুন্নাহর আবেদনও নয়।[১৯২]

দ্বিতীয় মতের দলিল পর্যালোচনা

মূল কথা হলো লিখিত তালাকে তালাক পতিত হবে না; কারণ কুরআনে লিখিত তালাকের কথা আলোচিত হয়নি, মৌখিক উচ্চারণের যে তালাক সেটিই আলোচিত হয়েছে। তাই লিখিত তালাক কার্যকর করা যাবে না। এটা একটা উদ্ভট ও অযৌক্তিক দাবি। কারণ তালাক উচ্চারণের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করা। এ প্রকাশ করাটা কখনো লেখার মাধ্যমে আবার কখনো বলার মাধ্যমে হয়। বিশেষ করে স্বামী যদি অনুপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে সরাসরি উচ্চারণের মাধ্যমে তালাক প্রদানের সুযোগ থাকে না।[১৯৩]

অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতামত

জমহুরের মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ তাদের উল্লেখিত শর্তাবলির আলোকে পত্রযোগে তালাক প্রদানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। প্রেরণের মাধ্যম যা-ই হোক না কেন। চিঠি যদি স্পষ্টভাষায় ও স্পষ্ট ঠিকানাযোগে হয় এবং তালাকদাতার লেখনীর সন্দেহের অবকাশ না হয় তাহলে তালাক হবে।

পাশাপাশি এ কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইন্টারনেট এবং আধুনিক মাধ্যমগুলো, যেমন ফ্যাক্স, অ্যানড্রয়েড ফোন ইত্যাদি, এগুলোও উপরিউক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো কিছু প্রেরণ করলে প্রেরক এবং গ্রহীতার কথা উল্লেখ থাকে। এতেই বিষয়টা সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৯২. ইবন হাজাম, *আল-মুহাল্লা বিল আসার*, খ. ৯, পৃ. ৪৫৪।

১৯৩.আন-নুজাইমী, *হুকমু ইবরামি উকূদিল আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ ওয়া ওকূদ আততিজারিয়্যাহ আবরাল ওসায়িলিল ইলেকট্রনিয়্যাহ*, পৃ. ২১।

২. মৌখিকভাবে অডিও/ভিডিও ডিভাইসের মাধ্যমে তালাক প্রদানের বিধান

আধুনিক ফকিহগণ ইন্টারনেটে অডিও/ভিডিও ডিভাইসে তালাক হওয়া না-হওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন।

২০০৮ সালের মিশরের সংবাদমাধ্যমের একটি ঘটনা। এক মিশরী যুবতীর পরিচয় হয় এক যুবকের সঙ্গে। একসময় পরিচয় গভীর হয় এবং তা সামাজিকভাবে রেজিস্ট্রি ছাড়া পরিণয়ে গড়ায়। অবশ্য উভয়ের পরিবারের অজ্ঞাতেই দুজন একসাথে বসবাস করতে থাকেন। হঠাৎ করে একদিন ছেলেটা সিদ্ধান্ত নিল সে পড়াশোনা শেষ করতে আমেরিকা যাবে। একদিন ওই যুবতীকে রেখেই সে পড়াশোনা করতে আমেরিকা চলে গেল। এর কিছুদিন পর মেয়েটি বুঝতে পারল সে অন্তঃসত্ত্বা। এ সংবাদ সে তার প্রবাসী স্বামীকে জানালো। পাশাপাশি এও জানালো যে, ঘটনাটি ফাঁস হওয়ার পূর্বেই সে তার স্বামীর নিকট চলে যেতে চায়। অন্যদিকে ছেলেটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি অডিও বার্তায় তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে জানায় যে, সে এ বিবাহবন্ধন আর রাখতে চায় না। এবং এটাও জানিয়ে দিলো, আজ থেকে সে স্বাধীন, ইচ্ছা করলে অন্য যে-কাউকে সে বিবাহ করতে পারে। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বার খবরটি ফাঁস হলে সম্মানের ভয়ে গর্ভপাত করায়। তার পিতামাতা এ সংবাদ জানার পর পুনরায় তাকে নতুন জীবন শুরু করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। কিছুদিন পর তার অন্য একজনের সাথে বিয়ে হয়। যথাসময়ে একটি শিশু তাদের দাম্পত্যজীবনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। বিবাহের প্রায় তিন বছর পর সে পুরাতন স্বামীর কাছ থেকে একটি চিঠি পায়। যাতে সে প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযোগ করে যে, এ মহিলার দুটি স্বামী। পুরাতন স্বামী মনে করত এখনো পর্যন্ত সে তার স্ত্রী আছে এবং বিবাহবন্ধনও টিকে আছে। মহিলাটি কোনো উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে আদালতের আশ্রয় নিল এবং পুরাতন স্বামীর অডিও বার্তাকে কেন্দ্র করে তালাক চাইল। কিন্তু কোর্ট তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করল। কোর্টে বাস্তব অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অডিও বার্তাটি পুরাতন স্বামীর নয় এবং এর মাধ্যমে

তালাকের শব্দ উচ্চারিত হয়নি। এভাবে মহিলাটি দুটো স্বামীর স্ত্রী হওয়ার মতো জটিল পরিস্থিতিতে পড়ল।[১৯৪]

এ জাতীয় ঘটনাগুলো সমকালীন ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কেউ পক্ষে আবার কেউ বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

উপরিউক্ত মাধ্যমে তালাক কার্যকর হওয়ার পক্ষে মত পোষণকারীগণ

১. মিশরের আল-আযহারের ফতওয়া কমিটি

প্রসিদ্ধ আল-আযহারের ফতওয়া কমিটি মত দিয়েছে যে, ইন্টারনেটের আধুনিক এ সিস্টেমগুলোর মাধ্যমে তালাক দেওয়া যায়। কারণ তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি তালাক দেওয়ার মালিক। যেকোনো পদ্ধতি গ্রহণ করে তালাক দেওয়ার অধিকার তার আছে। এখানে সাক্ষী রাখাও শর্ত নয়। তবে স্বামীর স্বীকৃতি আবশ্যক এবং অপরিহার্য শর্ত। তার বক্তব্যটাই এখানে মূল বিষয়।[১৯৫]

২. কতক আযহারী স্কলার

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'য়াহ ও আইন অনুষদের তুলনামূলক ফিকহ বিভাগের অধ্যাপক ড. 'আলাভি আমীন খলীল মনে করেন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি শতভাগ নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্বামীর তালাকের বিষয়টা নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে তালাক হবে। পাশাপাশি মহিলার জন্য উচিত হলো সে তার স্বামীর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নেওয়া। স্বামী স্বীকার করলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ হাদিস শরীফে এসেছে, "তিনটি বিষয় এমন যেগুলো একাগ্রতার সাথে কিংবা রসিকতার সাথে বললেও এর কার্যকারিতা চলে আসে। বিষয় তিনটি হলো : বিবাহ, তালাক, রাজআত।"[১৯৬]

---

১৯৪. সাপ্তাহিক আক্বীদাতী (কায়রো : সংখ্যা-৪৫৭, ২৮ আগস্ট ২০০৮) *তুলাকুল মাহমূল ওয়াল ইন্টারনেট* প্রবন্ধ, পৃ. ১৬।

১৯৫. প্রাগুক্ত।

১৯৬. আবূ দাউদ, *সুনানু আবূ দাউদ*, হাদিস নং-২১৯৪। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্ত জুড়ে দেওয়াকে ড. 'আলাভী তালাক কার্যকরের জন্য জরুরী শর্ত মনে করেন না; কেননা কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম তালাকের ক্ষেত্রে সতর্কতাস্বরূপ সাক্ষীর কথা বললেও জমহুর তথা অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম শর্তের কথা বলেননি। তালাক প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হলে কার্যকর হয়ে যায়। সেটা লিখিত কিংবা মৌখিক যেভাবেই হোক না কেন। তালাক প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হয় এই কারণে যে, তালাক প্রদানকারী স্বামী সংসারের বড় খুঁটি। আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বামী এবং স্ত্রী দুজনকেই আল্লাহর দরবারে কিছু দায়িত্ব পালনের জন্য সতর্ক থাকতে হয়। উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত মাধ্যমে তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে—

ক. স্বামী নিজেই পত্রাবলির প্রেরক হবেন;

খ. তার দৃঢ় ইচ্ছা থাকবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার;

গ. চিঠির মধ্যে তালাকের ভিন্ন কোনো অর্থের সম্ভাবনা না থাকতে হবে;

ঘ. স্ত্রীর এই চিঠি গ্রহণ করা নিশ্চিত হতে হবে।[১৯৭]

ড. আ'লাভীর উপরিউক্ত মতের সাথে আল-আযহারের প্রসিদ্ধ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র 'মাজমাউল বুহূস আল-ইসলামিয়্যাহ'-এর সদস্য ড. ত্বহা আবু কিরীসা এক মত পোষণ করে বলেন, তালাক আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম-টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইলে-এর মাধ্যমে দেওয়া যায়। যদি স্বামী দিয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। আর এটা এই কারণে যে, তালাকটা বিবাহ চুক্তি থেকে ভিন্ন হয়। কারণ তালাক কার্যকর হয় একক ব্যক্তির মাধ্যমে। সুতরাং তালাকটা ইন্টারনেট কিংবা মোবাইল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে দেওয়া যায়। তবে সেখানেও দলিল-প্রমাণ রাখতে হয়। যাতে স্ত্রী তালাকের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন। ফলে স্ত্রী যদি পুনরায় কোথাও বিয়ে করতে চান তিনি তালাক সার্টিফিকেট নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন। যাতে পুরাতন স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করলে তিনি

১৯৭. সাপ্তাহিক আক্বীদাতী, *ত্বলাকুল মাহমূল ওয়াল ইন্টারনেট*, পৃ. ১৬।

সেটাকে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। স্পষ্ট করে বললে, তালাকটা বক্তব্য, শব্দ ও উচ্চারণের মাধ্যমে দেওয়া যায়। যদি স্ত্রী নিশ্চিত হতে পারেন যে এটা তার স্বামীর পক্ষ থেকে হচ্ছে। তার এ বক্তব্য এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করাটা এটা শুধু আধুনিক মাধ্যম। ফলে তালাক সংবলিত বার্তা কিংবা চিঠি পাঠানোর ক্ষেত্রে স্বামীর স্বীকারোক্তি এবং স্ত্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই তালাক হয়ে যাবে।[১৯৮]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, স্ত্রী যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে শোনা বক্তব্য তার স্বামীর বক্তব্য বলে নিশ্চিত করতে পারেন এবং এটাও নিশ্চিত করতে পারেন যে, স্বামী তাকে তালাক দিতে চাচ্ছে অথবা স্পষ্ট শব্দে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে শরী'য়তের নির্দেশনামতে স্ত্রী এক তালাকপ্রাপ্তা হবেন, অথবা দুই। অবশ্য এই দুই ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায়। অথবা তিন তালাক হবে যেখানে স্ত্রীকে অন্যত্রে বিবাহ দেওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা না হলে তাকে ফিরে আনা অসম্ভব। যদি এ সমস্ত আধুনিক মাধ্যমে তালাক প্রদানের বিষয়টি নির্ধারণ করা কঠিন হয় তাহলে তালাক হবে না।[১৯৯]

৩. মালয়েশিয়ার দারুল ইফ্তা

মালয়েশিয়ার মুফতিগণ এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আধুনিক এ সমস্ত উপকরণের মাধ্যমে তালাক দেওয়া যায়। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে তার স্ত্রীকে নিশ্চিত জানানো যে, তাদের দাম্পত্যজীবন টিকিয়ে রাখা জটিল হয়ে পড়েছে এবং স্ত্রী সেটা জেনেছে।[২০০]

১৯৮. দৈনিক আল-আহরাম (কায়রো : সংখ্যা : ৪৬৪১১, বর্ষ : ১৩৮, মঙ্গলবার, ২৮ সফর ১৪৩৫ হি./৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি.) নুরা আব্দুল হালিম রচিত *আত-ত্বলাক আবরাল ইন্টারনেট হাল ইয়াজুযু* শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৯৯. সাপ্তাহিক আক্বীদাতী, *ত্বলাকুল মাহমূল ওয়াল ইন্টারনেট*, পৃ. ১৬।

২০০. শাইখ হাশিম ইয়াহয়া, মালয়েশিয়ার মুফতি, সাপ্তাহিক আক্বীদাতী, *তলাকুল মাহমূল ওয়াল ইন্টারনেট*, পৃ. ১৬।

৪. ইসলামিক সেন্টার লন্ডন

অনুরূপ সিদ্ধান্ত লন্ডনের ইসলামিক সেন্টারের ইমামও প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, তালাক উচ্চারণ কিংবা শব্দে মুখোমুখি বা ফোনে, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ইন্টারনেট এ জাতীয় আধুনিক উপকরণগুলোর মাধ্যমে হতে পারে।[২০১]

উপরিউক্ত মাধ্যমে তালাক কার্যকর না হওয়ার পক্ষে মত পোষণকারীগণ

সমকালীন কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম মনে করেন ইন্টারনেট কিংবা আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে তালাক কার্যকরের বিষয়টি তালাক বৈধ হওয়ার হিকমত ও শরীয়ত ব্যবস্থাপনার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞার প্রকাশ বই কিছুই নয়। ইসলাম তালাক কার্যকরের জন্য কিছু নিয়মকানুনের নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অবাধ্য হতে দেখে তাহলে তার স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের শরণাপন্ন হবেন। অনুরূপ স্ত্রীও এই কাজটি করবেন। যাকে 'তাহকিম' বলা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে বিচারক নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ই নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ সবিশেষ অবহিত।'[২০২]

তাছাড়া তালাকের পূর্বেই পুরুষের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে স্ত্রীকে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হবে। এবং তাদের দাম্পত্যজীবন টিকে যাবে। কিন্তু আমরা এ সমস্ত আধুনিক উপকরণের মধ্যে দেখি তালাকের

২০১. শাইখ আতিয়্যাহ আল-জিনাইয়ানী, ইমাম ইসলামিক সেন্টার, লন্ডন, সাপ্তাহিক আক্বীদাতী পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত।
২০২. সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৫।

সমস্ত প্রাক্পদক্ষেপকে এক পদক্ষেপেই সমাপ্ত করে দিচ্ছে। ফলে সামাজিক এবং নৈতিক দিক বিবেচনায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক দেওয়ার বিষয়টি বৈধ বলা যায় না। এ বন্ধনের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং পারিবারিক সংস্কৃতির সম্মানে বিচারব্যবস্থার উচিত এমন কিছু নিয়মকানুন প্রণয়ন করা যা তালাকের প্রসারকে রোধ করে। অধিকন্তু এ জাতীয় উপকরণের মাধ্যমে তালাক প্রদান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এবং পরিবারকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে।[২০৩]

উপরিউক্ত অভিযোগের জবাবে বলা যায়, এ সমস্ত আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে তালাক প্রদানের মধ্যেও তালাকের যাবতীয় সতর্কতামূলক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভব এবং জালিয়াতি রোধকল্পে দুজন যোগ্য সাক্ষী রাখতেও কোনো সমস্যা নেই। কিংবা স্বামী তালাক প্রদানের কোনো প্রমাণ প্রস্তুত করবেন এবং সেটা স্ত্রীর কাছে পাঠাবেন এবং তিনি সেটাকে সংরক্ষণ করবেন।[২০৪]

গ্রহণযোগ্য মত

উপর্যুক্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনার পর আমার কাছে যেটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটা হলো, স্বামী ইন্টারনেটের এ জাতীয় মাধ্যমে মুখে কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা ইসলামী শরী'য়তে পুরুষের তালাক বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য স্ত্রীর উপস্থিতি কিংবা তার সন্তুষ্টি আবশ্যক নয়। সুতরাং স্বামীর উচ্চারণের কারণেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পাওয়া গেলে—

১. স্ত্রী নিশ্চিত হবেন যে, তার সাথে যিনি যোগাযোগ করেছিলেন তিনি তার স্বামীই ছিলেন। এখানে জালিয়াত কিংবা জালিয়াতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কথাটা তালাক প্রদানের অধিকারপ্রাপ্তা নারীর

২০৩. সাপ্তাহিক আক্বীদাতী, পৃ. ১৬।
২০৪. মুহাম্মাদ সাঈদ, আর-রামলাভী, *আত-তা'য়াকুদ বিল ওসায়িলিল মুসতাহদাসাহ*, পৃ. ৩৩৬।

ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা সেও আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে নিজেকে তালাক দিতে পারে।

২. স্বামীর স্বীকারোক্তি, যে সে-ই তালাক দিয়েছে। অথবা ইন্টারনেটে তালাক প্রদানের সময় সাক্ষী রাখা। যাতে কোনো সময় কোনো পক্ষ তালাককে অস্বীকার করলে এ সবকিছু প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তাছাড়া তালাকে সাক্ষী রাখার বিষয়টি ফুকাহায়ে কেরামের নিকট একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। অধিকন্তু, প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ইমামদের নিকট সাক্ষীবিহীন তালাকও বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হয়। তবে তাদের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে বোঝা যায় তালাকের মধ্যে সাক্ষী রাখাটাই প্রকৃত নিয়ম। আমরা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত ভাষ্যসমূহ থেকে কিছু উল্লেখ করব। কেননা এখন অস্বীকার করার প্রবণতা মানুষের মাঝে দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাক্ষী রাখাটার প্রকৃত সুন্নাহটি যাতে বাস্তবায়ন করা যায়।

হানাফী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম সারাখসি (রহ.) উল্লেখ করেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এমন পুরুষ সম্পর্কে যে তার স্ত্রীকে তালাক দিলো কিন্তু তার স্ত্রীকে জানাল না এবং সে স্ত্রীর সাথে সংসার করতে লাগল। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন যে, "ওই পুরুষ তার স্ত্রীকে সুন্নাহবিহীন তালাক দিলো এবং সুন্নাহবিহীন ফিরিয়ে নিল বা রাজআত করল। এমন পুরুষ যেন অবশ্যই দুজন সাক্ষী রাখে।"[২০৫]

মালিকী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা'-তে এসেছে, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সাফিয়্যাহ বিনতে আবি উবাইদকে

২০৫. আস-সারাখছি, ***আল-মাবসুত***, খ. ৬, পৃ. ২১।

তালাক দিয়েছেন, দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তালাক দিয়েছেন। এবং দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতেই রাজ'আত করেছিলেন।[২০৬]

শাফি'য়ী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত

ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

'তাদের ইদ্দত পূরণকাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে। এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে।'[২০৭]

আল্লাহ তা'আলা তালাক এবং রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার আদেশ করেছেন। এবং সেখানে সাক্ষীর সংখ্যা দুজন বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এখানে সাক্ষী রাখা না-রাখার ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতাই বোঝা যায়।[২০৮]

হাম্বলী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুগনি'-তে এসেছে, সাক্ষী ব্যতীত পত্রযোগে তালাক হয় না। অর্থাৎ তার লেখনীর নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয়। ইমাম আহমাদ (রহ.) হারাবের বর্ণনাসূত্রে এক মহিলা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তার কাছে স্বামীর সীলযুক্ত স্বহস্তে লিখিত তালাক প্রদানের চিঠি এসেছে। তবুও সে দুজন সাক্ষীর সত্যায়ন ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহ করবে না।[২০৯]

ইবন কাসীর কুরআনের এই আয়াত "তোমরা তোমাদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রেখো"[২১০]-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ বিবাহ, তালাক ও

২০৬. ইমাম মালিক, ***আল-মুদাওয়্যানাতুল কুবরা*** (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৫হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ.২, পৃষ্ঠা-২৩৩।

২০৭. আল-কুরআন, ৬৫ (আত-তালাক) : ২।

২০৮. ইমাম শাফি'য়ী, ***আল-উম্ম***, খ. ৭, পৃ. ৮৮-৮৯।

২০৯. ইবন কুদামা, ***আল-মুগনী***, খ. ৭, পৃ. ৪৮৮।

২১০. সূরা তালাক, আয়াত নং-২।

রাজআ'ত এগুলো সাক্ষীবিহীন বিশুদ্ধ হয় না। তবে যদি কোনো ওজর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।[২১১]

বরং ফুকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন ইবন হায্‌ম আয-যাহিরী। অর্থাৎ তালাক এবং রাজ'আত সাক্ষীবিহীন হবেই না।[২১২]

অতএব, তালাকে সাক্ষী রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির এই যুগে দুপক্ষের কেউ যেন অস্বীকার করার সুযোগ না পায় এবং স্বামী কোনোভাবেই তার স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে দায়ী করার সুযোগ না পায়। কিংবা একজন মারা গেলে অন্যজন দাম্পত্যের অধিকারে উত্তরাধিকার দাবি করার সুযোগ না পায়।

উল্লেখ্য, সাক্ষী ছাড়াও যেকোনো মাধ্যমেই তালাক প্রদান বৈধ হয়। যদি এ আপত্তি তোলা হয় ইন্টারনেটে তালাক প্রদানে তা অস্বীকার করার সুযোগ থেকে যায়। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অস্বীকার করা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা ইন্টারনেট কিংবা এতদভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে তালাক প্রদান করলেও অস্বীকারের সুযোগ থেকে যায়। শুধু ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ নিতান্তই বাহুল্য। এবং যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে ইন্টারনেট কিংবা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তালাক প্রদান করে এবং তালাকের কথা সে স্বীকারও করে এতটুকুই তার তালাকের স্বীকারোক্তি হিসেবে যথেষ্ট নয়। তালাক না হওয়ার যে বক্তব্য, তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে এটা স্বামীর এক ধরনের নেতিবাচক অধিকার। যদিও বিভিন্ন শর্তের আলোকে, স্বামীর স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইন্টারনেটে তালাক হওয়ার বিষয়টাকে আমি বৈধ বলে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হিসেবে উল্লেখ করেছি। তবুও এসব আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে তালাক প্রদান না করাটাই উত্তম। কারণ মানবজীবনে বিবাহবন্ধন এবং তা ছিন্ন করা একটি

---

২১১. ইবন কাসির, আবুল ফিদা ঈসমাইল ইবন উমর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৯ হি.), খ. ৮, পৃ. ১৬৮।

২১২. ইবন হাজাম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ১০, পৃ. ২৫১।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া এ সমস্ত মাধ্যমে আকস্মিক তালাক প্রদানের সুযোগ অনেক ক্ষতিকর। এতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য এবং অস্থিরতা দূর করার কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। কিংবা তালাকের প্রাক্‌পদক্ষেপগুলো, যেমন তাহকিম, এগুলোর সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয় না। বিধায় এ জাতীয় উপকরণে তালাক দেওয়া বৈধ হলেও না দেওয়ার মাঝেই শরীয়তের মূল আবেদন ও উদ্দেশ্য বেশি ফুটে ওঠে।

****

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খোলা চুক্তি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর কার্যক্রম

খোলা-এর পরিচয়

খোলা তালাক হচ্ছে : বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সেই বিনিময়টি স্ত্রীকে প্রদত্ত দেনমোহর হোক কিংবা এর চেয়ে কম-বেশি সম্পদ হোক, সে বিনিময়টি স্বামী গ্রহণ করে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া। নিম্নে এর সংজ্ঞার্থ এবং শর'য়ী বৈধতা উল্লেখ করব।

খোলা-এর আভিধানিক সংজ্ঞার্থ

খোলা একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : খুলে ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা। বলা হয়ে থাকে (خلع الثوب) অর্থাৎ সে শরীর থেকে জামা খুলে ফেলেছে। শব্দটির 'খা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন এর অর্থ দাড়ায় ছিন্নকরণ প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মুক্ত করা। বলা হয় (خلع امرأته) স্ত্রী থেকে বিনিময় গ্রহণ করার মাধ্যমে স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। উক্ত মহিলাকে বলা হয় খালি' (خالع)। খোলা একটি বিশেষ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বামী এবং স্ত্রীকে একজন আরেকজনের পোশাক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং খোলা-এর দ্বারা একজন অপরজন থেকে যেন তাদের পরিচ্ছদ খুলে ফেলার অনুরূপ হয়।[২১৩]

২১৩. আর-রাযী, যাইনুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর, *মুখতারুস সিহাহ*, পৃ. ৯৫; ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, খ. ৮, পৃ. ৮৬; আল-জাওহারী, আবু নসর ইসমাইল ইবন হাম্মাদ, *আস-সিহাহ তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ* (বৈরূত : দারুল ইলম লিল-মালাঈন, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৭ হি. ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১২০৫।

খোলা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ খোলা-কে বিভিন্ন শব্দে সংজ্ঞায়িত করেছেন। খোলা-টা তালাক নাকি 'ফস্‌খ' হবে এ মতভেদকে কেন্দ্র করেই মূলত সংজ্ঞার শব্দাবলির মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে।

- হানাফী মাযহাবের স্কলারদের নিকট খোলার সংজ্ঞা হচ্ছে, খোলা শব্দের দ্বারা কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা।[২১৪]
- মালিকী মাযহাবের ইমামদের নিকট খোলা হচ্ছে, স্ত্রী কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে প্রাপ্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার নাম।[২১৫]
- শাফি'য়ী মাযহাবের স্কলারগণ বলেছেন, তালাক কিংবা খোলা এ জাতীয় শব্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিনিময়ের দ্বারা বিবাহ বিচ্যুত করাকে খোলা বলে।[২১৬]
- হাম্বলী মাযহাবের স্কলারদের নিকট, কিছু বিশেষ শব্দের দ্বারা স্ত্রী কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে প্রাপ্ত বিনিময়ে স্বামী কর্তৃক বিবাহের বিচ্ছিন্নতার নামই খোলা।[২১৭]

২১৪. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৪, পৃ. ২১১; ইবন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক*, খ. ৪, পৃ. ৭৭; শাইখী যাদাহ, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান, *মাজমাউ'ল আনহার ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর* (বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৭৫৯।

২১৫. আন-নাফরাভী, আহমদ ইবন গানিম শিহাবুদ্দীন, *আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী আ'লা রিসালাতি ইবনি আবি যাইদ আলকিরাওয়ানী* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৪; আল-আ'দাভী, *হাশিয়াতুল আ'দাভী আ'লা শরহি কিফায়াতিত তালেব* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৫।

২১৬. আর-রাফেয়ী, *আশ-শারহুল কাবির*, খ. ৮, পৃ. ৩৯৪।

২১৭. আল-বাহুতি, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৫, পৃ. ২১২; আর-রুহাইবানী, মুস্তফা ইবন সায়া'দ, *মাতালিবু উলিন নুহা* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৮০।

ইসলামী শরী'য়তে খোলা-এর বৈধতা

খোলা-এর বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ক) আল-কুরআনের আলোকে বৈধতা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

> তবে উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারোই কোনো পাপ নেই।[২১৮]

এই আয়াতের নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় স্ত্রী যদি স্বামীকে অপছন্দ করে এবং আশঙ্কা করে যে, স্বামীর আনুগত্যে আল্লাহ তা'আলার হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে না তার জন্য বিনিময়ের মাধ্যমে খোলা করা বৈধ। উক্ত আয়াতে অর্থের বিনিময়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করার বৈধতা স্পষ্ট।[২১৯]

খ) সুন্নাহর আলোকে বৈধতা

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

২১৮. আল-কুরআন ২ : (সূরা বাকারা) ২২৯।

২১৯. ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ৫০।

সাবিত ইবন ক্বাইস-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, চরিত্রগত এবং দ্বীনি বিষয়ে সাবিত ইবন ক্বাইসের ওপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি মুসলিম হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হতে অপছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করে তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।[২২০]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় মোয়াশারায় যুগল জীবনে কুফরির ভয় কিংবা স্ত্রীর অধিকার না পাওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি এ জাতীয় যৌক্তিক কারণগুলো খোলা চাওয়ার পথকে উন্মুক্ত করে।

গ) ইজমার আলোকে বৈধতা

কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনার কারণে ইসলামের শুরু থেকে মুসলমানরা আজ পর্যন্ত খোলা-এর বৈধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করে আসছেন।[২২১]

ইন্টারনেটের মাধ্যমে খোলা চুক্তির হুকুম

ইন্টারনেটে খোলা চুক্তির বিধান জানার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর আগে জানতে হবে।

১. খোলার জন্য কোনো নির্দিষ্ট শব্দরূপ আছে কি?

২. খোলা কার্যকর করার জন্য বিচারকের রায়-এর অপরিহার্যতা আছে কি?

৩. স্ত্রীর উপস্থিতি শর্ত কি না? নাকি অনুপস্থিতিতেও খোলা করা যায়?

১. খোলার শব্দরূপ

খোলা সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, চুক্তির এক পক্ষ থেকে প্রস্তাব এবং অন্য পক্ষ থেকে গ্রহণ। এর মাধ্যমে খোলা সংঘটিত হয়ে যায়। তবে খোলার

২২০. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, খ.৫, পৃ. ২০২১, হাদিস নং ৫২৭৩।

২২১. ইবনুল কাত্তান, আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক, *আল-ইকনা ফি মাসায়িলিল ইজমা* (কায়রো : আল-ফারুক আল-হাদিসাহ, ১ম মুদ্রণ: ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৭।

প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে কিছু শব্দরূপ আছে স্পষ্ট এবং যেগুলোর অর্থ কার্যকরের জন্য কোনো নিয়ত বা অভিপ্রায়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন স্বামীকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর বক্তব্য, আমি এই টাকার বিনিময়ে তোমার সাথে খোলা করলাম। কিংবা আমি তোমার সাথে খোলা করলাম। স্বামী বলল, আমি কবুল করলাম। নিয়ত ছাড়াই এ জাতীয় শব্দাবলির মাধ্যমে খোলা কার্যকর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কিছু শব্দ আছে ইঙ্গিতার্থক। এ জাতীয় শব্দাবলির মাধ্যমে খোলা কার্যকর হওয়ার জন্য নিয়ত বিবেচ্য বিষয়। যেমন স্বামীর বক্তব্য, ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে তুমি বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারো। স্ত্রী বলল, গ্রহণ করলাম। খোলার নিয়ত করলে খোলা কার্যকর হয়ে যাবে। সরিহ বা স্পষ্ট, কিনায়াহ বা ইঙ্গিতার্থক-এর প্রশ্নে খোলাটা তালাকের মতোই হয়।[২২২]

অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, খোলার জন্য অবশ্যই শব্দের ব্যবহার আবশ্যক। নিঃশব্দে আদান-প্রদানের মাধ্যমে খোলা বিশুদ্ধ হয় না। যেমন স্ত্রী স্বামীকে টাকা কিংবা সম্পদ দিয়ে কোনো কিছু বলা ছাড়াই বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। এর দ্বারা খোলা হয় না। খোলা শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব ও গ্রহণের বৃত্তে খোলার শব্দাবলি আবর্তিত হওয়া আবশ্যক। শব্দাবলি ছাড়া শুধু কর্মের মাধ্যমে খোলা বিশুদ্ধ হয় না।[২২৩] অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, খোলা কার্যকর হওয়ার জন্য শুধু খোলার শব্দাবলি নয় বরং এর প্রতি নির্দেশ করে কিংবা ইঙ্গিত করে এমন যাবতীয় বিষয়ের মাধ্যমেও খোলা বিশুদ্ধ হয়।[২২৪]

২২২. আলমুরদাভী, আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন সুলাইমান, *আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ* (বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), খ. ৮, পৃ. ৩৯৩।

২২৩. আলযাযিরি, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আ'ওয়াদ, *আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'য়া* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮।

২২৪. আল-গারনাতি, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন আবিল কাসিম ইবন ইউসুফ আল-আবদারি, *আত্তাজ ওয়াল ইকলিল লিমুখতাসারি খলিল* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৯৭।

২. খোলা কার্যকরে বিচারকের রায়ের প্রয়োজনীয়তা

ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য থেকে যা বোঝা যায়, ইসলামী শরী'য়তে খোলা কার্যকরের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়াকে তারা শর্তারোপ করেননি। খোলা কার্যকরের বিধানটা বিচারকের রায়ের ওপর নির্ভর থাকে না। কেননা এটা একটা বিনিময়চুক্তি। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সেটা কার্যকর করা সম্ভব। আদালতের রায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু, এটা পারস্পরিক সম্মতিতে একান্ত কোনো চুক্তি ভঙ্গ করার নাম। এবং বিবাহ এমন এক চুক্তি যা সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিচারকের রায়-এর মুখাপেক্ষী নয়, সুতরাং যে চুক্তি সম্পাদন হতে বিচারকের সম্মতির প্রয়োজন নাই সে চুক্তি সমাপ্ত করতে তার সম্মতির প্রয়োজন হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। আর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে খোলা কার্যকরের বিষয়টি তালাকের মতো।[২২৫]

৩. স্ত্রীর উপস্থিতি

খোলা শুদ্ধ হওয়ার জন্য স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপস্থিতি আবশ্যক নয়। যদি মহিলা অনুপস্থিত থাকে এবং তার কাছে স্বামীর বক্তব্য পৌঁছায়, ওই মজলিসে তার গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। বিনিময়চুক্তি হওয়ার কারণে সংবাদ জানার মজলিসটাই মূল বিবেচ্য বিষয়।[২২৬]

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে খোলা চুক্তি অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। মাধ্যমটা লিখিত হতে পারে কিংবা ভয়েসের মাধ্যমে কিংবা উভয় মাধ্যমে হতে পরে। আমরা দেখেছি যে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খোলা কার্যকর হয় বিধায় বিচারকের রায় এখানে অপ্রয়োজনীয়। তেমনইভাবে স্ত্রীর উপস্থিতিও এখানে আবশ্যক নয়।

২২৫. আলকুদুরী, আবুল হুসাইন আহমাদ ইবন মুহাম্মদ, *আত-তাজরীদ লি-লকুদুরী* (কায়রো : দারুল ইসলাম, ২য় মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩০৭৯; আশ-শীরাজী, *আল-মুহাযযাব*, খ. ২, পৃ. ৪৯০; আন-নাবাবী, *আল-মাজমু'*, খ. ১৭, পৃ. ১৩; ইবনুল মুফলিহ, *আল-মুবদা' ফি শারহিল মুকনা'*, খ. ৭, পৃ. ২২০; ইবন কুদামা, *আল-কাফী ফিল ফিকহিল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল*, খ. ৩, পৃ. ৯৭।

২২৬. ইবনুল হুমাম, *শরহু ফাতহিল ক্বাদির*, খ. ৪, পৃ. ২২৮; আল-কাসানি, *বাদায়িউস সানায়ি'*, খ. ৩, পৃ. ১৪৫।

আমরা এও দেখেছি যে, স্বামী কিংবা স্ত্রী কিংবা উভয়ের উপস্থিতিতেও খোলা কার্যকর করা যায়।

যদি এ আপত্তি তোলা হয় যে, ইন্টারনেটে খোলা কার্যকরের ক্ষেত্রে অস্বীকার করার সুযোগ থাকে। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সকল অবস্থার মধ্যেই এমন অস্বীকার করার সুযোগ থাকে। এ জাতীয় অবস্থায় আমরা একটি প্রসিদ্ধ নিয়মের ব্যবহার করব। আর তা হচ্ছে, বাদীর ওপরই প্রমাণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। অস্বীকারকারী কিংবা বিবাদীর ওপর শপথের বিধান প্রযুক্ত হয়।

এই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি স্বামী যদি খোলার দাবি করে আর স্ত্রী অস্বীকার করে তাহলে বিনিময় প্রদান অস্বীকার করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে এখানে অস্বীকারকারী। আর যদি স্ত্রী খোলার দাবি করে, স্বামী অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর বক্তব্য গৃহীত হবে। কারণ সে কোনো কিছু দাবি করেনি। তার ওপর কোনো বিধানও প্রযুক্ত হবে না।[২২৭]

যদি তর্কের খাতিরে এ কথা বলা হয় যে, খোলার মজলিসেই বিনিময় প্রদান করা শর্ত।[২২৮] কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে খোলা হলে তাৎক্ষণিক সেটা আদায় করা সম্ভব নয়।

উত্তরে বলা হবে, এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী যে-কেউ অন্য কাউকে বিনিময় গ্রহণের জন্য উকিল নিযুক্ত করা সম্ভব।[২২৯]

****

২২৭. আল-বাহুতি, *কাশশাফুল কিনা*, খ. ৫, পৃ. ২৩০।

২২৮. আলমালিবারি, যাইনুদ্দীন আহমাদ ইবন আব্দিল আযিয, *ফাতহুল মুয়িন বিশরহি কুররাতিল আইনি বিমুহিম্মাতিদ দীন* (বৈরূত : দারু ইবন হাযম, প্রথম মুদ্রণ), পৃ. ৫০০।

২২৯. আশ-শীরাজী, *আলমুহাযযাব*, খ. ২, পৃ. ৭৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে লি'আন এবং এর কার্যকারিতা

লি'আন-এর পরিচয়

লি'আন-এর আভিধানিক অর্থ

লি'আন (لعان) একটি আরবী শব্দ। (لاعن يلاعن)-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এ শব্দটি লা'নত শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ বিতাড়িত করা। বলা হয়, আল্লাহ তাকে লানত করেছেন (لعنه الله), অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখলেন।[২৩০]

ফুকাহায়ে কেরামের নিকট লি'আনের পারিভাষিক অর্থ

লি'আন বলতে বোঝানো হয়, যখন চারজন সাক্ষী ছাড়া কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অভিযোগ করে, তখন বিচারক স্বামীকে চারজন সাক্ষীর পরিবর্তে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করতে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত। এর মাধ্যমে সে ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। তেমনইভাবে স্ত্রী নিজেকে ব্যভিচারের শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, তার স্বামী মিথ্যা বলছে এবং পঞ্চমবার বলবে, আমার ওপর আল্লাহর গজব যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়। লি'আনটি সাক্ষ্য নাকি শপথ? এই মতভেদের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম লি'আনের সংজ্ঞায় বিচিত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২৩০. আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, পৃ. ২৫০; ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭।

১) হানাফী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা

লি'আন হচ্ছে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় এমন কতিপয় সাক্ষ্য। যেগুলো অভিসম্পাত দ্বারা সমৃদ্ধ। এবং স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে যিনার শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে স্বামী থেকে অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রী থেকে যিনার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।[২৩১]

২) মালিকী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা

লি'আন হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যিনা কিংবা গর্ভের দোষারোপ করে শপথ প্রদান। অন্যদিকে এসব দোষারোপ অস্বীকার করে স্ত্রী কর্তৃক হলফের নাম। এবং এ প্রক্রিয়ায় কাজীর হুকুমের মাধ্যমে হদ্দও রহিত হয়ে যায়।[২৩২]

৩) শাফি'য়ী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা

সন্তান অস্বীকার কিংবা সংগম অস্বীকার করে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তির জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কতক শব্দাবলি উচ্চারণের নাম লি'আন।[২৩৩]

৪) হাম্বলী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা

লি'আন হচ্ছে দুপক্ষের শপথ দ্বারা সুদৃঢ় এমন কতিপয় সাক্ষ্য যা, স্ত্রী মুহসিনা হলে হদ্দে কাযাফ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। মুহসিনা না হলে তাজির-এর এবং যিনার স্বীকারোক্তি দিলে হদ্দে যিনার স্থলাভিষিক্ত হয়।[২৩৪]

লি'আনের শর'য়ী বৈধতা

লি'আনের শর'য়ী বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

---

২৩১. আল-মারগিনানী, আবুল হাসান আলী ইবন আবি বকর, *আল-হিদায়াহ* (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.) খ. ২, পৃ. ২৭০; আয-যাইলা'য়ী, উসমান ইবন আলী, *তাবয়িনুল হাকায়িক* (কায়রো : আলমাতবা'য়াতুল কোবরা, বুলাক, ১৩১৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৪।

২৩২. ইবন আরাফা, *আল-মুখতাসারুল ফিকহি*, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৬০; আয-যারকানী, *শরহুয যারকানী 'আলা মুখতাসারিল খলিল*, খ. ৪, পৃ. ৩৩২।

২৩৩.আস-সুনাইকি, *আসনা-ল মাতালিব* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ৩৭০; আশ-শারইবনী, সামশুদ্দীন, *আল-ইকনা' ফী হাল্লি আলফাযি আবী শুজা'*, খ. ২, পৃ. ৪৫৯।

২৩৪. আবুন-নাজা, মূসা ইবন আহমাদ, *আল-ইকনা' ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৯৫; আল-বাহুতি, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৫, পৃ. ৩৯০।

ক) আল-কুরআনের আলোকে বৈধতার প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

'এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত।'[২৩৫]

খ) সুন্নাহর আলোকে বৈধতার প্রমাণ

উয়াইমির আজলানীর হাদিস,

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا" قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষকে (ব্যভিচাররত) দেখতে পায়, আর তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে আপনারা কি তাকে (কিসাস হিসেবে) হত্যা করবেন? আর যদি স্বামী হত্যা না করে, তবে সে কী করবে? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

২৩৫. সূরা নূর, আয়াত : ৬-৭।

তুমি ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তুমি গিয়ে তাকে (তোমার স্ত্রীকে) নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর তারা উভয়ে লি'আন করল। আমি সে সময় অন্যান্য লোকদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। উভয়ের লি'আন করা শেষ হয়ে গেলে উয়াইমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন যদি আমি তাকে (স্ত্রী হিসেবে) আমার নিকট রাখি তবে এটা তার ওপর মিথ্যারোপ করা হবে। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, এটাই লি'আনকারীদ্বয়ের ব্যাপারে সুন্নাত হয়ে দাঁড়াল।[২৩৬]

গ) ইজমার আলোকে বৈধতার প্রমাণ

মুসলমানগণ লি'আনের বৈধতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।[২৩৭]

ইন্টারনেটে লি'আনের কার্যকারিতার বিধান

লি'আনের বিধান জানার জন্য প্রথমে আমাদের লি'আন বিশুদ্ধ হওয়ার যে শর্তগুলো জানা প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে—

১. দাম্পত্যজীবন বহাল থাকা, যদিও সেটা সংগমবিহীন হোক। কিংবা রাজয়ী তালাকের মধ্য থেকেও হতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারও সাথে লি'আন করার সুযোগ নেই।[২৩৮]

২. লি'আনের পুরো কার্যক্রমটা বিচারক কিংবা তার প্রতিনিধির সামনে অনুষ্ঠিত হতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২৩৬. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, হাদিস নং-৫২৫৯; মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, খ. ২, পৃ. ১১২৯, হাদিস নং-১৪৯২।

২৩৭. ইবনুল মুনযির, *আল-ইজমা*, খ. ১, পৃ. ৮৫; আশশাওকানী, *নাইলুল আওতার*, খ. ৭, পৃ. ৬২।

২৩৮. কাসানী, *বাদাইয়ুস সানায়ি*, খ. ৩, পৃ. ২৪১; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ২, পৃ. ৮০৫।

হিলাল ইবন উমাইয়াকে আদেশ করেছিলেন তার স্ত্রীকে উপস্থিত করার জন্য। এবং এ প্রক্রিয়া উভয়ের উপস্থিতিতে কাজীর সামনে সম্পন্ন হয়েছিল। তাছাড়া লি'আন হচ্ছে দাবির পক্ষে শপথ। সুতরাং এখানে অন্যান্য দাবির মতো সমস্ত বিচারিক আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করতে হবে।[২৩৯]

৩. বিচারকের বক্তব্যের পরই উভয়ে লি'আন করবে। যদি কেউ বিচারকের বক্তব্যের শুরুতেই লি'আন করে ফেলে তাহলে সেটা বিশুদ্ধ হবে না। যেমন বিচারক শপথ কারানোর পূর্বেই শপথ করলে সেটা শপথ বলে গণ্য হয় না।[২৪০]

৪. স্ত্রী স্বামীর দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে অন্যদিকে স্বামীর কাছে কোনো প্রমাণ নেই। এমন হলেই লি'আন চলবে।[২৪১]

৫. লি'আন পাঁচটি বাক্যে হতে হবে। কম হলে বিশুদ্ধ হবে না।[২৪২]

৬. প্রথম চারটিতে আশহাদু এবং পুরুষের ক্ষেত্রে পঞ্চমটিতে লানত আর মহিলার ক্ষেত্রে গজব। শরী'য়তে বর্ণিত এ পদ্ধতিতেই লি'আন সম্পন্ন করতে হবে।[২৪৩]

৭. লি'আন শুরু করবে স্বামী তারপর স্ত্রী। এ সিরিয়াল বজায় রাখা শর্ত। যদি কুরআনে বর্ণিত নিয়মের বিপরীত করে তাহলে তা লি'আন হিসেবে গণ্য হবে না।[২৪৪]

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনোভাবেই লি'আন কার্যকর করা সম্ভব নয়। সেটি ই-মেইলের মাধ্যমে হোক কিংবা ভয়েস মেইলের মাধ্যমে কিংবা অন্য মাধ্যমে হোক। কেননা

২৩৯. ইবন মুফলিহ, *আল-মুবদা'*, খ. ৮, পৃ. ৭৫; ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ৮৯; আল-বুহুতি, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৫, পৃ. ৩৯১।

২৪০. প্রাগুক্ত; ইবন কুদামা, *আল-কাফী*, খ. ৩, পৃ. ৩৮১।

২৪১. আল-বুহুতি, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৫, পৃ. ৩৮১।

২৪২. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৮, পৃ. ৭০।

২৪৩. কাসানী, *বাদাইয়ুস সানায়ি*, খ. ৩, পৃ. ২৭৩; আদ-দুসুকি, *হাশিয়াতুদ দুসুকি*, খ. ২, পৃ. ৪৬৫।

২৪৪. প্রাগুক্ত; ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, খ. ২, পৃ. ৮।

আমরা ওপরে লি'আন শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহে দেখেছি লি'আনের কিছু কার্যক্রম বিচারকের সামনেই সম্পন্ন করতে হয়। সুতরাং বিচারক কিংবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত লি'আন বিশুদ্ধ হবে না। আর এ প্রক্রিয়া ইন্টারনেটে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি আমরা এটাও দেখেছি, কুরআন এবং হাদিসের মধ্যে বিচারক এবং তার নায়েবের উপস্থিতি এবং তাদের বক্তব্য প্রদানের পরে লি'আন শুরু করার কথা এসেছে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে বিচারকের অনুপস্থিতিতে লি'আন কার্যকর করা সম্ভব নয়। লি'আনের মূল বিষয় হচ্ছে কঠিনকরণ। আর সেটা বিচারক কিংবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত সম্ভব নয়। তবে কোনো কারণে যদি বিচারক/স্বামী-স্ত্রী সশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয় এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়, তাহলে এমতাবস্থায় অনলাইনে বিচারক যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লি'আন পক্রিয়া যথাযথভাবে শোনেন তাহলে বৈধ হবে।

****

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা

ই-লেখা ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণে এর ভূমিকা

ই-স্বাক্ষর ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা

ই-স্বাক্ষরের প্রকারসমূহ

ডিজিটাল স্বাক্ষর

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা

বায়োমেট্রিক স্বাক্ষর

দালিলিক প্রমাণের ক্ষেত্রে ই-স্বাক্ষর ব্যবহার করার শর'য়ী বিধান

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ই-লেখা ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণে এর ভূমিকা

লিখিত দলিলাদির মধ্যে হাতে লেখা বা প্রচলিত ঐতিহ্যগত রৈখিক লেখাই মূল বলে বিবেচিত হয়। চুক্তির মূল কথা হলো পারস্পরিক সম্মতি। সাধারণত এই পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া গেলেই একটি চুক্তি বৈধভাবে সম্পাদনের সুযোগ এসে যায়। বর্তমানে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

তবে বাস্তবতা হলো, এসব চুক্তি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলে বিচারিক কিংবা প্রশাসকের সামনে এই চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য লিখিত ডকুমেন্টস পেশ করতে হয়। যাতে বাদী চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করে প্রতিকার পেতে পারে। আর এ কারণে বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রকারের চুক্তিপত্রের ডকুমেন্টস সম্পাদনের বিষয়টি দেখি। চুক্তির পরিধি ও গুরুত্ব কিংবা পক্ষদ্বয়ের সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে এখনকার চুক্তির ডকুমেন্টসেও সন্দেহাতীত মাত্রা যোগ করার প্রবণতা দেখা যায়।

ইন্টারনেটে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রমাণের ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রনিক লেখা বা ই-লেখা লিখিত দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? অর্থাৎ কোনো দাবি বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ই-লেখা কার্যকর হবে কি না? এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রথমেই ই-লেখার পরিচয় দেওয়া সমীচীন মনে হচ্ছে। তারপর আমরা ইসলামী ফিকহের আলোকে এর সমাধান করব।

ই-লেখার পরিচয়

ই-লেখার পরিচয় জানার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে গতানুগতিক বা সাধারণ লেখা কী? ফলে খুব সহজেই আমরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।

সাধারণ লেখার পরিচয়

লেখার অর্থ হলো খাতায় বা অন্য কোথাও কিছু নিয়মতান্ত্রিক লিপি অথবা চিহ্নের সাহায্যে রেখাঙ্কনের নাম। অর্থাৎ অক্ষরের পারস্পরিক মিলিত বিন্যাসের কারণে ভাষার প্রতিনিধিত্বকারী কোনো অর্থবোধক প্রক্রিয়াকে লেখা বলে নামকরণ করা হয়।[২৪৫]

লেখার একটা পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়, বর্ণমালাগুলোর শাব্দিক রূপায়ণই হলো লেখা।[২৪৬]

কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, কিছু অক্ষরের পারস্পরিক বিন্যাসকে রেখাঙ্কিত করা হলো লেখা।[২৪৭]

অনেকে বলেছেন, লেখা হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক শিল্পকে রেখাঙ্কনের মাধ্যমে শব্দায়ন করা। যা উদ্দেশ্যের ধারক হয়।[২৪৮]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখলাম, লেখা বা কিতাবাহ একটি ব্যাপক শব্দ। মানুষের হৃদয়ে, চিন্তায় যা আসে তা শব্দায়নের সব পদ্ধতিই এ লিখন বা কিতাবাহ শব্দটি ধারণ করে।

আইনে লেখা বলতে বোঝায়, মৌলিক শব্দাবলিকে পাশাপাশি রেখে কোনো কাগজে ডকুমেন্টে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অক্ষরে স্বাক্ষর করা।[২৪৯]

---

২৪৫. ফিরুজাবাদী, *আল-কামুসুল মুহিত*, পৃ. ১২৮; আল-ফায়্যুমী, *আল-মিসবাহুল মুনির*, খ. ২ পৃ. ৫২৪; আল-মু'জামুল অসিত, খ. ২, পৃ. ৭৭৪।
২৪৬. জুরজানী, *আত-তা'রিফাত*, পৃ. ৯৯; আল-মুজাদ্দেদি, আমিমুল ইহসান, *আত-তা'রিফাতুল ফিকহিয়্যাহ*, পৃ. ২১৫।
২৪৭. আল-মুনাভী, আবদুর রউফ, *আত-তওফীফ আ'লা মুহিম্মাতিত তায়ারিফ* (মিশর : আলামুল কুতুব, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৯৭।
২৪৮. আল-কালকাসান্দি, আহমাদ ইবন আলী ইবন আহমাদ, *সুবহুল আ'শা ফী সানায়াতিল ইনশা* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৮২।

অথবা বলা যেতে পারে মানুষের মনের ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশকারী কিছু নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্নই হলো লেখা। এটা চামড়ায়, কাচে, বালুতে কিংবা পাতায় অথবা কাগজ ইত্যাদিতে হতে পারে।[২৫০]

প্রমাণের জন্য ডকুমেন্টস ঠিক কী আকার কিংবা কী ধরনের হবে তা ফুকাহায়ে কেরাম নির্ধারণ করে দেননি। কিংবা কোথায় কী দিয়ে লিখবে তাও নির্ধারণ করে দেননি তারা। সুতরাং লেখাটা কাগজে, চামড়ায়, কাঠে কিংবা যুগের চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো স্থানে হতে পারে। সবই লেখা বলে গণ্য হবে। পাশাপাশি লেখাটা তরল বা শুষ্ক কালি, শিষ কলম দিয়ে লিখতে কোনো বাধা নেই। বর্তমান যুগের বিস্ময়কর উপহার টাইপরাইটার কিংবা কম্পিউটার বা লেখার আরও আধুনিক গতিশীল ডিজিটাল যন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে।[২৫১] লক্ষ রাখতে হবে, যেন লেখার রচয়িতাই লেখক বলে গণ্য হতে পারেন এবং প্রয়োজনে এর দ্বারা দলিল দিতে পারেন।[২৫২]

ই-লেখা

ই-লেখা বা ইলেকট্রনিক লেখা হচ্ছে, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, নোট প্যাড, বা অনুরূপ ডিজিটাল নিরাপদ যন্ত্রের সাহায্যে ইমেইজে তথ্যগুলো ইলেকট্রনিক উপাত্ত দিয়ে সাজানোর নাম। এ সাজানোটা হার্ডডিস্ক কিংবা সিডি অথবা মেমোরি বা চৌম্বকীয় টেপেও হতে পারে। অথবা এসব অক্ষর, প্রতীক, বিবরণ, নাম্বার কিংবা অর্থবোধক চিহ্নগুলো কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসেও লেখা হয়।

২৪৯. কিনদিল, ড. সাঈদ, *আত-তায়াকুদুল ইলেকত্রনিয়্যাহ : সুওয়ারুহু, হুজ্জাতুহু ফিল ইসবাত* (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল জামিয়াতিল জাদিদাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮।

২৫০. আল-মুমিনি, ড. বাশশার তালাল আহমাদ, *মুশকিলাতুল তায়াকুদ আবরাল ইন্টারনেট* (পিএইচ.ডি থিসিস, আইন অনুষদ, মানসুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

২৫১. আলী মুহাম্মাদ আহমাদ আবুল ইয, *আততিজারাতুল ইলেকট্রোনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল ইসলাম* (বৈরুত : দারুন নাদায়িম, ১ম মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ. ৯০০।

২৫২. আস-সুয়ূতি, *আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ের*, পৃ. ৩১১; আলী হায়দার, *দুরারুল হুককাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকামিল আদালিয়্যাহ* (কায়রো : দারুল জীল, ১৯৯১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৬৯; সাইয়্যেদ ড. আশরাফ যাবের, *মুজিযু উসুলিল ইসবাত* (কায়রো : দারুন নাহজাতিল আরাবিয়া, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৮৫।

যেমন যে-সমস্ত ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে হার্ডডিস্ক, ফ্লফিডিস্ক কিংবা মেমোরি আছে, অথবা যা কম্পিউটারে কিংবা স্মার্টফোনে লেখা হয় অথবা অন্য কোনো ডিজিটাল যন্ত্রে সংরক্ষণ রাখা হয়। ইলেকট্রনিক তথ্য সংগ্রহ পূর্ণতা পায় এভাবে যে, এতে তথ্য-উপাত্তগুলো পর্যালোচনা করে সংযোজন-বিয়োজন খুব সহজেই করা যায় এবং প্রয়োজনে প্রিন্ট করা যায়। যদিও এটা সাধারণ লেখাতেও ঘটে, তবে ইলেকট্রনিক লেখায় আরও ব্যাপক সুযোগ ব্যবহার করা যায়। যা ই-পেন, ই-মেইল ও উচ্চারণের প্রেক্ষিতে ডিজিটাল লিখন প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে।[২৫৩]

আইনের সংজ্ঞায় ই-লেখা

ই-লেখা হচ্ছে প্রত্যেক তথ্যবার্তার নাম যা তথ্যকে ধারণ করে, সংরক্ষণ করা যায়, পাঠানো যায়, গ্রহণ করা যায় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস কিংবা প্রযুক্তি ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে।[২৫৪]

ওপরের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম, লেখা কোনো কিছু প্রমাণে এক আস্থার নাম এবং কোনো বিষয়বস্তুতে উদ্ভট ব্যাখ্যা করার পথ রুদ্ধ করার মাধ্যম। এ কারণে লেখায় ফুটে ওঠা উদ্দেশ্য লেখার মূল আবেদন হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়ার যৌক্তিক দাবি রাখে। কোন মাধ্যমে কিংবা উপকরণে লেখাটি প্রস্তুত হলো তা বিবেচ্য নয়।[২৫৫]

সাধারণ লেখা এবং ই-লেখার মাঝে পার্থক্য

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে এ দুই ধরনের লেখার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

১. সাধারণ লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য। অধিকাংশ সময় এটি কাগজেই লেখা হয়ে থাকে, ফলে তা স্বচক্ষে সহজে পড়া সম্ভব।

২৫৩. রুশদী, ড. মুহাম্মাদ আস-সাঈদ, *হুজ্জিয়াতু ওসায়িলিল ইত্তেসাল আল-হাদিসাহ ফিল ইসবাত*, (কায়রো : আননাসরুয যাহাবী লিততাবায়াহ, তা. বি.), পৃ. ১৫।

২৫৪. *কানুনুত তাওকী' আল-ইলেক্রনি আল-মিশরী*, ২০০৪ খ্রি., প্রথম অধ্যায়, সংখ্যা-১৫।

২৫৫. জুমাইয়ী, ড. হাসান আব্দুল বাসেত, *ইসবাতুত তাসাররুফাত আল-কানুনিয়্যাহ আল্লাতি ইয়াতিম্মু ইবরামুহা আন তারিকিল ইন্টারনেত*, (মিশর : দারুন নাহদ্বাহ আল-আরাবিয়া, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৯।

অন্যদিকে ই-লেখা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কোনো চৌম্বকীয় উপাদানে রক্ষিত থাকে। ই-লেখা কম্পিউটার কিংবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্য ছাড়া পড়া যায় না। তাই এটা সাধারণ লেখার মতো সহজেই পাঠ্য নয়। অবশ্য ই-লেখাটি মুদ্রণ করে স্বাভাবিক লেখার মতোও পড়া যায়।[২৫৬]

২. সাধারণ লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থায়িত্ব। সাধারণ লেখাগুলো একবারে চূড়ান্তভাবে তৈরি হয়। ফলে পরে কোনো সংশোধন বা পরিবর্তন করলে এর একটা ছাপ ওখানে থেকে যায়। তাই এটার মধ্যে নতুন কিছু ঢুকানো কিংবা জালিয়াত হয় না, হলেও খুব সহজে তা ধরা সম্ভব।

পক্ষান্তরে ই-লেখা অনেকটা অস্থায়ী প্রকৃতির। এটা খেয়ালখুশিমতো পরিবর্তন বা মুছে ফেলা যায়। এই পরিবর্তন বা মুছে ফেলার কোনো চিহ্ন না রেখেই তা সম্ভব। আবার কখনো যন্ত্রে ত্রুটির কারণেও মুছে যেতে পারে। অবশ্য অনেক সময় কম্পিউটারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো সেটা উদ্ধার করতে পারেন।[২৫৭]

ই-লেখার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার বিধান

ই-লেখার মাধ্যমে কোনো কিছুর প্রমাণ করার বিধান জানতে প্রথমে আমাদের জানতে হবে সাধারণ লেখার বিধান। নিম্নে এর বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনা করা হলো।

সাধারণ লেখার মাধ্যমে কোনো কিছু প্রমাণ করার বিধান

সাধারণ লেখার মাধ্যমে কোনো কিছু প্রমাণ করা কিংবা প্রমাণের উপাদান হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামগণ মতামত পেশ করেছেন। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে দুটো মত পাওয়া যায়।

২৫৬. রুশদী, ড. মুহাম্মাদ আসসাঈদ, *হুজ্জিয়াতু ওসায়িলিল ইত্তেসাল আল-হাদিসাহ ফিল ইসবাত*, পৃ. ১৫।

২৫৭. আব্দুল হামিদ, ড. সরওয়াত, *আততাউকিয়্যুল ইলেক্ট্রোনি* (মিশর : মাকতাবাতুল গালা আল-জাদিদাহ, ২য় মুদ্রণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

প্রথম মত

সাধারণ লেখা প্রমাণ কিংবা প্রমাণের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা জায়েয নয়। এ মতের পক্ষে অধিকাংশ হানাফী ইমাম[২৫৮], কিছু মালিকী ইমাম[২৫৯], ইমাম শাফি'য়ী[২৬০] ইমাম আহমদ এক বর্ণনায়[২৬১] এ মত পোষণ করেছেন।

তাদের দলিল

ক) ইসলামী বিচারব্যবস্থায় প্রমাণের সাতটি মূলনীতি রয়েছে—

১. স্বীকারোক্তি
২. স্পষ্ট প্রমাণাদি
৩. শপথ
৪. শপথ না করা
৫. কাসামাহ[২৬২]
৬. কাজীর জ্ঞান
৭. প্রকাশ্য আলামত[২৬৩]

এ সাত প্রকারের মধ্যে যেহেতু 'সাধারণ লেখা' বিষয়টি নেই তাই এটার মাধ্যমে কোনো কিছু প্রমাণ করতে দেওয়ার অর্থ নতুন কিছু প্রমাণ ছাড়া ধর্মে সংযোজন করা। এ সংযোজন প্রত্যাখ্যাত। কারণ হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার এ ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন করবে যা ধর্মে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[২৬৪]

২৫৮. ইবন নুযাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*, পৃ. ২৪৫; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৫, পৃ. ৪৪৩৬।

২৫৯. আদদুসুকী, *হাশিয়াতুত দুসুকী আলাশ শারহিল কাবির*, খ. ৪, পৃ. ১৯২।

২৬০. ইমাম গাযালী, *আল-ওসিত ফিল মাযহাব* (মিশর : দারুস সালাম, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩২৪; আল-খতীব আশ-শারবিনী, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৯।

২৬১. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ১১, পৃ. ৪৯৯।

২৬২. কাসামাহ হচ্ছে, ফয়সালা করার জন্য বিচারক কর্তৃক নিহতের অভিভাবকদেরকে শপথ করানো। এই মর্মে যে অভিযুক্তই হত্যা করেছে এবং তারা দেখেছে।

২৬৩. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৫, পৃ. ৫৫০।

২৬৪. *সহীহুল বুখারী*, খ. ৩, পৃ. ১৮৪, হাদিস নং ২৬৯৭; *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৩, হাদিস নং ১৭১৮।

ওপরের এ বক্তব্যের উত্তর দুভাবে দেওয়া যায়—

এক. লেখা হচ্ছে লিখিত স্বীকারোক্তি। এটা অবশ্যই স্বীকারোক্তির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোনো মানুষ মুখে কিংবা লিখিতভাবে স্বীকারোক্তিদানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।[২৬৫]

দুই. প্রমাণ শুধু সাক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মূল বিষয় যা প্রকাশ করতে পারে তাই প্রমাণ হতে পারে। সেটা সাক্ষ্য, শপথ, স্বীকারোক্তি, লিখিত দলিলাদি আলামত ইত্যাদির মাধ্যমেও প্রমাণিত হতে পারে। এতে বোঝা গেল বিচারে প্রমাণের পদ্ধতি এই সাত প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী বিচারব্যবস্থায় আমরা উল্লিখিত মতের কার্যত সমর্থনও দেখতে পাই। সোনালি যুগের বিচারকরা প্রমাণাদিকে সাক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বিভিন্ন আলামতের ওপরও নির্ভর করেছেন।[২৬৬]

খ) লেখাকে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য না বলেন যারা, তারা এ যুক্তিও দেন যে, এক ব্যক্তির লেখার সাথে অন্য ব্যক্তির লেখার মিল থাকে, ফলে জালিয়াত করার একটা পথ থেকে যায়। এ পর্যায় লেখাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করাও কঠিন কাজ তাই এটা দলিল হতে পারে না।[২৬৭]

এবার এ দলিল নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। এক ব্যক্তির হাতের লেখার সাথে অন্য ব্যক্তির হাতের লেখার মিল একটি বিরল বিষয়। আর বিরল বিষয়ের ওপর সামগ্রিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে না।[২৬৮] সিদ্ধান্তে বরাবর অধিকাংশের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয় বিরলের নয়। আর এ ধরনের অল্প মিল কিন্তু মানুষের চেহারা কিংবা কণ্ঠস্বরেও আমরা কদাচিৎ দেখতে পাই।

ইবনুল কাইয়িম বলেন, মাঝে মাঝে চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের যৎসামান্য মিল সমাজে পরিলক্ষিত হয়। হাতের লেখার মিলটাও তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয়।

২৬৫. হুসাইন, ড. আহমাদ ফারাজ, *আদিল্লাতুল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল জামিয়াহ আল-জাদিদাহ-২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩২৮।

২৬৬. ইবনুল কাইয়িম, *আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, (মক্কা : দারু আলামুল ফাওয়ায়েদ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৮ হি.), পৃ. ১৬; ইবন ফারহুন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, খ. ১, পৃ. ২৪০।

২৬৭. সারাখসি, *আল-মাবসুত*, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, ১৯৯৩ খ্রি.) খ. ১৮, পৃ. ১৭৩।

২৬৮. আলী হায়দার, *দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম*, খ. ১, পৃ. ৫১।

তবে অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেকের লেখায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেন যা অন্যের সাথে মিল হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। কণ্ঠ ও স্বরের মাঝে তদ্রূপ বিষয়টি আমরা দেখি। পরিচিত মানুষ এ লেখা দেখেই বলতে পারে, এটা কার লেখা, যতই মিল থাকুক কোথাও না কোথাও অবশ্যই কিছু পার্থক্য থাকবেই। বিশেষ করে মিলটা আরবী লেখায় বেশি দেখা যায়।

যা-ই হোক, মিল থাকা আর নকল করার সুযোগ থাকাটা কখনোই প্রয়োজনে লেখাকে সাক্ষী বানানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কারণ মিল থাকতেই পারে। আমরা দেখি অন্ধের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। যেমন অন্ধ দেখে না, শোনে। আর স্বরের মধ্যে মিল করার সুযোগ আছেই, তবু কিন্তু বিষয়টা এড়িয়েই অন্ধের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। কণ্ঠের মিলটা যদিও হাতের লেখার মিলের চেয়ে বড় নয় তবে ছোটও নয়।[২৬৯]

তাছাড়া বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে আসল ও নকল হাতের লেখা চিহ্নিত করতে পারেন। যদি লেখায় ত্রুটি এসে যায় তবে সাক্ষ্যে এর প্রভাব পড়ে না। যেমনটা আমরা দেখি কোনো সাক্ষীর ক্ষেত্রে যে ঘুষ, মিথ্যা, ভুল, প্রতিশোধ ইত্যাদির দোষে দূষণীয় হয়।[২৭০]

গ) লেখক অনেক সময় আনমনেই আঁকিবুকি করে, কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। ফলে উদ্দেশ্যহীন এ ধরনের লেখা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে না।[২৭১]

এ বক্তব্যটা এভাবে খণ্ডন করা যায় যে, কোনো বিবেকবান অযথা আঁকিবুকি করবেন না। অযথা স্বীকারোক্তি দেন না, কিংবা বলেন না যে, আমার এটা অমুকের, তবে খুব বিরল কিছু ব্যক্তি এমন করতে পারেন।[২৭২]

২৬৯. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিসসিয়াসাতুশ শরয়িয়্যাহ* (মক্কা : দারু আলিমিল ফাওয়ায়েদ), খ. ২, পৃ. ২৫০-২৫১।

২৭০. হুসাইন, ড. আহমাদ ফরাজ, *আদিল্লাতিল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩২৮।

২৭১. আহমাদ ইব্রাহীম, *তুরুকুল কাযা ফিশ শরীয়তিল ইসলামিয়্যাহ* (মিশর : মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১৩৪৭ হি.) পৃ. ৬৮।

২৭২. হুসাইন, ড. আহমাদ ফারাজ, *আদিল্লাতুল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩২৮।

দ্বিতীয় মত

লেখার মাধ্যমে কোনো কিছু প্রমাণ করা বৈধ। এটা গ্রহণযোগ্য দলিল। চুক্তি এবং অধিকার নির্ণয়ে এক আস্থার নাম।

এ মত পোষণ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ[২৭৩], মালিকী মাযহাবের কিছু ইমাম[২৭৪], ইমাম শাফি'য়ী এক বর্ণনায়[২৭৫] এবং ইমাম আহমাদেরও একটি মত অনুরূপ[২৭৬]।

এ মতের পক্ষে তারা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও বুদ্ধিভিত্তিক দলিল পেশ করেছেন। নিম্নে তাদের দলিল উল্লেখ করা হলো—

কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾

'হে ঈমানদারগণ তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরে ঋণ আদান-প্রদান করো, তখন তা লিখে রাখো।'[২৭৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সামাজিক কার্যক্রম ও ঋণের ক্ষেত্রে লিখিত ডকুমেন্ট তৈরি করতে বলেছেন। আর এতে বোঝা যায় এর দ্বারা অপর পক্ষ ভুলে গেলে কিংবা অস্বীকার করলে এ ডকুমেন্টস তার দাবি বা অধিকারে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে। সুতরাং লেখাটা দলিল হিসেবে কোনো কিছু প্রমাণের জন্য বিচারকের সামনে বা অন্য কোথাও উপস্থাপন করা যাবে।[২৭৮]

২৭৩. ইবন নুজাইম, *আল-বহরুর রায়েক*, খ. ৭, পৃ. ৬৯; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুখতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৮, পৃ. ১৩৮।
২৭৪. ইবন ফারহুন আল-মালেকী, *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, খ. ১, পৃ. ৪৪৮।
২৭৫. খতিব আশ-শারবীনী, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৪, পৃ. ৫০৫।
২৭৬. ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ১০, পৃ. ১৩০।
২৭৭. সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৮২।
২৭৮. আয-যুহাইলি, ড. মুহাম্মাদ ওয়াহবা, *উসূলুল মুহাকামাত আশ-শারয়িয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ* (দামেশ্‌ক : মাতাবিয়ুল ওয়াহদাহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৯২।

সুন্নাহ থেকে দলিল

ক. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন চুক্তি ও সন্ধি লিখতেন বলে আমরা জানি। যেমন—

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: " اكْتُبْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "، فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَلَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللهُمَّ، فَقَالَ: " اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ "، قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ، وَاسْمَ أَبِيكَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، وَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا»

কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করল। তাদের মধ্যে সুহাইল ইবন আমরও ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা.)-কে বললেন, লেখো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। সুহাইল বলল, কী বিসমিল্লাহ? আমরা তো জানি না 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' কী। তবে আমরা জানি, বি ইসমিকা আল্লাহুম্মা, তাই লেখো। তার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লেখো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে। তখন তারা বলে উঠল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূলই জানতাম, তাহলে তো আমরা আপনার অনুসরণই করতাম। বরং

আপনি আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লেখো, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এ মর্মে শর্ত আরোপ করল যে, যারা আপনাদের নিকট থেকে চলে আসবে, আমরা তাদের ফেরত পাঠাব না, কিন্তু আমাদের কেউ যদি আপনাদের কাছে চলে যায়, তাহলে আপনারা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবেন। তখন সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি এরূপ লিখব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তবে আল্লাহই তাকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে যে আমাদের কাছে আসবে তাকে ফেরত দিলেও আল্লাহ অচিরেই তার কোনো ব্যবস্থা ও পথ বের করে দেবেন।[২৭৯]

আবার তিনি বিভিন্ন দেশের রাজার নিকট ইসলামের বাণী লেখার মাধ্যমে পাঠাতেন। এ সমস্ত লেখার ওপর তিনি সাক্ষ্য দেননি কিংবা পড়ে কাউকে শোনাননি। বরং সীলমোহরযুক্ত চিঠি দিয়েছেন প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর জন্য।[২৮০]

এতে বোঝা যায়, লেখা লিখিত বিষয়ে সাক্ষ্য হতে পারে। নতুবা এ লেখা অযথা হয়ে যাবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেসালাতের

২৭৯. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, পৃ. ১৪১১, হাদিস নং-১৭৮৪।

২৮০. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، ونقشه: محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোমসম্রাটের নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করেন তখন তাঁকে বলা হলো, আপনার পত্র যদি সীলমোহরযুক্ত না হয় তবে তারা তা পাঠ করবে না। এরপর তিনি রৌপ্যের একটি আংটি বানান। এবং তাতে মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (محمد رسول الله) খোদাই করা ছিল। (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমি যেন এখনো তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি।

(ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ১৫৭, হাদিস নং ৫৮৭৫)

দায়িত্ব পালনে লেখার আশ্রয় নিতেন না। সুতরাং এতেই বোঝা গেল লেখা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রমাণ।[২৮১]

খ. আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

যেকোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, যা তার অসিয়ত করার ছিল, তাতে অসিয়তের ব্যাপারে অসিয়তনামা না লিখে সে দুই রাত অতিবাহিত করা।[২৮২]

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসিয়ত লিখতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিগণ অসিয়ত অস্বীকার করার সুযোগ না পায়। এতে বোঝা যায় কোনো কিছু প্রমাণের জন্য লেখা একটি নির্ভরযোগ্য দলিল। যদি লেখা একটি নির্ভরযোগ্য দলিল না হতো, তাহলে অসিয়ত লিখতে বলার কোনো লাভ থাকত না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লিখতে আদেশ করতেন না।[২৮৩]

ইজমা থেকে দলিল

সাহাবীদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লেখাকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার রীতি চলে আসছে। ইবনুল কাইয়িম বলেন, খলিফাগণ, বিচারকগণ, আমীরগণ ও কর্মচারীরা সর্বদাই একজন অন্যজনের লেখার ওপর আস্থা দেখিয়ে আসছেন।

২৮১. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৪৭; আস-সানআনী, *সুবুলুস সালাম*, খ. ৩, পৃ. ১০৪; আহমাদ ইবরাহীম, *তুরুকুল কাযা ফিশ-শরিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ৬৪।

২৮২. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, খ. ৪, পৃ. ২, হাদিস নং ২৭৩৮; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, খ. ৩, পৃ. ১২৪৯, হাদিস নং ১৬২৭।

২৮৩. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৪৮; আহমাদ ইবরাহীম, *তুরুকুল কাযা ফিশ শরিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ৬৫।

লেখাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কেউ এটার আলাদা সাক্ষ্য কিংবা পড়ে স্বীকারোক্তি দিত না। এ আমল নবীযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলমান।[২৮৪]

যুক্তি

বিবেক-যুক্তিও বলে, লেখা কিছু প্রমাণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য হওয়াই উচিত। কারণ আজ আমরা যে হাদিস-কুরআন-ফিকহ পড়ছি সবই তো আমরা লিখিতই পেয়েছি। নির্ভরযোগ্য না হলে আমাদের সময় পর্যন্ত আসত না। তাছাড়া প্রশিদ্ধ কা'য়িদাহ ফিকহিয়্যাহ বা ফিকহী মেক্সিমস বা ফিকহের সূত্রিত নিয়মনীতির প্রসিদ্ধ বচননীতিসমূহের একটি হচ্ছে, "লেখা সম্বোধনের ন্যায়" (الكتاب كالخطاب)।[২৮৫] অর্থাৎ লেখা মনের ভাব এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে শব্দের মতোই কার্যকর। বলা হয়, "কলম মানুষের দুই মুখের একটা"। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হাতের জিহ্বা হলো লেখা। কেউ কেউ বলেছেন, লেখা তো বলার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কারণ বলাটা উপস্থিত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয় আর লেখাটা উপস্থিত-অনুপস্থিত সবার জন্য।[২৮৬] তাছাড়া মানুষ আদিকাল থেকেই এটা গ্রহণ করে আসছে।[২৮৭]

প্রণিধানযোগ্য মত

ওপরের আলোচনায় আমার নিকট লেখা গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হওয়াটাকেই প্রণিধানযোগ্য মনে হচ্ছে। কারণ এই মতের স্বপক্ষে দলিলগুলো বেশি শক্তিশালী এবং তা অনেকাংশে প্রশ্নাতীত। তাছাড়া এটি শরী'য়তের সর্বসম্মত সামগ্রিক কা'য়িদাহ বা নীতি "ইসলামে অসাধ্য সাধন নেই"[২৮৮]-এর সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ; কারণ লেখা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হলে সমাজে করুণ সমস্যার সৃষ্টি হবে। জনস্বার্থের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসবে। শুধু জালিয়াতির সম্ভাবনায় একে অগ্রহণযোগ্য বললে জনকল্যাণ রহিত হবে। কারণ বর্তমানে জালিয়াতি রোধ করার আধুনিক নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি বের হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে চুক্তিগুলো বিশেষ করে ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ই-লেখার মাধ্যমে দালিলিক প্রমাণ করার হুকুম

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের জীবনপ্রণালিও প্রতিনিয়তই উন্নত ও নবায়ন হচ্ছে। মানুষের জীবনপ্রণালির এই পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইসলামী শরীয়ত মানবজাতির জন্য এমন সব সামগ্রিক মূলনীতি ও উৎস উপহার দিয়েছে, যা স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে মানুষের সর্বদিক ও সবসময়ের উদ্ভূত বিষয়ের যাবতীয় দিকগুলোর সমাধান ও নির্দেশনা প্রদানে ঐশী শক্তি রাখে। ইসলামী শরী'য়াহর উৎসগুলো এমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন যেখানে সকল যুগের ছোট-বড় তমসাচ্ছন্ন প্রশ্নগুলোও সমাধানের দিশা পায়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতেবী (৭২০-৭৯০ হি.) বলেন, ইসলামী শরীয়ত প্রতিটি শাখাপ্রশাখার বিষয়ে আলাদা বিস্তারিত বিধান দেয়নি। বরং এমন কিছু চমৎকার মূলনীতি ও দিগ্‌নির্দেশনা দিয়েছে যা অগণিত শাখাপ্রশাখাকে ধারণ করে এবং সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।[২৮৯]

সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ সরাসরি কোনো বিধান দেয়নি, সেখানে ইসলাম মূলনীতির আলোকে যথাযথ ইজতিহাদের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তৃতীয় উৎস হিসেবে মানুষের সকল উদ্ভূত পরিস্থিতির বিধান নির্ণয়ের এক

---

২৮৪. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৫১।

২৮৫. আল-বারনূ, মুহাম্মাদ সুদকী ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, *মাওসূয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ* (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৬২।

২৮৬. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৪৮; আদ-দীনূরী, আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবা, *উয়ূনুল আখবার* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি.), খ. ১, পৃ. ১০৭।

২৮৭. হুসাইন, ড. আহমাদ ফারাজ, *আদিল্লাতুল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩৩১।

২৮৮. ইবন আশুর, মুহাম্মাদ আত-তাহির, *মাকাসিদুশ-শারী'য়াহ* (কাতার : ধর্ম মন্ত্রণালয়, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪৮৭।

২৮৯. আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক, *আল-মুয়াফিকাতু ফি উসুলিশ শরী'য়াহ* (মিশর : দারু ইবন আফফান, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪।

চমৎকার পথ ও পন্থার সুবিধা রেখেছে। ইসলামী বিধানগুলোর সাথে জনকল্যাণের নিবিড় সম্পর্ক আছে। ইসলামী বিধানাবলি হয়তো জনস্বার্থকামী নয়তো অকল্যাণ ও ক্ষতি দূর করাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।[২৯০]

ফলে আমরা বলতে পারি, ইসলামী শরী'য়তের কোনো মূলনীতির বিপরীতে না গেলে সকলপ্রকার আধুনিক উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ নিজের অধিকার ও লেনদেন সাব্যস্ত করার বৈধতা রয়েছে। যদি তাতে জনকল্যাণ নিহিত থাকে। তবে এ কথা বলার অবকাশ নেই, যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ-তে সরাসরি স্পষ্ট বিধান নেই তা মুসলমানদের জন্য অবৈধ। বরং দেখতে হবে যে, বিয়ষটা কুরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্যগত আবেদন বা মাকাসিদুশ শারী'য়ার আলোকে বৈধ কি না।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম যে, আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে কোনো দাবি বা অধিকার নির্ণয়ে মূলত ইসলামে কোনো বাধা নেই। সুতরাং ই-লেখা অবশ্যই কোনো দাবি-অধিকার প্রমাণে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ তা ইসলামী শরী'য়াহর কোনো উৎস কিংবা মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

তাছাড়া ইসলামী ফিকহের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলিতে আমরা যা পাই তাতেও বোঝা যায়, ইসলামী আইন লেখার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি। বরং সেটা কাগজেও হতে পারে বা কালির কলমেও হতে পারে অথবা খোদাই করাও হতে পারে অথবা অন্যকিছু। নিম্নে আমরা কিছু নজির উপস্থাপন করছি—

১. 'আম-নাজমুল ওহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ' নামক গ্রন্থে এসেছে, লেখাটা কীসে লিখবে এর মূলনীতি হলো, যেখানেই লেখা যায়, যেমন কাগজ, কাঠ, কাপড়, হাড় ইত্যাদি, সেখানেই লিখতে পারবে

২৯০. সুলতানুল ওলামা, ইয্যুদ্দিন ইবন আব্দুস সালাম, *কাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম* (কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৭।

এবং তা কালির কলম বা শিশ কলম হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। তেমনইভাবে জমিতে রেখা টেনেও লেখা যেতে পারে।[২৯১]

২. বিখ্যাত ইসলামী বিধিবদ্ধ আইনের সংকলন 'মাজাল্লাহতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' গ্রন্থে এসেছে, যদি কোনো লেখা কাগজ ছাড়া অন্য কিছুতে লেখা হয়, আর সে সমাজে তার প্রচলন থাকে তবে তা গ্রহণ করা হবে। নতুবা গ্রহণযোগ্য হবে না। মোটকথা প্রতিটি লেখা প্রচলন অনুসারে তার মৌখিক বিবরণের মতোই দলিল হবে। অর্থাৎ যেকোনো লেখা মানুষের মাঝে প্রচলিত যেকোনো উপকরণে লিখতে পারবে যদি লেখাটি সমাপ্তির পরেও থাকে এবং যেকোনো সময় প্রয়োজন হলে তার দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকে।[২৯২]

৩. প্রসিদ্ধ 'রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার' (ফাতাওয়া শামী) গ্রন্থে এসেছে, ব্যবসায়ী, মানি এক্সচেঞ্জার আর ব্রোকারের লেখা দলিল হবে। যদি সেটা সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হয়। তেমনইভাবে সাধারণ মানুষের লেখাও দলিল হবে প্রথা অনুসারে।[২৯৩]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, লেখার স্থান হিসেবে মানুষের মাঝে যদি বিশেষ কোনো মাধ্যম ও প্রথা প্রচলিত হয় যেমন ই-লেখা। এর মাধ্যমে দাবি, লেনদেন কিংবা অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে শরী'য়তে কোনো বাধা নেই; কারণ এগুলো শরী'য়তের কোনো উসূল কিংবা কোনো মূলনীতির পরিপন্থী নয়। ইসলামী শরী'য়তে অবশ্য এমন কোনো নিয়ম নেই যে নতুন কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। তবে তা অবশ্যই সন্দেহ ও জালিয়াতমুক্ত হতে হবে। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে ই-লেখা পড়া ও বোঝার ক্ষেত্রে তা সাধারণ লেখার মতোই। বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত লেখার চেয়ে ই-লেখা নিরাপত্তায়, সংরক্ষণের স্থায়িত্বে ও

২৯১. আদ্দুমাইরী, *আন-নাজমুল ওহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ. ৪৯৪।
২৯২. আলী হায়দার, খোয়াজা আমিন আফিন্দি, *দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম* (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৯।
২৯৩. ইবন আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৬।

বিশেষত্বে বেশ এগিয়ে আছে। কারণ ই-লেখায় লেখকের পরিচয়ও মিলছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ হবে।[২৯৪]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রমাণ হিসেবে লেখাকে পেশ করার যোগ্যতা নির্ভর করে সুপ্রথার ওপর। এ কথাও বলা দরকার যে, যারা এটাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যোগ্য মনে করেন না তারা কিন্তু নানা বিষয়ে এ সমস্যাকে চিন্তা করেই এটাকে জায়েয বলেননি। যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। কিন্তু যখন ওলামায়ে কেরামগণ দেখলেন যে বিষয়টি একটা সুপ্রথায় পরিণত হয়েছে, তখন তারা এর প্রয়োজনেই বৈধতার মত দিয়েছেন।[২৯৫]

ইবন আবিদীন বলেন, লেখার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করাকে বৈধতা দেওয়া প্রথার জন্য, মৌলিক লেখার জন্য নয়।[২৯৬]

ই-লেখা দলিল হওয়ার শর্তসমূহ

ই-লেখা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা বৈধ এ বক্তব্যের প্রবক্তা ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটা বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। এগুলো নিম্নরূপ—

১. ই-লেখাটি অবশ্যই স্পষ্ট এবং পাঠযোগ্য হতে হবে

স্পষ্ট লেখা বলতে যা পড়ে বোঝা যায়। কোনো ধরনের অস্পষ্টতা না থাকতে হবে, যাতে উক্ত লেখা পড়ার পর বিষয়বস্তু পরিষ্কার হয়। লেখার ক্ষেত্রে ভাষা নির্দিষ্ট করার কোনো শর্ত নেই। বরং পক্ষদ্বয় বুঝতে পারে এমন যেকোনো ভাষায় লিখতে পারবে। যদি লেখা এমন অস্পষ্ট হয় যে, এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বোধগম্য নয়, তবে তা দলিল হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[২৯৭]

২৯৪. হিজাযি, ড. মান্দী আবদুল্লাহ, *আত-তা'বীর আনিল ইরাদাহ আন তরিকিল ইন্টারনেট* (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল ফিকরিল জামিয়ী', ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪২৯-৪৩০।

২৯৫. আবুল ইয, আলি মুহাম্মাদ আহমাদ, *আত-তিজারাতুল ইলেকট্রোনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, (জর্দান : দারুল নাফায়েস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩১০; সিওয়ার, ড. মুহাম্মাদ অহিদুজ্জামান, *আশ-শিকলু ফিল ফিকহিল ইসলামী : দিরাসাতুন মুকারানাহ*, (সৌদী আরব : মা'হাদুল ইদারাহ আল-আম্মাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৯৪।

২৯৬. ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৫, পৃ. ৪৩৬।

২৯৭. আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি*, খ. ৩, পৃ. ১০০; ইবন আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ৫, পৃ. ৪৩৬; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১৬০।

এ শর্ত পূরণ করতে লেখাটি অবশ্যই সঠিক নিয়মে স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। কোনো কিছু মোছা কিংবা ঘষে তোলা না হতে হবে। যদি মুছতেই হয় তবে এমনভাবে মুছবে বা কাটবে যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এবং অন্য লেখার সাথে মিলে না যায়।[২৯৮]

এই শর্ত সাধারণ লেখাতে যেমন বাস্তবায়িত হয় তেমনইভাবে ই-লেখাতেও বাস্তবায়ন হয়। কেননা লেখার মৌলিক উদ্দেশ্য তথা পড়া এবং বোঝার দিক দিয়ে ই-লেখা সাধারণ লেখার মতোই। যদি ই-লেখা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হার্ডডিস্ক কিংবা সিডিতে সংরক্ষিত হয় এবং পাঠক তা কম্পিউটার, মোবাইল বা অন্যান্য ডিভাইসে পড়তে কিংবা কাগজে মুদ্রণ করেও পড়তে পারে তাহলেই হবে।[২৯৯]

সুতরাং বোঝা গেল, কোনো কিছু প্রমাণের ক্ষেত্রে কেবল সাধারণ হস্তলেখাই শুধু দলিল নয় বরং ইন্টারনেটসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল পদ্ধতির ই-লেখাও এর অন্তর্ভুক্ত।[৩০০]

২. লেখাটি স্থায়ী হতে হবে

প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য লেখাটা বিষয়বস্তুর ভাব প্রকাশক হিসেবে স্থায়ী হতে হবে। এটা শর্ত নয় যে কালি দিয়ে লিখতে হবে কিংবা খোদাই করতে হবে অথবা কাগজেই লিখতে হবে। বরং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই লিখতে পারবে।[৩০১] তবে লেখাটা যেন স্থায়ী হয় এবং প্রয়োজনে

২৯৮. মুহাম্মাদ ইবন মা'জুয, *ওসায়িলুল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী* (আর-রাবাত, মরক্কো : দারুল হাদিস আল-হুসাইনিয়্যাহ, ১৪০৪ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩৮।

২৯৯. আবুল হিজা, মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, *উকূদুত তিজারাতিল ইলেকত্রনিয়্যাহ* (আম্মান : দারুস সাকাফাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃষ্ঠা-৬৬; আবু হাইবাহ, ড. নাজওয়া, *আত-তাওকীউল ইলেকত্রনি : তারিফুহু, হুজ্জিয়াতুহু ফিল ইসবাত* (কায়রো : দারুন নাহজাতিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ২৯।

৩০০. হিজাজী, ড. মান্দি আবদুল্লাহ, *আত-তা'বীর আন তারিকিল ইন্তারনেত*, পৃ. ৪৩৩।

৩০১. আদ্দুমাইরী, কামাল উদ্দীন, মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবন ঈসা, *আন-নাজমুল ওহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, খ. ৭, পৃ-৪৯৪; আলী হায়দার, খাজা আমিন উদ্দীন আফিন্দী, *দুরারুল হুক্কাম ফি শরহী মাজাল্লাতিল আহকাম*, খ. ১, পৃ. ৪৯৪।

দেখা যায় কিংবা কোথাও পেশ করে কোনো অধিকার প্রমাণ করা যায়। বিবাদের সময় পেশ করার মতো হয়।[৩০২]

এ শর্তটা সকলপ্রকার লেখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে আমরা দেখি সাধারণ লেখার তুলনায় ই-লেখাতেই স্থায়িত্ব বেশী। কারণ সাধারণ লেখা তো কোনো দুর্ঘটনা, বিপর্যয়, আর্দ্রতা, অগ্নিকাণ্ড, পোকার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। ই-লেখা ইন্টারনেটে কিংবা অন্য মাধ্যমে সংরক্ষণ করলে এমন হয় না।

তবে হ্যাঁ, ই-লেখাও কখনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইলেকট্রনিক কিংবা প্রযুক্তিগত ত্রুটি ও ব্যর্থতায় অনেক সময় ই-লেখার সংরক্ষিত স্থানগুলোতে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার মতো প্রযুক্তিও এখন পাওয়া যায়। যেমন অধুনা আবিষ্কার 'Document Image Processing' নামক প্রোগ্রাম অথবা অনুরূপ অন্যান্য প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে ই-লেখায় সংরক্ষিত সকল ডাটা-উপাত্ত কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই স্থিরচিত্রে রূপান্তর করে নিরাপদে রাখার নিশ্চয়তা রয়েছে।[৩০৩]

তাছাড়া এসব তথ্য-উপাত্ত ই-লেখায় নিরাপদ রাখার জন্য আরেকটি সিস্টেম চালু হয়েছে। এটা হলো 'Aunthentication Authority', এতে তথ্য-উপাত্ত একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এ পাসওয়ার্ড ছাড়া এটা খোলা যাবে না। ফলে ই-লেখাটা নিরাপদ থাকবে।[৩০৪]

অতএব আমরা দেখতে পাই, স্থায়িত্বের শর্তটা ই-লেখাতে বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু অনেক আধুনিক প্রোগ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে যার মাধ্যমে এসব তথ্য-ডাটা নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায় ও প্রয়োজনে খুব সহজে

৩০২. জুমাইয়ী, ড. হাসান আবদুল বাসেত, *ইসবাতু তাসাররুফাতিল কানুনিয়্যাহ আল্লাতি ইয়াতিম্মু ইবরামুহু 'আন তারিকিল ইন্তারনেত*, পৃ. ২১।

৩০৩. আবুল হিজা, মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, *উকূদুত তিজারাতিল ইলেকত্রনিয়্যাহ*, পৃ. ৬৬।

৩০৪. প্রাগুক্ত।

উপস্থাপনও করা যায়। সুতরাং সাধারণ লেখার মতো ই-লেখার দ্বারাও কোনো অধিকার বা দাবি প্রমাণিত করা যাবে।[৩০৫]

৩. জালিয়াতি থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা

লেখা গ্রহণযোগ্য হওয়া নির্ভর করে অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত হওয়ার ওপর। তাই লেখা যেন পরিবর্তন না করা যায় কিংবা বিকৃতি না করা যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। সকল প্রকার জালিয়াতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। যদি এমন হয় যে লেখাটি স্পষ্ট কিন্তু বিচারক এর শুদ্ধতা নিয়ে সন্দিহান, এর মধ্যে ঘষামাজা থাকার কারণে কিংবা কেউ জালিয়াতির সাক্ষী দেওয়ার কারণে, তখন কিন্তু বাদীর ওপরই এর শুদ্ধতা-সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব।

'মাজাল্লাতুল অহকামিল আদালিয়্যাহ' গ্রন্থে এসেছে, মোটকথা সনদ যখন জালিয়াতি এবং বিকৃতির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হবে তখন এর কার্যকারিতা থাকবে।[৩০৬]

উক্ত গ্রন্থের ১৭৩৬ নং ধারায় এসেছে, লেখা আর সীলের কার্যকারিতা থাকবে যখন এগুলো জালিয়াতির সম্ভাবনামুক্ত হবে।[৩০৭]

যদিও ই-লেখা হার্ডডিস্ক, সিডি, ফ্লপি ডিস্ক, পেনড্রাইভ ও ইন্টারনেট ইত্যাদিতে রক্ষিত হয়। এখানে দু'পক্ষের মধ্যে সুবিধা অনুযায়ী লেখার বিষয়বস্তু ও মূলভাষ্য সংশোধন কিংবা সংযোজনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। এবং কোনো চিহ্ন না রেখেই।[৩০৮] তবে সকল ডকুমেন্টস নিরাপদে রাখার জন্য এবং উদ্ভূত সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি বাজারে এসেছে। যা কোনো তথ্যকে সর্বোচ্চ অবিকৃত রাখার চেষ্টা করে।

৩০৫. জুমাইয়ী ড. হাসান আবদুল বাসেত, *ইসবাতুত তাসাররুফাতিল কানুনিয়্যাহ আল্লাতি ইয়াতিম্মু আন তারিকিল ইন্তারনেত*, পৃ. ২৪; লুৎফি, ড. মুহাম্মাদ হুসাম, *আল-ইতারুল কানুনি লিল-মুয়া'মালাতিল ইলেকট্রোনিয়্যাহ* (কায়রো : ২০০২ খ্রি.) পৃ. ১৩৩।

৩০৬. সম্পাদনা পর্ষদ, *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ* (বৈরুত : আলমাতবায়াতুল আদাবিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৩১৮।

৩০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

৩০৮. মুমিনি, বাশ্‌শার তলাল আহমাদ, *মুশকিলাতুত তায়া'কুদ আবরাল ইন্তারনেত*, পৃ. ১০৫।

তাছাড়া ই-লেখা প্রিন্ট করে সাধারণ লেখার মতো একটি পরিপূর্ণ কাগুজে ডকুমেন্ট হিসেবেও সংরক্ষণ করা যায়।

সুতরাং ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, লেখা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি সম্পূর্ণরূপে ই-লেখাতে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ফলে দাবি কিংবা অধিকার প্রমাণের ক্ষেত্রে ই-লেখাও একটি গ্রহণযোগ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল।

****

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ই-স্বাক্ষর ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা

হাতে লেখা কিংবা ডিজিটাল লেখা কোনো দলিলই স্বাক্ষর ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না। লিখিত দলিলও স্বাক্ষর না থাকলে তার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণিক শক্তি হারায়। সুতরাং লিখিত দলিলের জীবনীশক্তি হচ্ছে এই স্বাক্ষর। এই স্বাক্ষরই বলে দেয় লিখিত যাবতীয় বিষয়াদির সাথে স্বাক্ষরদাতার ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক দায় আছে কি না। লেখাটা কার সেটা মুখ্য বিষয় নয়। তবে স্বাক্ষরটাই মুখ্য।[৩০৯]

আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের আদান-প্রদান ও পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন বেড়েছে। ফলে স্বহস্তে স্বাক্ষর যেমন নিয়মনীতিতে উজ্জ্বল ছিল ঠিক ততটাই অনুজ্জ্বল হচ্ছে এসব ডিজিটাল কাগজপত্রের স্বাক্ষরের বিষয়টি। কিন্তু স্বাক্ষর তো দলিলের প্রধান অনুষঙ্গ। এখানে তো কোনো দুর্বলতা বা সন্দেহ রাখার সামান্য সুযোগও নেই। ফলে সেখানে এখন আবিষ্কৃত হয়েছে এক ধরনের স্বাক্ষর যার নাম ই-স্বাক্ষর। এর পরিচয়, বিধান কার্যকারিতা কী? সেটাই আমরা নিম্নে আলোচনা করব।

ই-স্বাক্ষরের পরিচয়

ইন্টারনেটে প্রচলিত আদান-প্রদান ও পারস্পরিক চুক্তিতে ই-স্বাক্ষর সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য আমরা প্রথমে সাধারণ স্বাক্ষর নিয়ে সামান্য আলোকপাত করব। ফলে এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৩০৯. যাহরা, ড. মুহাম্মাদ আল-মুরসি, *আদ-দলিলুল কিতাবী ওয়া হুজ্জিয়াতু মুখরাজাতুল কম্পিউতার ফিল ইসবাত* (কায়রো : দারুন নাহদা আল-আরাবিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ৮০৭।

সাধারণ স্বাক্ষর

স্বাক্ষরের অর্থ সূক্ষ্ম ছাপ। লেখায় চিহ্ন দেওয়া। আমরা স্বাক্ষর বলতে বুঝি, কোনো ব্যক্তির নাম সাধারণভাবে অথবা নিজের নির্দিষ্ট চিহ্ন লেখা এবং এতে সহমত পোষণ করা।[৩১০]

কিংবা বলা যায়, কোনো কাজে ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা দলিলের যে সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে বোঝা যায় তাই স্বাক্ষর।[৩১১] আবার কেউ বলেন, ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন কর্মের ঘোষণা ডকুমেন্টে যে চিহ্নের মাধ্যমে জানা যায় তাই স্বাক্ষর।[৩১২]

স্বাক্ষর বলতে ম্যানুয়াল, লিখিত, সীল, ছাপ, ই-স্বাক্ষর সবই বোঝায়। এই স্বাক্ষরই স্বাক্ষরদাতার ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়।

সুতরাং স্বাক্ষর কোনো কিছু প্রমাণে স্বাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য। স্বাক্ষর লিখিত দলিলের আগে-পরে হতে পারে। স্বাক্ষরের জন্য কোনো দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই, তেমনই নেই সাক্ষীর বাধ্যবাধকতা।

সাধারণ স্বাক্ষরের প্রকারভেদ

সাধারণ স্বাক্ষর কয়েকরকম হতে পারে। হস্তাক্ষর, রেখাঙ্কিত চিহ্ন, লেখার দ্বারা এসব স্বাক্ষর হতে পারে। স্বাক্ষরের দ্বারা স্বাক্ষরদাতা এ কথার ঘোষণা দেয় যে, সে এসব বিষয়বস্তুর সাথে একমত। কখনো আবার এটা সীল বা আঙুলের ছাপের মাধ্যমেও হয়। নিচে এসবের যৎসামান্য আলোচনা করা হলো।

১. লিখিত স্বাক্ষর

লিখিত স্বাক্ষর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন ইঙ্গিত, চিহ্ন বা নিজস্ব পরিভাষা স্বহস্তে অঙ্কন করা। এ সাইন দ্বারা সে বিষয়বস্তুর প্রতি তার সমর্থন জানান

৩১০. মুহাম্মাদ রাওয়াজ কালআ'জী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত : দারুন নাদায়িম, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৫১।

৩১১. আলী মুহাম্মাদ আহমাদ আবুল ইয, *আত-তিজারাতুল ইলেকট্রনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩১৭।

৩১২. আল-উবুদি, ড. আব্বাস, *আস-সানাদাতুল 'আদিয়া ওয়া দাওরুহা ফিল ইসবাতিল মাদানী*, (আম্মান : দারুদ দাওলিয়্যাহ, দারুস সাকাফাহ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

দেয়।[৩১৩] এ প্রকার সাইনের কোনো বিশেষ নিয়ম নেই কিংবা ধরনও নেই। বরং দেখা যায় কেউ জ্যামিতিক স্টাইলে আবার কেউ নিজের মতো করে কিছু ইঙ্গিত করে সাইন করে। এ ধরনের সাইন মানবমস্তিষ্কের ত্বরিত বার্তার ফলাফল। চর্চা ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে তা মস্তিষ্কে থাকে, ফলে একসময় হাত এটাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।[৩১৪]

অবশ্য এ প্রকার সাইন অধিকাংশই বিজ্ঞলোকেরা করে থাকেন। এবং এটা ব্যাপক প্রচলিত বা প্রচারিত। আর সাধারণ মানুষ নাম লিখে।

২. সীল-ছাপ দেওয়া

লিখিত স্বাক্ষরের পরিবর্তে অনেক সময় দেখা যায় সীলের ব্যবহার। এটাও স্বাক্ষরের মতো সীলদাতাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয় এবং বিষয়বস্তুর ওপর একাত্মতা পোষণের ঘোষণা বোঝায়।

সীল বা সীলমোহর হচ্ছে এমন একটি ছাপ, যা কাগজে একটি বুটিসমেত মোম, কালি, রাবার, কাট, কাগজ, অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে তৈরি করা। মূল উদ্দেশ্য একটি নথির সত্যতা প্রমাণ।[৩১৫]

সীল-ছাপ দেওয়া বলতে বোঝায়

কোনো কাঠ, প্লাস্টিক কিংবা খনিজ পদার্থে নিজের নাম, স্বাক্ষর খোদাই করে বা রেখাঙ্কিত করে তা দিয়ে ডকুমেন্টস এবং চেক মোহর বা সীলযুক্ত করা।[৩১৬] সীলযুক্ত করা একটি কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসনীয় দিক আমাদের ইসলাম ধর্মে। ইসলামে প্রথম সীলযুক্ত করেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

৩১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৩১৪. আলী মুহাম্মাদ, আহমাদ আবুল ইয, *আত-তিজারাতুল ইলেকট্রনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩২০।

৩১৫. https://bn.wikipedia.org/wiki/মোহর-(সীলমোহর) (Visited on : 07-03-2020)

৩১৬. দাউদ, আহমাদ মুহাম্মাদ, *উসূলুল মুহাকামাতিশ শারীয়াহ*, (আম্মান : দারুস সাকাফাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৫৮৮।

لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، ونقشه: محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোমসম্রাটের নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করেন তখন তাঁকে বলা হলো, আপনার পত্র যদি সীলমোহরযুক্ত না হয় তবে তারা তা পাঠ করবে না। এরপর তিনি রৌপ্যের একটি আংটি বানান। এবং তাতে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (محمد رسول الله) খোদাই করা ছিল। (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমি যেন এখনো তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি।'[৩১৭]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সিলমোহরবিহীন চিঠি অসম্পূর্ণ এবং প্রাপককে অসম্মান দেখানো হয়।[৩১৮] এজন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾

'বিলকীস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে।'[৩১৯]

এই আয়াতের তাফসিরে এসেছে, 'সম্মানিত পত্র' অর্থ, সিলমোহরযুক্ত পত্র। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চিঠির সম্মান তা মোহরাঙ্কিত করা।[৩২০]

---

৩১৭. ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, হাদিস নং ৫৮৭৫, খ. ৭, পৃ. ১৫৭; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং-৫৩৭৩।

৩১৮. ইসফাহানি, মুহাম্মাদ আর-রাগিব, *মুহাদারাতুল উদাবা ওয়া মুহাওয়ারাতুশ শু'আরায়ি ওয়াল বুলাগা* (বৈরূত : দারুল আরকাম, ১৪২০ হি.), খ. ১, পৃ. ১৩৬।

৩১৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নামল আয়াত : ২৯।

৩২০. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, *মাফাতীহুল গাইব* (বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, ৩য় মুদ্রণ, ১৪২০ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৩৯; আল-কাদ্বায়ী, মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ, *মুসনাদুশ শিহাব*, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৬ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৫৮।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সন্দেহজনক থেকে মাটিও ভালো। অর্থাৎ কোনো পত্র মাটির সিলমোহরযুক্ত হলেও ভালো লেখায় সন্দেহ হওয়ার চেয়ে। এজন্য বলা হয়, সিলমোহর যুক্ত করো নিরাপদে থাকো।[৩২১]

ই-স্বাক্ষর

শব্দের বৈচিত্র্য থাকলেও এক অর্থকে কেন্দ্র করেই ই-স্বাক্ষরের অনেক সংজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। নিচে দু-একটি উল্লেখ করা হলো–

- ই-স্বাক্ষর হচ্ছে একটা সাংকেতিক উপাদান যা গঠিত হয় কয়েকটি অক্ষরের সমন্বয়ে কিংবা সংখ্যা, রেখাংশ বা ইঙ্গিতাংশের মাধ্যমে। এটা ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয় ইলেকট্রনিক কর্ম, ডিজিটাল বিন্যাস, আলোক কর্ম বা এরকম অন্য কোনো মাধ্যমে। যা স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিকে স্পষ্ট তুলে ধরে, অন্য মানুষ থেকে স্বাক্ষরকারী মানুষকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে।[৩২২]
- কেউ বলেছেন, ই-স্বাক্ষর মূলত কিছু অক্ষর বা সংখ্যা অথবা স্বতন্ত্র কিংবা ইঙ্গিতাংশ, কোনো বার্তা, অথবা সত্যায়নপদ্ধতি যা দ্বারা ওই লেখাকে বিশ্বস্ত করা হয়।[৩২৩]
- অনেকে বলেন, ই-স্বাক্ষর হলো একটি ইলেকট্রিকাল রেকর্ডপত্র যা বিভিন্ন অক্ষর, সংখ্যা কিংবা ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় এবং স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির পরিচয়কে অন্যদের থেকে পৃথক করে।[৩২৪]

ওপরের সংজ্ঞাসমূহ থেকে বোঝা যায় ই-স্বাক্ষর শুধু একরকম হয় না। বরং অনেক ব্যাপক, যেকোনো আধুনিক স্বাক্ষরই এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

৩২১. আল-কালাকশান্দী, আহমাদ ইবন আলী, *সুবহুল আ'শা ফি সানা'আতিল ইনশা*, খ. ২৪, পৃ. ৫৫৪।

৩২২. আলী মুহাম্মাদ আহমাদ আবুল ইয, *আত-তিজারাতুল ইলেকত্রনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩১৯।

৩২৩. লুৎফি, ড. মুহাম্মাদ হুসাম, *আল-ইতারুল কানুনী লিল মুয়ামালাতিল ইলেকত্রনিয়্যাহ* (কায়রো : দারুস সাকাফাহ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।

৩২৪. হিজাযী, ড. মানদি আব্দুল্লাহ, *আত-তা'বীর আনিল ইরাদা আন তারিকিল ইন্তারনেট*, পৃ. ৪২৯-৪৩০।

ই-স্বাক্ষর একটি আধুনিক আবিষ্কার যা সাধারণ স্বাক্ষরের সমস্ত আবেদন বজায় রাখে। তাই ই-স্বাক্ষর প্রকৃতপক্ষেই সাধারণ স্বাক্ষরের অনুরূপ মর্যাদা পেতে পারে। বরং নিরাপত্তার প্রশ্নে ই-স্বাক্ষর বেশী নিরাপদ। তবে সাধারণ স্বাক্ষর হয় হাতে, ই-স্বাক্ষর হয় ইলেকট্রনিক ডিভাইসে। ইন্টারনেটে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ই-স্বাক্ষর একটি ডিজিটাল প্রক্রিয়া। এখানে চুক্তিপত্র সবকিছুই ইলেকট্রনিক ডিভাইসে হওয়ায় স্বহস্তে স্বাক্ষরের সুযোগ থাকে না।[৩২৫]

ই-স্বাক্ষরের প্রকারসমূহ

ই-স্বাক্ষর নানাপ্রকার ও পদ্ধতির হয়ে থাকে—

১. ডিজিটাল স্বাক্ষর

ডিজিটাল স্বাক্ষর হলো, একটি ম্যাসেজ ডাইজেস্টের এনক্রিপটেড ভার্সন যা একটি ম্যাসেজের সাথে সংযুক্ত থাকে। প্রাইভেট ও পাবলিক কী (Key) নামে দুটি অংশের সমন্বয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর গঠিত হয়। মূলত তা একটি গাণিতিক পদ্ধতি যার সাহায্যে যেকোনো ডিজিটাল সংখ্যা বা ডাটাকে শনাক্ত করা যায়।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যখন একটি ই-মেইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠায় তখন হাজার হাজার সার্ভার ঘুরে মেইলটি গন্তব্যে পৌছায়। গতিপথের প্রতিটি সার্ভারে একেকটি নিরাপত্তাঝুঁকি থাকে। Script, Virus, Hacker এবং অন্যান্য ডিভাইস এখানে অনুপ্রবেশ করে তথ্য কপি করতে পারে। অধিকন্তু, অজান্তেই এই তথ্য পরিবর্তন করতে পারে।

তবে একটি ডকুমেন্টে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারপদ্ধতিতে যেকোনো জালিয়াতি ধরা সম্ভব এবং এ পদ্ধতিতে যথাযথ ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে কি না তা সহজেই যাচাই করা যায়।

---

৩২৫. আবু হাইবাহ, ড. নাজওয়া, *আত-তাওকিউল ইলেকত্রনি : তা'রিফুহু মাদা হুজ্জিয়াতুহু ফিল ইসবাত*, পৃ. ৪৫।

তাই ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা প্রদান।[৩২৬]

বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা

বর্তমানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির কার্যক্রম নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশ্বজুড়ে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত প্রযুক্তি হিসেবে বাংলাদেশে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল সার্টিফিকেট ব্যবস্থা স্থাপন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু করে "ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ ইলেকট্রনিক আকারে কোনো উপাত্ত, যাহা—

(ক) অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক উপাত্তের সহিত সরাসরি বা যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত; এবং

(খ) কোনো ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণীকরণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণক্রমে সম্পন্ন হয়—

(অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অনন্যরূপে সংযুক্ত হয়;

(আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সনাক্তকরণে সক্ষম হয়;

(ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এমন নিরাপদ পন্থায় যাহার সৃষ্টি হয়; এবং

(ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত উহা এমনভাবে সম্পর্কিত যে, পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তে কোনো পরিবর্তন শনাক্তকরণে সক্ষম হয়।[৩২৭]

---

৩২৬. http://www.cca.gov.bd/site/page/6414f0d0-42ea-4cca-a9b2-e9cda6eb9cb (Visited on 07-03-2020)

৩২৭. https://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDVfMDdfMTRfM183MF8xXzEyODQ0OA (Visited on: 07/03/2020); https://mimirbook.com/bn//3c3978a2a35 ; http://www.cca.gov.bd/site/page/6414f0d0-42ea-4cca-a9b2-e9cda6eb9cb0/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%95

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন)-এর ধারা-২-এর উপধারা (৩৬) "স্বাক্ষরদাতা" অর্থ স্বাক্ষর প্রস্তুতকারী যন্ত্র বা কৌশলের মাধ্যমে স্বাক্ষর প্রদানকারী ব্যক্তি।

উক্ত আইনের ধারা-৫। ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেকট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন।

ধারা-৬। ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনানুগ স্বীকৃতি

ধারা-৭। ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের আইনানুগ স্বীকৃতি[৩২৮]

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৬ নং আইন)-এর ধারা-২ উপ-ধারা-১-এর (ঝ)-এর বিধান সাপেক্ষে "ডিজিটাল" অর্থ যুগ্ম-সংখ্যা (০ ও ১/বাইনারি) বা ডিজিটভিত্তিক কার্যপদ্ধতি, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইলেকট্রিকাল, ডিজিটাল ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ওয়্যারলেস বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজিও এটার অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩২৯]

২. ই-পেন স্বাক্ষর

স্বাক্ষরকারী দালিলিক প্রমাণীকরণের ক্ষেত্রে ই-পেনের সাহায্যে নিজ হাতে একটি প্রোগ্রাম সংযুক্ত কম্পিউটারে অথবা অন্য কোনো ডিভাইসে স্বাক্ষর করে তা উক্ত প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারে সেভ করা যায়। ফলে পরে প্রয়োজনে যেকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

তবে এ প্রকারের স্বাক্ষরে ব্যবহারিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নিরাপত্তাঝুঁকি রয়েছে। যদিও এ স্বাক্ষর যথেষ্ট সহজ।[৩৩০]

%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF- (Visited on: 07/03/2020).

৩২৮. মো. ইমরান হোসাইন, *ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন* (ঢাকা : আবির পাবলিকেশন্স, ২০২১ খ্রি.) পৃ. ১১৪-১১৫।

৩২৯. *http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1261.html* (Visited on 28-10-2021)

৩৩০. আবু হাইবাহ, ড. নাজওয়া, *আত-তাওকিউল ইলেকত্রনি : তারিফুহু মাদা হুজ্জিয়াতুহু ফিল ইসবাত*, পৃ. ৪৫।

৩. বায়োমেট্রিক স্বাক্ষর

শারীরিক, প্রাকৃতিক, ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করেই বায়োমেট্রিক স্বাক্ষর গঠিত হয়। এই অর্থে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একজনের সাথে অন্য ব্যক্তির পৃথক হয়। প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও চিহ্নিত করতে পারে এ ধরনের স্বাক্ষর। ফলে যাবতীয় লেনদেনে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। ফিংগারপ্রিন্ট, আইরিশ, পাম ফিংগারপ্রিন্ট, রক্তচাপ এবং আঙুলের ছাপ এ প্রকার স্বাক্ষরের দৃষ্টান্ত।

মূলত কম্পিউটারে মেমোরির একটি ডিজিটাল বা এনকোডযুক্ত আকারে কম্পিউটারের ডিভাইসগুলো দ্বারা এ সবকিছু সুরক্ষিত ও সঞ্চিত থাকে। ফলে এ প্রকারের স্বাক্ষর দ্বারা লেনদেনের ক্ষেত্রে কেবল হুবহু স্বাক্ষর মিললেই সম্ভব হয় এবং কোনোপ্রকার পরিবর্তন কিংবা জালিয়াতির সুযোগ এ প্রকারের স্বাক্ষরে সম্ভব হয় না।[৩৩১]

প্রমাণের ক্ষেত্রে ই-স্বাক্ষর ব্যবহার করার শর'য়ী বিধান

ইসলামের প্রথম যুগে বিভিন্ন রাজাবাদশার নিকট চিঠি প্রেরণের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাক্ষর করতেন। নবীযুগ থেকে আজ অবধি স্বাক্ষরের প্রচলন বহমান। স্বাক্ষরের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ধারণের পাশাপাশি স্বাক্ষরিত বিষয়ে ব্যক্তির সম্মতি প্রকাশ করা। বর্তমানে উক্ত উদ্দেশ্যকে আরও নিরাপদ করতে স্বাক্ষরের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্নপ্রকার ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর।

যতদূর আমার মনে হয়, ডিজিটাল কন্ট্রাক্টে ই-স্বাক্ষর ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা ইসলামী শরী'য়তে নেই। কারণ—

ক. স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ধারণ করার পাশাপাশি স্বাক্ষরিত বিষয়ে তার সম্মতি প্রকাশ করা। আবার স্বাক্ষর শুধু লিখিত কোনো

---

৩৩১. আলী মুহাম্মাদ আহমাদ আবুল ইয, *আত-তিজারাতুল ইলেকট্রোনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল-ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩২৬।

অক্ষর, চিহ্ন কিংবা ইঙ্গিতের নাম নয়। স্বাক্ষরের মৌলিক উদ্দেশ্য ই-স্বাক্ষরে পুরোপুরি পাওয়া যায়।

খ. প্রমাণের মাধ্যমগুলো ইসলামে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা আকারে বর্ণিত হয়নি। বরং যা সত্যকে প্রকাশ করে তাকেই ইসলাম প্রমাণের মাধ্যম বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৩৩২]

গ. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ই-স্বাক্ষর সাধারণ স্বাক্ষরের তুলনায় অনেক নিরাপদ। বায়োমেট্রিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে তো নিরাপত্তাকে নিশ্ছিদ্র করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেহেতু স্বাক্ষরের যাবতীয় উদ্দেশ্য ই-স্বাক্ষরে প্রতিফলিত হয় এবং স্বাক্ষরের শর্তাবলি ই-স্বাক্ষরে বাস্তবায়ন হয় সেহেতু ই-স্বাক্ষর ব্যবহারে শরী'য়তের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়। বরং এটিই বাস্তব জীবনের সাথে বেশি উপযুক্ত এবং আধুনিক জীবনযাপনের বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩৩৩]

ঘ. স্বাক্ষর শুধু হস্তস্বাক্ষর, আংটির স্বাক্ষর কিংবা আঙুলের ছাপে সীমাবদ্ধ নয়। বরং স্বাক্ষর সনাতন এবং আধুনিক যেভাবেই হোক তার উদ্দেশ্য সাধিত হলে গৃহীত হবে।[৩৩৪]

তবে কিছু ই-স্বাক্ষরে জালিয়াতি, নকলকরণের যে সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সামান্য দ্বিধা সৃষ্টি হয়। তাই এ প্রকারের ই-স্বাক্ষরের চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্যতার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী। ফলে বিচারক বিচারকালে জাল স্বাক্ষর নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

---

৩৩২. ইবন ফরহুন, ইব্রাহীম ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ, *তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসূলিল আকজিয়াতি ওয়া মানাহিজিল আহকাম*, (কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ লিতত্বরাস, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪১।

৩৩৩. আলী মুহাম্মাদ আহমাদ আবুল ইয, *আত-তিজারাতুল ইলেকট্রোনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিলফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৩৩৪।

৩৩৪. হিজাজী, ড. মানদি আব্দুল্লাহ, *আততা'বীর আনিল ইরাদা আন তারিকিল ইন্তারনেত*, পৃ. ৪৬১।

ঙ. ইসলামী শরী'য়াহর একটি মূলনীতি হচ্ছে যা-কিছু শর'য়ী কল্যাণ বহন করে তাই বৈধ। যদি না সেটা অধিক কল্যাণকর কোনো বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। আর যা-কিছু অকল্যাণকে দূর করে তাও বৈধ।

নিরন্তর ই-স্বাক্ষর শর'য়ী কল্যাণ ও যুগের চাহিদা পূরণ করে চলেছে। তাই এটা বৈধ। বরং ইসলামী ফিকহের নীতিমালা তো এত ব্যাপক যে কোনো নবাগত বিষয় যদি মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং অকল্যাণ দূর করে কল্যাণ বহন করে তাকেও বৈধতার স্বীকৃতি দেয়। কেননা ইসলামের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম প্রতিটি যুগ ও কালের সকল নবাগত কল্যাণকর বিষয়গুলোকে বৈধতা দেয়।[৩৩৫]

****

---

৩৩৫. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী* (দামেশক : দারুল খাইর, ২য় মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩০১।

উপসংহার

চয়িত পদ্ধতিতে গবেষণার শেষ প্রান্তে এসে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করছি। তিনিই তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এ গবেষণার ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের সঠিক নীতিমালা এবং বিবাহ ও বিচ্ছেদের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. ইসলামী ফিকহের উৎসসমূহ এতটাই দীপ্তিমান যে নব্য ঘটিত প্রতিটি বিষয়েই বিশ্লেষণপূর্বক সমাধানের আভা ছড়াতে সক্ষম।

২. মূলত ইসলামে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

৩. শরী'য়তের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত না হলে নবপদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদনেও কোনো বাধা নেই।

৪. মানবজীবনের প্রাত্যহিক অংশে প্রথার এক বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর পারস্পরিক যোগাযোগ ও লেনদেনেও এ প্রভাবের তীব্রতা কয়েক পারদ মিটার বেশী পরিলক্ষিত হয়।

৫. বিবাহ, তালাকে উভয় পক্ষের মাঝে ইন্টারনেটের ভূমিকা মধ্যস্থতার।

৬. অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্টারনেটে সম্পাদিত বিবাহ, বিচ্ছেদের চুক্তি নিয়মিত চুক্তির মতোই হয়। আবার কখনো কখনো বিপরীতও হয়।

৭. ইন্টারনেট হচ্ছে কমিউনিকেশন মিডিয়া। এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় তা একটা গ্রহণযোগ্য মাধ্যম বলে বিবেচিত। কেননা এটা তো মূলত চিঠি কিংবা দূত মারফত চুক্তি সম্পাদনেরই অনুরূপ।

৮. সময়ের বিবেচনায় অনলাইনে সম্পাদিত চুক্তি সরাসরি উপস্থিত দু-ব্যক্তির মতো, এবং স্থানের বিবেচনায় অনুপস্থিত দু-ব্যক্তির মাঝে সম্পাদিত চুক্তি হিসেবে বিবেচিত।

৯. লিখিত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা কাগজেই লেখা থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ইসলাম আরোপ করেনি। বরং সেটা সনাতন কিংবা ডিজিটাল ই-লেখা, যেভাবে যেখানেই লেখা হোক, কিংবা চিত্রিত হোক সকল পন্থারই বৈধতা ইসলাম দিয়েছে যদি প্রতারণা থেকে নিরাপদ হয়।

১০. শরী'য়তের সাধারণ নীতিমালা মেনে অনলাইনে সম্পাদিত বিবাহ, তালাক, বিচ্ছেদসহ অন্যান্য চুক্তিও বৈধ।

১১. প্রকৃতপক্ষে, ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে সম্পাদিত চুক্তির মতোই বিবেচনা করা হবে।

১২. দূরদূরান্ত থেকে কিংবা অনুপস্থিতিতে চুক্তি করলে যেমন চুক্তিতে কোনো প্রভাব পড়ে না তেমনই নেটে চুক্তি করলেও কোনো সমস্যা হয় না।

১৩. সময়ের চাহিদা ও অপকর্মরোধের নিমিত্তে অনলাইনে বিবাহ ও প্রস্তাব প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষে বৈধ।

১৪. পাশাপাশি অনলাইনে তালাক ও এতদসংক্রান্ত বৈধভাবে সাক্ষ্য দেওয়ার উপায়ও আছে।

সুপারিশ

১. এ গবেষণার মতো সমকালীন অন্যান্য ইস্যুতেও গবেষকগণ মনোযোগী হবেন।

২. বর্তমান সময়ে অনেক ইসলামবিদ্বেষী ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে। তারা তাদের অলীক যুক্তির তোড়ে ইসলামকে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের এহেন ঘৃণ্য কর্মের সমুচিত জবাব ও প্রতিরোধের কর্মসূচিতে মুসলিম উম্মাহর উচিত এই আধুনিক প্রযুক্তি শক্তভাবে ব্যবহার করা। এর মাধ্যমেও ইসলামের সৌন্দর্য, উদারতা, শিক্ষা ও মহান আবেদনকে মানুষের মাঝে প্রচার করা সম্ভব। ইসলামের সর্বজনীন চরিত্র ও সর্বকালের প্রয়োগযোগ্যতাও এখান থেকে প্রচার করা উচিত।

৩. ই-চুক্তির অন্যান্য দিক যেমন ই-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ই-ট্রিটি, ইলেকট্রনিক মানি ইত্যাদি বিষয়ে পিএইচ.ডি, পোস্টডক গবেষণা কিংবা অন্য কোনো প্রামাণ্য গবেষণাকর্ম সম্পাদনের উদ্যোগ নিতে একাডেমিশিয়ান গবেষকদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল।

।। সমাপ্ত ।।

তথ্যপঞ্জি

১. **আল-কুরআন**

২. মাহরুস, মানসুর মুহাম্মাদ, **দলিলু মাওয়াকিয়িল ইন্তারনেত**, রিয়াদ : দারুল আসর, ২০০০ খ্রি.।

৩. আল-ইয়াভী, ইয়াহইয়া, **কামুসুল কারী, ইংলিশ-আরবী**, অক্সফোর্ড : মাতবা'য়াতুল জামিয়া', ১৯৮৪ খ্রি.।

৪. আলফুনতূখ, আব্দুল কাদের, **আল-ইন্তারনেত লিল মুসতাখদিমিল আরাবী**, রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১৯৯৬ খ্রি.।

৫. বাসয়ূনী, আব্দুল হামীদ, **আততা'লীম ওয়াদ্দিরাসাতু আলাল ইন্তারনেত**, কায়রো : আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, ২০০১ খ্রি.।

৬. শাহীন, বাহা, **আদ্দলিলুল ইলমি লি-ইসতেখদামিল ইন্তারনেত**, কায়রো : মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ লিউলুমিল হাসিব, ১৯৯৭ খ্রি.।

৭. বিল গেতস, **আল-মা'লুমাতিয়্যাহ বা'দাল ইন্তারনেত তরিকুল মুস্তাকবিল**, আব্দুল সালাম রিদওয়ান অনূদিত, কুয়েত : সিলসিলাতু আলামিল মা'রিফা' : সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কুয়েত কর্তৃক প্রকাশিত, সংখ্যা ২৩১, মার্চ ১৯৯৮ খ্রি.।

৮. খাইয়্যাল, ড. মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ, **আল-ইন্তারনেত ওয়া বা'দুল জাওয়ানিবিল কানুনিয়্যাহ**, কায়রো : দারুন নাহদা, ১৯৯৮ খ্রি.।

৯. আলমুসতারিহী, হুসাম মুহাম্মাদ, **কাইফা তাসতাখদিমুল কম্পিউতার**, আম্মান : দারু উসামা, তা. বি.।

১০. বিল গেটস, **ইনফরমেটিক্স আফটার দি ইন্টারনেট**, অনুবাদ, আব্দুস সালাম রিদোয়ান, কুয়েত : ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কালচার আর্টস, ১৯৮৭ খ্রি.।

১১. আব্দুল গনী, খালেদ মাহমুদ, **রিহলাতুন ইলা আলামিল ইন্তারনেত**, কায়রো : মাতাবেউ আখবারিল ইওম, ১৯৯৭ খ্রি.।

১২. আল-মুসতারাইহি, হুসাম মুহাম্মাদ, **কাইফা তাসতাখদিমুল কম্বিউতার ওয়াল ইন্তারনেত**, আম্মান : দারু উসামা, তা. বি.।

১৩. অ্যাকুলন, সিমন, **আততিজারাতু আলাল ইন্তারনেত**, ইয়াহইয়া মুসলেহ অনূদিত, আমেরিকা : বাইতুল আফকার আদ্দাওলিয়াহ, ১৯৯৯ খ্রি.।

১৪. আস-সানাদ, ড. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ, **আল-আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ লিততা'য়ামুলাতিল ইলেকক্রনিয়্যাহ**, মদীনা : আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, ১৪৩৫ হি.।

১৫. উসাইরী, ড. আলী ইবন আব্দুল্লাহ, **আল-আসার আল-আমনিয়্যাহ লি-ইসতিখদামিশ শাবাবি লিল-ইন্তারনেত**, রিয়াদ : জামিয়াতু নায়েফ আল-আরাবিয়্যাহ লিল-উলূমিল আমনিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.।

১৬. আশ-শাহরী, ফায়েয, **ইসতেখদামাতু শাবাকাতিল ইন্তারনেত ফিল ই'লামিল আমনিল আরাবিয়্যি**, মাজাল্লাতুল বুহুস আল-আমনিয়ায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, কুল্লিয়াতুল মালিক ফাহাদ আল-আমানিয়্যাহ, সংখ্যা : ১৯, শাবান, ১৪২২ হি.।

১৭. আল-আবীদ, মানসুর ফাহাদ, **ইন্তারনেত ইস্তেসমারুল মুস্তাকবিল**, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৬ খ্রি.।

১৮. মুজাহিদ, ড. উসামা আবুল হুসাইন, **খুসুসিয়্যাতুত তায়া'কুদ আবরাল ইন্তারনেত**, কায়রো : দারুন নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.।

১৯. আব্দুল আযীম, ড. হামদি, **ইকতিসাদিয়াতুত তিজারাতিত দাওলিয়্যাহ**, কায়রো : আলামুল গদ, তা. বি.।

২০. আল-মাযরুয়ী, মাওযাহ, **আল-ইখতেরাকাতুল ইলেকট্রনিয়্যাহ খাতারুন কাইফা নুয়াজিহুহু**, মাজাল্লাহ 'আফাকুন ইকতেসাদিয়্যাহ'-তে প্রকাশিক প্রবন্ধ, সংযুক্ত আরব আমিরাত : সংখ্যা ৯, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রি.।

২১. আল-কাহওয়াজী, ড. আলী ইবন আব্দিল কাদের, **আল-হিমায়াতুল জিনায়িয়্যাহ লিল-বায়ানাতিল মুয়ালাজাহ আল-ইলেকতুরুনিয়াহ**, কুল্লিয়াতুশ শরী'য়াহ ওয়াল কানুন, আইন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, আরব আমিরাত : জামিয়াতুল ইমারাত আল-আরাবিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.।

২২. আবু সুলাইমান, ড. আব্দুল ওহ্হাব, **আল-বিতাকাতুল ব্যাংকিয়্যাহ**, মিশর : দারুন নাহদাহ আল-আলামিয়্যাহ আল-আরাবিয়্যাহ, তা. বি.।

২৩. আর-রাযী, যাইনুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর, **মুখতারুস সিহাহ**, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.।

২৪. আল-ফীরুযাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব, **আল-কামুসুল মুহিত**, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩ খ্রি.।

২৫. ইবন মানযূর, মুহাম্মাদ বিন মোকাররাম, **লিসানুল আরাব**, বৈরূত : দারু সাদির, ১ম প্র., ২০০০ খ্রি.।

২৬. মুহাম্মাদ ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ আশ শাফি'য়ী, **ফাতহুল করীব আল-মুজীব ফি শরহি আলফাযিত তাকরীব**, বৈরূত : দারু ইবন হাযম, ২০০৫ খ্রি.।

২৭. আল-হাত্তাব, শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-মালিকী, **মাওয়াহিবুল জালিল ফি শরহি মুখতাসারিল খলিল**, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯২ খ্রি.।

২৮. খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, **আল-আলাম**, বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪ খ্রি.।

২৯. সম্পাদনা পর্ষদ, **আলামুল ফিকরিল ইসলামী**, কায়রো : মিশরীয় ধর্ম মন্ত্রণালয়, ২০০৭ খ্রি.।

৩০. আবু যাহরা, **আল-আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ**, কায়রো : দারুল ফিকরিল আরাবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৫৭ খ্রি.।

৩১. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল, **আল-জামি'আস সাহীহ**, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.।

৩২. মুসলিম, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ **আস-সাহীহ**, বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.।

৩৩. আর-রাফেয়ী, আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ, **আশ-শারহুল কাবীর**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.।

৩৪. আল-জুয়াইনী, ইমামুল হারামাইন, **নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব**, জিদ্দা : দারুল মিনহাজ, ২০০৭ খ্রি.।

৩৫. আন-নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবন শারফ, **আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব**, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.।

৩৬. আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ বিন আলী, **নাইলুল আওতার**, কায়রো : দারুল হাদিস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.।

৩৭. আর-রমালী, শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবন হামযাহ, **নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ**, কায়রো : মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবী, ১৯৩৮ খ্রি.।

৩৮. সম্পাদনা পরিষদ, **আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ**, কুয়েত : ওয়াক্ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দারুস্ সালাসিল, ১৪০৪ হি.।

৩৯. আল-মাকদিসী, বাহাউদ্দিন, **আল-উ'দ্দাহ শরহুল উমদাহ**, কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৩ খ্রি.।

৪০. ইবন আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন ইবন 'উমর আশ-শামী, **রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার**, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্র., ১৯৯২ খ্রি.।

৪১. আশ্-শারবীনী, শামসুদ্দিন, **মুগনিল মুহতাজ**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.।

৪২. ইবনুর রফ'আহ, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, **কিফায়াতুন নাবীহ ফি শরহিত তানবীহ**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.।

৪৩. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, **ইলমু উসূলিল ফিকহ**, মিশর : মাতবায়াতুল মাদানী, তা. বি.।

৪৪. আব্দুল্লাহ বিন ইউসূফ আল-জুদা'ই, **তাইসিরু ইলমি উসূলিল ফিকহ**, বৈরূত : মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান, ১৯৯৭ খ্রি.।

৪৫. ইবন রুশদ আল-হাফীদ, আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, **বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ**, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.।

৪৬. আল-আশকার, ড. সুলাইমান, **মুসতাজিদ্দাতুন ফিকহিয়্যাহ ফি কাযায়া আয-যিওয়াজ ওয়াত তালাক**, জর্ডান : দারুন নাফায়িস, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.।

৪৭. আল-খুন, ড. মুস্তফা এবং অন্যরা, **আল-ফিকহুল মানহাজী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফি'য়ী**, দামেশ্ক : দারুল কলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৩ হি.-১৯৯২ খ্রি.।

৪৮. আন-নাসায়ী, আহমাদ ইবন শুয়াইব, আল-খুরাসানী, **আসসুনানুল কুবরা**, সিরিয়া : মাকতাবুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬ খ্রি.।

৪৯. আল-হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নাইসাবুরী, **আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.।

৫০. আল-কিরমানী, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ আলী ইবন সাইদ, **আল-কাওয়াকিবুদ দুরাবী ফি শারহি সহিহীল বুখারী**, বৈরূত : দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৮১ খ্রি.।

৫১. সাপ্তাহিক **সাওতুল আযহার**, রবিউল আওয়াল, ২৬ তারিখ, শুক্রবার, ১৪২৩ হি., সংখ্যা, ১৪১।

৫২. আয-যাহাবী, শামসুদ্দিন, **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা**, বৈরূত : মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, ৩য় প্র., ১৯৮৫ খ্রি.।

৫৩. আল-ফাইয়ূমী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী, **আল-মিসবাহুল মুনির**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

৫৪. মুহাম্মাদ ইবন 'আরাফাহ, **আল-মুখতাসারুল ফিকহী**, দুবাই : মুয়াস্‌সাতু খালাফ আহমাদ আল-খাবতূর, ১ম প্র., ১৪৩৫ হি.।

৫৫. আল-খতীব আশ-শারবীনী, **আল-ইকনা' ফি হাল্লি আলফাযি আবী শুজা'**, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.।

৫৬. আল-জামল, সুলাইমান ইবন উমর, আল-আযহারী, **হাশিয়াতুল জামাল আলা শারহিল মানহাজ**, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.।

৫৭. ইবন কুদামা, মুয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আল-মাকদিসী, **আল-মুগনী**, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, তা. বি.।

৫৮. ---, **আল-কাফি ফিল ফিকহিল ইমাম আহমাদ**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.।

৫৯. আল-মুরদাবি, আলী ইবন সুলাইমান, **আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ**, বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.।

৬০. মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন, **আল-আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ ফিশ শারী'য়াতিল ইসলামিয়্যাহ মা'আল ইশারাতি ইলা মা ইউ'আদিলুহু ফিশ শারা'য়িয়িল উখরা**, মিশর : মাতবা'য়াতু মুহাম্মাদ আলী, ১৯৬৬ খ্রি.।

৬১. আল-হুসারী, ড. আহমাদ মুহাম্মাদ, **আন-নিকাহ ওয়াল কাযায়া আল-মুতায়াল্লাকাহ বিহি ফিল ফিকহিল ইসলামী**, মিশর : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৬৮ খ্রি.।

৬২. আল-মানাবী, মুহাম্মাদ 'আব্দুর রউফ, **ফায়যুল কাদীর**, মিশর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কোবরা, ১ম প্র., ১৩৫৬ হি.।

৬৩. আল-বাহুতি, মানসূর ইবন ইউনুস, **কাশশাফুল কান্না' আন মাতানিল ইকনা'**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

৬৪. আত-তাইয়্যার, ড. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ও অন্যান্য, **আল-ফিকহুল মুয়াস্যার**, রিয়াদ : মাদারুল ওয়াতন, ১ম প্র., ২০১১ খ্রি.।

৬৫. আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহাবাহ, **আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু**, দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৯৯ খ্রি.।

৬৬. ইবন তাইমিয়্যাহ, তাকী উদ্দীন আহমাদ, **আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রি.।

৬৭. আল-কাসানী, আলা উদ্দীন, **বাদা'ইয়ুস সানা'য়ি**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.।

৬৮. আশ-শাফি'য়ী, মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস, **আল-উম্ম**, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯০ খ্রি.।

৬৯. আল-মুরদাবি, আলা উদ্দীন আলী ইবন সুলাইমান, **আল-ইনসাফ, ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনা-ল খিলাফ**, বৈরূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাস, দ্বিতীয় প্রকাশ, তা. বি.।

৭০. আত-তামিমী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন সালেহ, **তাওযিহুল আহকাম মিন বুলুগিল মারাম**, মক্কা : মাকতাবাতুল আসাদি, ৫ম মুদ্রণ, ১৪২৩ হি.-২০০৩ খ্রি.।

৭১. আর-রাহীবানী, মুস্তফা ইবন সাদ, **মাতালিবু উলিন নুহা ফি শারহি গায়াতিল মুনতাহা**, বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৫ হি.-১৯৯৪ খ্রি.।

৭২. আস-সাবি, আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খালওয়াতি, **হাশিয়াতুস সাবী 'আ-লাশ শারহিস সগীর**, মিশর : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.।

৭৩. ইবন আরাফাহ আদ-দাসুকি, **হাশিয়াতুদ দাসুকি আলাশ শারহিল কাবির**, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.।

৭৪. ইবন খাল্লিকান, **ওফায়াতুল আ'য়ান**, বৈরূত : দারু সাদের, ১৯৭১ খ্রি.।

৭৫. ইবনুল ইমাদ আল-আ'কারি আল-হাম্বলী, **সাজারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব**, বৈরূত : দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা. বি.।

৭৬. ইবন 'আব্দিল বার্‌র আল-মালিকী, **আল-ইযতিযকার লি-মাযাহিবি ওলামায়িল আমসার**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১ হি.-২০০০ খ্রি.।

৭৭. ইবন দাওবান, ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালেম, **মানারুস সাবিল ফি শরহিদ দলিল**, বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ৭ম মুদ্রণ, ১৪০৯ হি.-১৯৮৯ খ্রি.।

৭৮. আলবানী, নাসিরুদ্দিন, **সহীহ মাওয়ারিদুয যাম'আন ইলা যাওয়ায়িদি ইবনি হিব্বান**, রিয়াদ : দারুস সামিয়ী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২২ হি.-২০০২ খ্রি.।

৭৯. তিরমিযী, আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ, **আস-সুনান**, মিশর : মাতবায়াতু মুস্তফা আল-বাবী, আল-হালাবী, ১৩৬৯ হি.-১৯৫০ খ্রি.।

৮০. সাইয়্যিদ সাবিক, **ফিকহুস সুন্নাহ**, কায়রো : দারুল কুতুব আল-আরাবী, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৯৭ হি.-১৯৭৭ খ্রি.।

৮১. আর-রাফেয়ী, আব্দুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ, **আশ-শারহুল কাবির**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭ হি.-১৯৯৭ খ্রি.।

৮২. খতীব আশ-শারবীনী, শামসুদ্দিন, **মুগনিল মুহতাজ**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.।

৮৩. ইবনুল মুফলিহ, **আল-মুবদা' ফি শারহিল মুকনা'**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.।

৮৪. আল-আশকার, ড. উমর সুলাইমান, **আহকামুয যিওয়ায ফি দ্বাওয়িল কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ**, আম্মান : দারুন নাফায়িস, ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.।

৮৫. ---, **মুসতাজিদ্দাতুন ফিকহিয়্যাহ ফি কাযায়া আয যিওয়াজ ওয়াত তালাক**, জর্দান : দারুন নাফায়েস, ২০০০ খ্রি.।

৮৬. কাসিম, ড. ইউসুফ, **হুকুকুল উসরাতি ফিল ফিকহিল ইসলামী**, মিশর : দারুন নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১৪১২ হি.-১৯৯২ খ্রি.।

৮৭. ইবন হাজার, আল-'আসকালানী, **ফাতহুল বারী**, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.।

৮৮. আল-ইবরাহীম, ড. আকলাহ, **হুকমু ইজরায়িল 'উকূদ বি ওসায়িলিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ**, আম্মান : দারুল জিয়া, ১৯৮৬ খ্রি.।

৮৯. আদ-দাব্বু, ড. ইব্রাহীম ফাযিল, **হুকমু ইজরায়িল 'উকূদ ফিল আলাতিল ইত্তেসালিল হাদিসাহ**, জিদ্দা : মাজাললাতুন ফিকহিল ইসলামী, ৭ম সংখ্যা, ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি.।

৯০. আবুল আইনাইন, ড. বদরান, **আয-যিওয়াযু ওয়াত তালাকু ফিল ইসলাম**, আলেকজান্দ্রিয়া : মুয়াস্‌সাসাতু শাবাবিল জামিয়া আল-ইস্কান্দারিয়াহ, তা. বি.।

৯১. আল-হাইতি, ড. আব্দুর রাজ্জাক রহীম, **হুকমুত তা'য়াকুদ আবরা আজহিযাতিল ইত্তিসালিল হাদিসাহ**, আম্মান : দারুল বায়ারিক, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.।

৯২. সম্পাদনা পরিষদ, **মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী**, জিদ্দা : আন্তর্জাতিক ফিকহ বোর্ড, ৬ষ্ঠ কনফারেন্স, অধিবেশন : ৬, তারিখ : ১৭-২৩ শাবান, ১৪১০ হি.; ১৪-২০ মার্চ, ১৯৯০ খ্রি.।

৯৩. মুহাম্মাদ সাঈদ আর রামলাভী, **আত-তা'য়াকুদু বিল ওসায়িলিল মুসতাহদাসাহ**, আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল ফিকরিল জামি'য়ী, ২০০৬ খ্রি.।

৯৪. ইবন নুজাইম, যাইনুদ্দীন আল-মিসরী, **আল-বাহরুর রায়িক শারহু কানযিদ দাকায়িক**, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬ খ্রি.।

৯৫. ইবন হাজাম, আলী ইবন আহমাদ বিন সাঈদ, **আল-মুহাল্লা বিল আসার**, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.।

৯৬. আল-কারাফী, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, **আয-যাখীরাহ**, বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪ খ্রি.।

৯৭. আন-নুজাইমি, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াইয়াহ, **হুকমু ইবরামি উকূদিল আহওয়াল আশ-শাখসিয়্যাহ ওয়া ওকূদ আততিজারিয়্যাহ আবরাল ওসায়িলিল ইলেকক্রনিয়্যাহ,**

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=8433, 12/30/2016|

৯৮. আদ-দামীরী, মুহাম্মাদ ইবন মুসা ইবন ঈসা ইবন আলী আশ-শাফি'য়ী, **আন নাজমুল ওহহাজ ফী শারহিল মিনহাজ**, জিদ্দা : দারুল মিনহাজ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৫ হি.-২০০৪ খ্রি.।

৯৯. মুহিউদ্দীন, শায়খ মুহাম্মাদ, **আল-আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ ফিশ শারী'য়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ**, মিশর : মাতবায়া' মুহাম্মাদ আ'লী আস-সাবীহ, ১৯৬৬ খ্রি.।

১০০. আল-খাফীফ, শায়খ আলী, **মুখতাসারু আহকামিল মুয়া'মালাত আশ-শারয়ি'য়্যাহ**, কায়রো : মাতবায়াতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১৩৭৪ হি.-১৯৫৪ খ্রি.।

১০১. আল-কুরাহদাগী, ড. মুহিউদ্দীন আলী, **মাবদাউর রিদ্বা ফিল 'উকূদ : দিরাসাতুন মুকারানাহ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল কানূন**, বৈরূত : দারুল বাশায়ির, ১৯৮৫ খ্রি.।

১০২. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, **মাফাতীহুল গাইব**, বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল 'আরাবি, ৩য় মুদ্রণ, ১৪২০ হি.।

১০৩. আল-জাযাইরী, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ, **আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'য়া**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.-২০০৩ খ্রি.।

১০৪. আল-কাদ্বায়ী, মুহাম্মাদ ইবন সালামাহ, **মুসনাদুশ শিহাব**, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৬ খ্রি.।

১০৫. আবূ দাউদ, সুলাইমান, **আস-সুনান**, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.।

১০৬. ইবন মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ, **আস-সুনান**, কায়রো : ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, তা. বি.।

১০৭. ইবন হাযাম, **মারাতীবুল ইজমা ফিল ইবাদাতি ওয়াল মু'আমালাতি ওয়াল ইতেকাদাতি**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

১০৮. ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, **আত ত্বলাক ফিল কুরআনি : দিরাসাতুন মওদূয়িয়্যাহ্**, দি কুরআনিক স্টাডিজ, আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া : ডিসেম্বর ২০১৫, সংখ্যা ৪, খণ্ড ৫।

১০৯. আল-মুযানী, ইসমাইল ইবন ইয়াহইয়া ইবন ইসমাইল, **মুখতাসারুল মুযানি**, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি., কিতাবুল উম্ম ৮ম খণ্ডের সাথে প্রকাশিত।

১১০. আল-বুজাইরমী, **হাশিয়াতুল বুজাইরমী**, কায়রো : মাতবা'য়াতুল হালাবী, তা. বি.।

১১১. আল-বাগাভী, আল-হুসাইন ইবন মাসউদ, **আত-তাহযীব ফিল ফিকহিল ইমাম আশ-শাফি'য়ী**, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.।

১১২. আন-নাবাবী, **রওদাতুত তালেবীন**, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রি.।

১১৩. ইবন কুদামা, **আলমুকনা' ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ**, জিদ্দা : মাকতাবুস সাওয়াদি লিততাওযি, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১ হি.-২০০০ খ্রি.।

১১৪. সাপ্তাহিক আক্বীদাতী, কায়রো : সংখ্যা-৪৫৭, ২৮ আগস্ট ২০০৮।

১১৫. ইবন কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন উমর, **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৯ হি.।

১১৬. আন-নাফারাভী, আহমাদ ইবন গানেম শিহাবুদ্দীন, **আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী আ'লা রিসালাতি ইবনি আবি যাইদ আলকিরাওয়ানী**, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.-১৯৯৫ খ্রি.।

১১৭. আল-আ'দাভী, **হাশিয়াতুল আ'দাভী আ'লা শরহি কিফায়াতিত তালেব**, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি.-১৯৯৪ খ্রি.।

১১৮. আররুহাইবানি, মুস্তফা ইবন সায়া'দ, **মাতালিবু উলিন নুহা**, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪ খ্রি.।

১১৯. ইবনুল কাত্তান, আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক, **আল-ইকনা' ফি মাসায়িলিল ইজমা**, কায়রো : আলফারুক আলহাদিসাহ, ১ম মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি.।

১২০. আলমুরদাভী, আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন সুলাইমান, **আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ**, বৈরূত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.।

১২১. আলগারনাতি, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন আবিল কাসিম ইবন ইউসুফ আল-আবদারি, **আত্তাজ ওয়াল ইকলিল লিমুখতাসারি খলিল**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৬ হি.-১৯৯৪ খ্রি.।

১২২. আল-মারগিনানী, আবুল হাসান আলী ইবন আবি বকর, **আল-হিদায়াহ**, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

১২৩. আয-যাইলায়ী', উসমান ইবন আলী, **তাবয়িনুল হাকায়িক**, কায়রো : আলমাতবা'য়াতুল কোবরা, বূলাক, ১৩১৩ হি.।

১২৪. আস-সুনাইকি, **আসনা-ল মাতালিব**, বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.।

১২৫. আবুল হিজা, মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, **উকুদুত তিজারাতিল ইলেকত্রুনিয়্যাহ**, আম্মান : দারুস সাকাফাহ, ২০০৫ খ্রি.।

১২৬. আবু হাইবাহ, ড. নাজওয়া, **আত-তাওকীউল ইলেকত্রুনি : তারিফুহু, হুজ্জিয়াতুহু ফিল ইসবাত**, কায়রো : দারুন নাহজাতিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.।

১২৭. আল-কালকাসান্দি, আহমাদ ইবন আলী ইবন আহমাদ, **সুবহুল আ'শা ফী সানায়াতিল ইনশা**, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

১২৮. কিনদিল, ড. সাঈদ, **আত-তায়াকুদুল ইলেকত্রুনিয়্যাহ : সুওয়ারুহু, হুজ্জাতুহু ফিল ইসবাত**, আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল জামিয়াতিল জাদীদাহ, ২০০৪ খ্রি.।

১২৯. আল-মুমিনি, ড. বাশশার তালাল আহমাদ, **মুশকিলাতুল তয়াকুদ আবরাল ইন্টারনেট**, পিএইচ.ডি থিসিস, আইন অনুষদ, মানসুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর, ২০০৩ খ্রি.।

১৩০. আলী মুহাম্মাদ আহমাদ আবুল ইয, **আত-তিজারাতুল ইলেকত্রুনিয়্যাহ ওয়া আহকামুহা ফিল ইসলাম**, বৈরূত : দারুন নাদায়িম, ১ম মুদ্রণ, ২০০৮।

১৩১. রুশদী, ড. মুহাম্মাদ আস-সাঈদ, **হুজ্জিয়াতু ওসায়িলিল ইত্তেসাল আল-হাদিসাহ ফিল ইসবাত**, কায়রো : আন-নাসরুয যাহাবী লিত-ত্বাবায়াহ, তা. বি.।

১৩২. কানুনুত তাওকী' আল-ইলেক্ট্রনি আল-মিসরী, ২০০৪ খ্রি., প্রথম অধ্যায়, সংখ্যা-১৫।

১৩৩. জুমাইয়ী, ড. হাসান আব্দুল বাসেত, **ইসবাতুত তাসাররুফাত আল-কানুনিয়্যাহ আল্লাতি ইয়াতিম্মু ইবরামুহা আন তারিকিল ইন্তারনেত**, মিশর : দারুন নাহদ্বাহ আল-আরাবিয়া, ২০০০ খ্রি.।

১৩৪. হুসাইন, ড. আহমাদ ফারাজ, **আদিল্লাতুল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী**, আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল জামিয়াহ আলজাদিদাহ, ২০০৮ খ্রি.।

১৩৫. ইবনুল কাইয়িম, **আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ**, মক্কা : দারু আ'লামুল ফাওয়ায়েদ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৮ হি.।

১৩৬. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ, আস-সারাখসি, **আল-মাবসুত**, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৩ খ্রি.।

১৩৭. আলী হায়দার, **দুরারুল হুককাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকামিল আদালিয়্যাহ**, কায়রো : দারুল জীল, ১৯৯১ খ্রি.।

১৩৮. আহমাদ ইব্রাহীম, **তুরুকুল কাযা ফিশ শরীয়তিল ইসলামিয়্যাহ**, মিশর : মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১৩৪৭ হি.।

১৩৯. আয-যুহাইলি, ড. মুহাম্মাদ ওয়াহবা, **উসুলুল মুহাকামাত আশ-শারয়িয়্যাহ ওয়াল মাদানিয়্যাহ**, দামেশক : মাতাবিয়ুল ওয়াহদাহ, ১৯৮১ খ্রি.।

১৪০. আল-বারনূ, মুহাম্মাদ সুদকী ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ, **মাওসুয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাহ**, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৩ খ্রি.।

১৪১. আদ-দীনুরী, আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবা, **উয়ুনুল আখবার**, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি.।

১৪২. আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক, **আল-মুয়াফিকাতু ফি উসুলিশ শরী'য়াহ**, মিশর : দারু ইবন আফফান, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭ খ্রি.।

১৪৩. সুলতানুল ওলামা, ইয্যুদ্দিন ইবন আব্দুস সালাম, **কাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম**, কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ লিত-তুরাস, ১৯৯১ খ্রি.।

১৪৪. সিওয়ার, ড. মুহাম্মাদ অহিদুজ্জামান, **আশ-শিকলু ফিল ফিকহিল ইসলামী : দিরাসাতুন মুকারানাহ**, সৌদী আরব : মা'হাদুল ইদারাহ আল-আম্মাহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.-১৯৮৫ খ্রি.।

১৪৫. মুহাম্মাদ ইবন মা'জুয, **ওসায়িলুল ইসবাত ফিল ফিকহিল ইসলামী**, আর-রাবাত, মরক্কো : দারুল হাদিস আল-হুসাইনিয়্যাহ, ১৪০৪ হি.-১৯৮৫ খ্রি.।

১৪৬. আবুল হিজা, মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, **উকুদুত তিজারাতিল ইলেকট্রনিয়্যাহ**, আম্মান : দারুস সাকাফাহ, ২০০৫ খ্রি.।

১৪৭. যাহরা, ড. মুহাম্মাদ আল-মুরসি, **আদ-দলিলুল কিতাবী ওয়া হুজ্জিয়াতু মুখরাজাতুল কম্পিউটার ফিল ইসবাত**, কায়রো : দারুন নাহদা আল-আরাবিয়্যাহ, তা. বি.।

১৪৮. মুহাম্মাদ রাওয়াজ কালআ'জী, **মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা**, বৈরূত : দারুন নাদায়িম, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৮ হি.-১৯৮৮ খ্রি.।

১৪৯. আল-উবুদি, ড. আব্বাস, **আস-সানাদাতুল 'আদিয়া ওয়া দাওরুহা ফিল ইসবাতিল মাদানী**, আম্মান : দারুদ দাওলিয়্যাহ, দারুস সাকাফাহ, ২০০১ খ্রি.।

১৫০. লুৎফি, ড. মুহাম্মাদ হুসাম, **আল-ইতারুল কানুনী লিল মুয়ামালাতিল ইলেকট্রনিয়্যাহ**, কায়রো : দারুস সাকাদাহ, ২০০২ খ্রি.।

১৫১. হিজাযী, ড. মান্দী আবদুল্লাহ, **আত-তা'বীর আনিল ইরাদাহ আন তরিকিল ইন্টারনেট**, আলেকজান্দ্রিয়া : দারুল ফিকরিল জামিয়ী', ২০১০ খ্রি.।

১৫২. ইবন ফরহুন, ইব্রাহীম ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ, **তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসূলিল আকজিয়াতি ওয়া মানাহিজিল আহকাম**, কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ লিতত্তুরাস, ১৯৮৬ খ্রি.।

১৫৩. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা, **আল-ওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী**, দামেশক : দারুল খাইর, ২য় মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রি.।

১৫৪. আল-মাযরু, আব্দুল ইলাহ বিন মাযরু, **আকদুস যেওয়াজ আবরাল ইন্টারনেট**,

http://www.aikutubeafe.com/book/geAwEl.html.30/12/2016/10:30 PM.

১৫৫. *https://www.jugantor.com/todays-paper/it-world/250120/* (Visited on 10/03/2020 at 11.50 PM)

১৫৬. *http://www.cca.gov.bd/site/page/6414f0d0-42ea-4cca-a9b2-e9cda6eb9cb* (Visited on 07-03-2020).

১৫৭. *https://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDVfMDdfMTRfM183MF8xXzEyODQ0OA* (Visited on: 07/03/2020); *https://mimirbook.com/bn* (Visited on: 07/03/2020).

১৫৮. *https://bn.wikipedia.org/wiki* (Visited on:07-03-2020).

পাঠকের পাতা

ফিকহ্, উসূলুল ফিকহ্, তুলনামূলক ফিকহ্, ইসলামী অর্থনীতি, ফিনটেক, মাকাসিদুশ-শারী'য়াহ, ফিকহুল আউলাবিয়াত, হালাল ফুড, জাকাত ও ওয়াক্ফ ম্যানেজম্যান্ট, অন-লাইন লেনদেন, SDG ইসলামী দৃষ্টিকোন এবং সমসাময়িক ইসলামী আইনের বিধানসহ নানা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়াহ সুপারভাইজরী কমিটির সদস্য। ইতোমধ্যে তাঁর বিশটির অধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দেশি-বিদেশি নানা গবেষণা জার্ণালের সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য। শর'য়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ শিরোনামে তাঁর একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে এবং কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC)-এর অর্থায়নে একাধিক গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত করেছেন ও তাঁর কিছু গবেষণা চলমান রয়েছে।

তিনি একাডেমিক উদ্দেশ্যে মিসর, কাতার, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ব্রুনাই, মালেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কন্ফারেন্স ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।
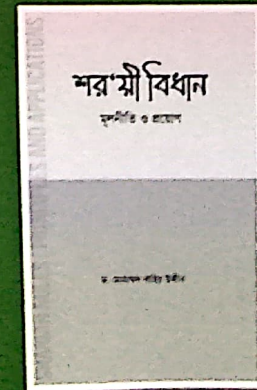
প্রযুক্তিনির্ভর আজকের বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। জীবনের সকল অঙ্গনে এ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে। মানুষ ক্রমশ প্রযুক্তির সাথে শৃঙ্খলিত হয়ে ভার্চুয়াল জগতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীর দূরত্ব সংকুচিত হয়ে পরিণত হয়েছে বিশ্বগ্রামে। বিশ্বের একপ্রান্তে থাকা মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সাথে ন্যূনতম সময় ও খরচে যোগাযোগ স্থাপন করে অভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে রূপ নিচ্ছে। এতে করে তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সম্পর্কে বহু বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা এসেছে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পাদন করছে। এসব ক্ষেত্রে চুক্তিরত উভয় পক্ষের স্থানগত ঐক্য না থাকলেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা পরস্পরকে শুনার ও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে। অনুরূপভাবে তালাক ও অন্যান্য বিচ্ছেদ এ মাধ্যমে হচ্ছে। এই চুক্তিসমূহের বৈধতা আর এ সম্পর্কে ইসলামী শরী'য়াহর বক্তব্য নিয়ে অনেকের কাছে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এসব চুক্তির ধরন, বৈচিত্র্য ও ব্যাপক বিস্তার বিষয়টিকে যেমন জটিল করেছে; তেমনিভাবে এ ব্যাপারে ইসলামী শরী'য়াহর দৃষ্টিভঙ্গি, ক্লাসিক্যাল ফিকহে এর নজির সন্ধান ও সমসাময়িক শরী'য়াহ স্কলারদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই এ গবেষণাকর্মটিতে উক্ত বিষয়সমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদনের সম্ভাবনা, স্বরূপ, শর'য়ী গ্রহণযোগ্যতা ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই বইটিতে বিষয়সমূহের দালিলিক প্রমাণসহ আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা, ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক এবং গ্রহণযোগ্য আধুনিক গ্রন্থাবলির সাহায্যে স্বীকৃত গবেষণা রীতি-নীতির আলোকে তুলনামূলক ফিকহ পদ্ধতিতে ইসলামী সমাধান পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ। তাছাড়া ইন্টারনেটের প্রকৃত পরিচিতি, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি এ বিষয়ক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে পারবে পাঠক।